চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
ওঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 1 March, 2020 ■ আগরতলা, ১ মার্চ, ২০২০ ইং ■ ১৭ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে জিএসডিপি বেড়ে ৬৩,৪৬৬ কোটি টাকা, বেড়েছে মাথাপিছু আয়ও ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ফেব্রুয়ারি।। একটা রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে কিনা তা মূলত দু'টি বিষয় দেখে বোঝা যায়। ইকোনমি সাইজ অর্থাৎ জি এস ডি পি এবং মাথা পিছু আয় দেখেই রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর দাবি, ২০১৭-১৮ সালে ত্রিপুরার জি এস ডি পি ছিল ৪৪,১৬১ কোটি টাকা। বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ৬৩, ৪৬৬ কোটি টাকা। দুই বছরের মধ্যে এই বৃদ্ধি হয়েছে।

এদিন শ্রীনাথ আরো দাবি করেন, মাথা পিছু আয়ও বর্তমান সরকারের সময়কালে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর কথায়, ২০১৭-১৮ সালে মাথা পিছু আয় ছিল ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৮ টাকা। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে মাথা পিছু আয় ২ লক্ষ ২৬ হাজার ২১১ টাকায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। জি এস ডি পি ক্ষেত্রে এই লক্ষ্যমাত্রা ৯৫ হাজার ৪৬৩ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকায় নিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য।

তিনি বলেন, মাথা পিছু আয়ের ক্ষেত্রে ২০১৭-১৮ সালে সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরার অবস্থান ছিল ২১ নম্বরে। বর্তমানে পাঁচ ধাপ এগিয়ে ত্রিপুরার অবস্থান হয়েছে ১৬ নম্বরে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় কর সংগ্রহের হারও আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭-১৮ তে রাজ্যের নিজস্ব কর সংগ্রহ ছিল ১,৯১৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০ এ তা বেড়ে হয়েছে ২,৩৩৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। বৃদ্ধির হার ২১.৮২ শতাংশ। এরজন্য অবশ্য মানুষের উপর বাড়তি করের বোঝা চাপানো হয়নি বলে দাবি করেন তিনি।

তাঁর মতে, আর্থিক শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়েই এই কর সংগ্রহ বেড়েছে। কর সংগ্রহ বৃদ্ধিকে রাজ্যের জন্য একটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লীর আঁচ মেঘালয়ে, সিএএ নিয়ে গোষ্ঠী সংঘর্ষে নিহত যুবক, চরম উত্তেজনা, শিলংয়ে কারফিউ

শিলং, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। মেঘালয়ের পূর্ব খাসিপাহাড়ের শেলা বিধানসভা এলাকার সোহরা (চেরাপুঞ্জি)-য় খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (কেএসইউ) এবং অউ পজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে গতকাল শুক্রবার বিকেলে প্রচণ্ড সংঘর্ষের পরিণতিতে এক জনজাতি যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজ্য। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল রাত দশটা থেকে আজ সকাল আটটা পর্যন্ত রাজ্যের গৃহ দফতরের নির্দেশে পূর্ব খাসিপাহাড়ের জেলাশাসক এম ওয়ার নংব্রি শিলং-সহ গোটা জেলা এবং সোহরা মহকুমায় বেলা একটা পর্যন্ত কারফিউ জারি করেছিলেন। কিন্তু আজ সকালে বড়বাজারে কয়েকটি ছুরিকাঘাত ও মারপিটের ঘটনা ঘটলে বেলা প্রায় ১২টা নাগাদ ফের অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করা হয়েছে।

এদিকে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সর্বস্তরের মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা। ঘটনার প্রশাসনিক তদন্তের নির্দেশ দিয়ে অভিযুক্তদের শীঘ্র গ্রেফতার করতে রাজ্য পুলিশকে যৌথভাবে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী সাংমা এবং গৃহমন্ত্রী লাহকমেন রিমবুই।

আজ শনিবার সকাল আটটা থেকে কারফিউ শিথিল করা হয়েছিল। যথারীতি দোকানপাট খুলেছিল বড়বাজার, পুলিশবাজার, রিনজা ইত্যাদি এলাকায়। মানুষজনও বেরিয়েছিলেন। কিন্তু বেলা প্রায় দশটা নাগাদ বড়বাজারে দোকানপাট ও অজনজাতি মানুষের ওপর হামলা চালায় কতিপয়। সঙ্গে সঙ্গে জেলাশাসক এম ওয়ার নংব্রি শিলং ও তার পার্শবর্তী এলাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য আবার কারফিউ জারি করেন। এছাড়া পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত গতকাল রাত থেকে ৪৮ ঘণ্টার জন্য ছয় জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এদিকে মেঘালয় পুলিশের সদর দফতর থেকে হিংসা না ছড়াতে, যে কোনও সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি ধ্বংস না করে সর্বতোপ্রকারে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখার আবেদন জানানো হয়েছে।।

ইস্ট খাসিপাহাড়ের পুলিশ সুপার ক্লাউডিয়া লিংগোয়ার কাছে জানা গেছে, নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (সিএএ)-এর বিরোধিতা এবং ইনার লাইন পারমিট (আইএলপি) বলবতের দাবি প্রসঙ্গে শুক্রবার বিকেল তিনটেয় ইস্ট খাসিপাহাড় জেলার অন্তর্গত শেলার সোহরা মহকুমার ইছামতি গ্রামে কেএসইউ এক সভার আয়োজন করেছিল। সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন কয়েকজন অজনজাতিভুক্ত যুবক (সন্দেহভাজন বাংলাদেশি)। সভায় অজ্ঞাত কোনও বিষয় নিয়ে অজনজাতি যুবকদের বিবাদ সৃষ্টি হয়। বিবাদ ক্রমে সংঘর্ষের রূপ নেয়। ওই সংঘর্ষে কয়েকজন পুলিশকর্মী এবং খাসি যুবক আহত হন। আহতদের নিয়ে ভরতি করা হয় সোহরা সিভিল হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালে আহত লোকাল ট্যাক্সির ড্রাইভার জনৈক লুরসাই নিউতা (৩৫)-র মৃত্যু হয়। তার বাড়ি সোহরার একটি গ্রামে। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে করে মেঘালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে হিংসা ছড়িয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিএম আবাস যোজনায় রাজ্যেকে ৫২.২২ কোটি টাকা মঞ্জুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ফেব্রুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (শহর) সাফল্যের নিরিখে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং পাহাড়ি রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে। তেমনি, সারা দেশের মধ্যে তামিলনাড়ুর পর ত্রিপুরা ওই যোজনা বাস্তবায়নে দ্বিতীয় দখল করেছে। এখন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (শহর) ৫২ কোটি ২২ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক ত্রিপুরার জন্য মঞ্জুর করেছে।

ত্রিপুরায় ২০টি নগর সংস্থা এলাকায় ঘর নির্মাণে সহায়তা মিলবে। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার জন্য ৭৭,৩৭৯টি-র অধিক ঘরের অনুমোদন দিয়েছে। তার মধ্যে ৩২,৫১৭ ঘর নির্মাণ হয়ে গেছে। অবশিষ্ট ৪৪,৮৬২টি ঘর নির্মাণে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তে ১১ লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী উদ্ধার বিএসএফের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্য সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর থেকে নেশা বিরোধী অভিযানে আলাদা মাত্রা পেয়েছে। অবশ্যই এতে বিএসএফ-এর ধারাবাহিক সাফল্যকে অস্বীকার করার কোনও সুযোগ নেই। ত্রিপুরায় নেশা সামগ্রী আটক এবং পাচার বাণিজ্যের বিরুদ্ধে বিএসএফ-এর ধারাবাহিক অভিযানে ফের সাফল্য পেয়েছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। শুক্রবার মধ্যরাতে সীমান্ত এলাকায় ১,৮১০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে বিএসএফ। এগুলোর বাজারমূল্য ৯ লক্ষাধিক টাকা। এছাড়াও দুই লক্ষাধিক টাকা মূল্যের বেআইনি নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী।

বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক অরুণ কুমার ভার্মা জানিয়েছেন, সিপাহিজলা জেলার শ্রীমন্তপুর বিওপি এলাকায় গোয়েন্দা খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার মধ্যরাতে ওৎ পেতে বসেন বিএসএফ জওয়ানরা। পাচারকারীরা সীমান্ত ডিঙিয়ে ওপারে নেশা সামগ্রী পাচার করবে সেই খবরে তাদের হাতেনাতে ধরতে চেয়েছিলেন বিএসএফ জওয়ানরা। অরুণ ভার্মা বলেন, খবর অনুযায়ী পাচারকারীদের গতিবিধি লক্ষ্য করেন বিএসএফ জওয়ানরা। পাচারকারীরা কাঁটাতারের বেড়ার উপর দিয়ে ওপারে পাচার সামগ্রী ছুঁড়ছিল। ওই সময় বিএসএফ জওয়ানরা তাদের থামতে নির্দেশ দেন। কিন্তু, তারা তাতে কান না দিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিএএ, এনআরসি এবং এনপিআরের প্রতিবাদে সরব ত্রিপুরা নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ফেব্রুয়ারি।। সিএএ, এনআরসি এবং এনপিআর নিয়ে রাজ্যেও আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। ত্রিপুরা নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ শনিবার আগরতলায় মিছিল ও কনভেনশনের মধ্য দিয়ে তার ইঙ্গিত দিয়েছে।

ত্রিপুরা নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের উদ্যোগে শনিবার মাতঙ্গিনী প্রীতিলতা হলঘরে সিএএ, এনআরসি এনআরপি বাতিল এবং আসাম সহ সারা দেশে ডিটেনশান ক্যাম্প প্রত্যাহারের দাবিতে গণ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশন শুরুর আগে রাজধানী

আগরতলা শহরে এক মিছিল সংগঠিত করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মাতঙ্গিনী প্রীতিলতা হলে কনভেনশনে মিলিত হয়। মিছিলে অংশ নিয়ে ত্রিপুরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসায় আত্মঘাতী সিআরপিএফ জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ফেব্রুয়ারি।। ১৪০ ব্যাটালিয়া সিআরপিএফের আমবাসা বেত বাগানস্থিত সদর কার্যালয়ে শনিবার রাতে সাবন্ত সন্তোষ আর নামে এক হেড কনস্টেবল ব্যারেকে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। ঘটনার খবর সেখানে যায় আমবাসা থানার পুলিশ। প্রাথমিকভাবে জানা যায় আত্মঘাতী এই জওয়ান কিছুদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলো। জওয়ানের বাড়ি মহারাষ্ট্রের পুনে জেলার সতপাল হাবেলী গ্রামে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে।

দিল্লিতে দাঙ্গার প্রতিবাদে আগরতলায় কংগ্রেসের গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ২৯ ফেব্রুয়ারি।। সদর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে শনিবার পোস্টঅফিস চৌমুহনীতে কংগ্রেস ভবনের সামনে ২ ঘণ্টার গণঅবস্থান সংগঠিত করা হয়। গণঅবস্থান থেকে দিল্লি দাঙ্গার অভিযুক্ত নেতাদের গ্রেপ্তার ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অপসারণের জোরালো দাবি জানানো হয়।

গণ অবস্থানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক বলেন, দিল্লিতে ভয়াবহ দাঙ্গার পেছনে রাষ্ট্রীয় শক্তির সরাসরি মদত রয়েছে। দেশের ১৩০ কোটি মানুষ তা প্রত্যক্ষ করছেন বলেও তিনি অভিযোগ করেন। বিজেপি নেতাদের উস্কানীতেই দিল্লিতে দাঙ্গা হয়েছে এবং তাতে ৪৫ জন নিহত হয়েছেন। সারা দেশে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুইটি বাইক ও বোলেরোর সংঘর্ষে গুরুতর আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার/ তেলিয়ামুড়া, ২৯ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে যান দুর্ঘটনায় চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। শনিবারের এই দুর্ঘটনায় আহদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে পুলিশ। আহতদের শান্তিরবাজার ও গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এদিন সকালে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার মহকুমায় জোলাইবাড়ি মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে দুইটি বাইক ও বোলেরো পিকাপ গাড়ির সংঘর্ষে চার বাইক আরোহী গুরুতর আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় বোলেরো গাড়িটি জাতীয় সড়কের উপর উল্টে গিয়েছে।

খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে জোলাইবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, শাখবাড়ির বাসিন্দা কমল কিশোর ত্রিপুরা(২৫), রামরাইবাড়ির বাসিন্দা প্রসেনজিৎ ত্রিপুরা(২৩) ও সুদীপ ত্রিপুরা(২৬) এবং কোয়াইংফাং এলাকার বাসিন্দা মোহন ত্রিপুরা(৪০) দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন। এদিকে, জোলাইবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে স্কুলঘরে বন্দুক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ফেব্রুয়ারি।। গভীর রাতে কৈলাশহর মাগুরউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজার দিঘীর পাড় এসবি স্কুল থেকে বন্দুক উদ্ধারের ঘটনায় এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য। রাত্র আনুমানিক ১০টার সময় ইরানি থানার কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে রাজার দিঘির পাড় এসবি স্কুলে চারটি বন্দুকের লেনদেন হচ্ছে।

খবর পেয়ে ইরানি থানার পুলিশ বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী নিয়ে রাজার দিঘীর পার এস বি স্কুল গিয়ে হাজির হয়। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শল্ক কুমার জমাতিয়া, ইরানি থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর হোসেন ও এএস আই বদরুল হক। সেখানে গিয়ে অনেক খোঁজা খুঁজির পর স্কুলের বারন্দায় গ্রিলের ভিতরে একটি কার্টুন পাওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দূর্ঘটনার ঝুকি, ব্যারিকেড স্থাপনের দাবীতে সড়ক অবরোধ স্কুল পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৯ ফেব্রুয়ারি।। স্কুলের সামনে প্রধান সড়কের উপর বাইকের ধাক্কায় স্কুলছাত্র গুরুতর ভাবে আহত হওয়াতে সড়কের উপর ব্যারিকেড স্থাপনের দাবিতে কদমতলা ধর্মনগর প্রধান সড়ক অবরোধ করে বসলো কচিকাঁচা স্কুল ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবক। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত কদমতলা থানার পুলিশ। দীর্ঘ ৩ ঘন্টা বন্ধ থাকার পর ওসি আশ্বস্ত করেন ১৫ দিনের ভেতর স্কুলের সামনের প্রধান সড়কে ব্যারিকেড বসানো হবে।ওসির আশ্বাসে অবরোধমুক্ত হয় ব্যস্ততম ধর্মনগর কদমতলা প্রধান সড়কটি। অবরোধের দুপাশে গাড়ির দীর্ঘ লাইন। যাত্রী দুর্ভোগে চরমে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন ইছায়ী বড়ুয়াকান্দি জেবি স্কুলে গতকাল চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষা ছিল।পরীক্ষা শেষে চতুর্থ শ্রেণীর ছিন্তাজ আলী পিতা মনির আলী স্কুল থেকে বেরিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে স্কুলের সামনে কদমতলা ধর্মনগর প্রধান সড়কের উপর উঠা মাত্র একটি তীব্র বেগী বাইক এসে ছিন্তাজ আলিকে সজোরে ধাক্কা মারে। তীব্র বেগী বাইকের ধাক্কায় সে সড়কের উপর ছিটকে পড়ে।

সেই সুযোগে বাইক চালক বাইক নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। তখন পথচারী স্থানীয় জনগণ স্কুলছাত্র ছিন্তাজ আলিকে রাস্তাতে পড়ে থাকা অজ্ঞান অবস্থা থেকে উদ্ধার করে তার প্রত্যেক রায় গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের ইছাই জয়পুর গ্রামের নিজ বাড়িতে নিয়ে যান। তারপর তার পরিবারের সদস্যরা ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার পর বাড়িতে নিয়ে আসেন। আহত স্কুলছাত্রের পরিবারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচনে বামেদের ব্যর্থতাকে কাজে লাগিয়ে ফায়দা তুলতে চাইছে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ফেব্রুয়ারি।। আসন্ন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) নির্বাচনকে পাখির চোখ করে সাংগঠনিক বৈঠকের আয়োজন করেছে বিজেপি। মূলত, এডিসি এলাকায় সমস্যার সমাধান এবং বামেদের মোকাবিলায় প্রস্তুতির রূপরেখা নির্ণয়েই এই বৈঠক বলে নিশ্চিত করেছেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহা।

এদিন রুদ্ধদ্বার এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী দেব, উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, ত্রিপুরার বিজেপি প্রভারি ফণীন্দ্রনাথ শর্মা-সহ বিধায়কগণ এবং জনজাতি নেতা ও কার্যকর্তাগণ। বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতিও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি ডা. মানিক সাহা

শনিবার আগরতলায় নজরুল কলাক্ষেত্রে বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

জানান, ত্রিপুরায় ৪৮টি বিধানসভা কেন্দ্র এডিসি এলাকায় অবস্থিত। তাই, বিধানসভা ক্ষেত্রে সমস্ত জেলা, মণ্ডল ও বুথ স্তরের নেতা ও কার্যকর্তারা বৈঠকে অংশ নিয়েছেন।

বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতির দাবি, নিজ নিজ এলাকায় কী সমস্যা রয়েছে, ওই সব সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন দিক নিয়ে আজ বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। তাঁর কথায়, এডিসি প্রশাসন বর্তমানে বামেদের করণীয় বিষয় এবং বামেদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলার দখলে রয়েছে। কিন্তু, তাঁরা এডিসি প্রশাসন সঠিক পরিচালনা করছেন না। তাতে এডিসি এলাকার মানুষের কাছে সরকারি সুযোগ সুবিধা পৌঁছাচ্ছে না। এডিসি এলাকায় জনগণের সামগ্রিক অনুন্নয়নের জন্য বিজেপি প্রদেশ সভাপতি বামেদের দায়ী করেছেন।

ধারণা করা হচ্ছে, বামেদের ব্যর্থতাকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার বিষয়েই আজ দিনভর বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। তবে, দলীয় কোন্দল এবং সাংগঠনিক নানা সমস্যাও এদিনের বৈঠকে প্রাধান্য পেয়েছে বলে বিজেপি সূত্রের খবর। তবে, আইপিএফটি-র সাথে জোট বেঁধে এডিসি নির্বাচনে লড়াইয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহার কথায়, বর্তমানে ত্রিপুরায় বিজেপি-আইপিএফটি জোট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উড়ান প্রকল্পে নয়া সংযোজন, সূচনা হল আগরতলা-আইজল বিমান পরিষেবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ফেব্রুয়ারি।। উড়ান প্রকল্পে আজ থেকে আগরতলা-আইজল (মিজোরামের রাজধানী) বিমান পরিষেবা চালু হয়েছে। আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগে এক নতুন পালক যুক্ত হয়েছে বলে দাবি করেছেন ত্রিপুরার পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। ইন্ডিগো বিমান সংস্থা প্রতিদিন আগরতলা-আইজল রুটে ৭৮ আসন বিশিষ্ট এটিআর বিমান চালাবে।

শনিবার আইজল থেকে আগরতলায় ৩৮ জন যাত্রী এসেছেন। আগরতলা থেকে ৪৭ জন যাত্রী গিয়েছেন আইজল। সূচনা লগ্নেই যাত্রী ভিড় দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার আঞ্চলিক অধিকর্তা সঞ্জীব জিন্দাল। তিনিও আজ ওই বিমানে আইজল থেকে আগরতলায় এসেছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী এবং বিমান পরিষেবাকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে উড়ান প্রকল্প চালু করেছিল। মূলত, আঞ্চলিক যোগাযোগ প্রকল্পের অধীন এই প্রকল্পের সূচনা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। 'উড়ে দেশ-কি আম নাগরিক', প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্ন বাস্তবায়নে ২০১৭ সালের ২৭ এপ্রিল উড়ান প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়েছিল। প্রকল্পটি ১০ বছরের জন্য চালু করা হয়েছে। প্রয়োজনে সময়সীমা বাড়ানো হতে পারে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ত্রিপুরা তৃতীয় রাজ্য হিসেবে আজ উড়ান প্রকল্পে বিমান পরিষেবা চালু হয়েছে। ইতিপূর্বে ইমফল-ডিমাপুর এবং গুয়াহাটি-ডিমাপুর উড়ান প্রকল্পে বিমান পরিষেবা চালু হয়েছে। এখন তেজপুর-তেজু (অরুণাচল প্রদেশ) ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১৪২ ▫ ১ মার্চ ২০২০ইং ▫ ১৭ ফাল্গুন ▫ রবিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

এডিসি ভোটে চ্যালেঞ্জে

ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের (এডিসি) ভোট নিয়া তৎপরতা শুরু হইয়া গিয়াছে। এই ভোট বিজেপির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়াছে। গত কয়েক মাসে বিজেপির ভাগ্য নানা ভাবেই বিড়ম্বিত হইতেছে। দিল্লী সহ বেশ কয়েকটি রাজ্য বিধানসভা হাতছাড়া হইয়াছে বিজেপির। এই অবস্থায় রাজ্যের এডিসিতে জয়ের মালা পরিবার তাগিদ বাড়াইয়াছে গেরুয়া শিবিরে। ২৮ আসনেই ভোট হইবে। পোলিং স্টেশন নিয়াও প্রশাসনিক তৎপরতা চলিতেছে। আগামী দশ মার্চ প্রকাশিত হইবে এডিসি ভোটের খসড়া ভোটার তালিকা। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হইবে ছাব্বিশ মার্চ। মে মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতে ভোট হইতে পারে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। চলতি বছরের সতের মে শেষ হইতেছে বর্তমান এডিসির মেয়াদ। সতের মে'র মধ্যেই নতুন কমিটি গঠন করিতে হইবে। সময় আছে আড়াইমাসের মতো। ভোটের অন্তত একমাস আগে বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে হইবে। ইতিমধ্যেই ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারীর আগে এলাকা পুণর্বিন্যাস, পোলিং স্টেশন পুণর্বিন্যাস জেলা নির্বাচন আধিকারিক ও রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ ভোটার তালিকা নির্ধারণ করার মতো প্রক্রিয়া শুরু করিয়া দিয়াছে রাজ্য নির্বাচন দপ্তর।

এডিসি নির্বাচন রাজ্যের প্রায় সব দলের কাছেই কমবেশী চ্যালেঞ্জের। বিজেপি এডিসি ভোট নিয়া ইতিমধ্যেই বৈঠক ইত্যাদি সারিয়া নিয়াছে। কংগ্রেস এখনও সেই নিদ্রাভিভূত। কিন্তু, সিপিআই(এম) পাহাড়ে সাংগঠনিক কাজ আরও তেজী করিয়াছে। গণমুক্তি পরিষদ পাহাড় চষিয়া বেড়াইতেছে। শুধু গণমুক্তি পরিষদ নহে সিপিএমের বরিষ্ঠ নেতারাও পাহাড়ে রাত কাটাইতেছেন। আর প্রচারে আগাইয়া আছে বিজেপির জোট শরিক আইপিএফটি। কিন্তু এই দলের সঙ্গে বিজেপির সমঝোতা কতখানি হইবে এই বিষয়ে সংশয় সন্দেহ আছে। কারণ আইপিএফটি পাহাড় হাতছাড়া করিতে চাহিবে না। তাহাদের এডিসি দখলের স্বপ্ন অনেকদিনের। তাই তাহারা এখন পৃথক রাজ্যের দাবী ছাড়িতেছে না। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে বিজেপির এই শরিক সবচাইতে বেশী সরব। পাহাড়ে এই দল বিজেপির বিরুদ্ধেই সোচ্চার থাকিতেছে। এই অবস্থায় এডিসিতে বিজেপি আইপিএফটি জোট বাস্তবে কতখানি হইবে সে বিষয়ে সংশয় সন্দেহ আছেই। কারণ গ্রাম পাহাড়ে এডিসি এলাকায় এই দুই দল একে অপরের বিরুদ্ধে তৎপর। আসলে, বিজেপি-আইপিএফটি জোট তো কোনও নীতি আদর্শের প্রতি অবিচল থাকিয়া হয় নাই। বিজেপি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের ঘোর বিরোধী। দুই দলের মধ্যে নীতিগত ফারাক আসমান জমিন। এইভাবে জোটের বাধন আগলাই হয়।

ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচনে সিপিএমও মরণপন লড়াই করিবে একথা বলা যায়। রাজ্য হারাইয়া এই দলে এখন অনেক বেশী বিড়ম্বনায় আছে। জাতীয় স্তরে এই দলের গরিমাও অনেক ক্ষুন্ন হইয়াছে। কেরালাতে ক্ষমতা কতদিন ধরিয়া রাখিতে পারিবে। সে প্রশ্ন আসিয়া গিয়াছে। ত্রিপুরায় এডিসিও যদি হাতছাড়া হয় তাহা হইলে শেষ ভরসা, অবলম্বনও হারাইতে হইবে। সুতরাং ত্রিপুরায় বাম আধিপত্য থাকিবে কিনা তাহা এই এডিসি নির্বাচনই বলিয়া দিবে। আড়াই মাসের রাজত্বে রাজ্যে বিজেপির জন ভিত্তি কতখানি বাড়িয়াছে। উপজাতিদের মধ্যে সংগঠন বিস্তারে বা শক্তিশালী করিতে দল কতখানি অগ্রণী এই প্রশ্নও উঠিয়াছে। একথা হয়ত অস্বীকার করা যাইবে না যে, এডিসি এলাকায় বিজেপির সংগঠন বিস্তারে তেমন জোর দিতে পারে নাই। ফলে, এই মাস দুয়েকের মধ্যে দল কতখানি আগাইতে পারিবে ইহাই বড় কথা। বিজেপির মুখপাত্র স্বীকার করিয়াছেন সরকার বদলের পর নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এডিসি এলাকায় তাহাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিতেছে না। যে কারণে, জনগণের সমস্যাও দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এডিসি ভোটের রণকৌশল নিয়া বিজেপি ইতিমধ্যেই বৈঠক ইত্যাদি সম্পন্ন করিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এডিসির সমস্যা ইত্যাদি নিয়া দলের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করিয়াছেন। এডিসি নির্বাচনে বিজেপি জয়ের লক্ষ্যে যে অগ্রসর তাহারও আঁচ মিলিতেছে। কারণ, যেকোনও মূল্যে বিজেপি এডিসির জয়ের মুকুট পরিবে। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ত্রিপুরার এডিসি হয়তো বিজেপির মুখ রক্ষা করিবে। এখন দেখিতে হইবে জল সত্যিই কোন দিকে গড়ায়।

বসন্ত উৎসবে মাতবে প্রেস ক্লাব, শোভাবাজার রাজবাড়ি

কলকাতা, ২৯ ফেব্রুয়ারি, (হিস)ঊ 'বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে', অথবা 'বসন্ত তার গান লিখে যায় ধূলির 'পরে কী আদরে' জানিয়েছিলেন 'যুগলসেতু'-র বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লোকোত্তীর্ণ' কনিষ্ঠ পুত্র, আমাদের রবিঠাকুর।

এর বহু বছর পর এক তরুণ কবি লিখলেন, 'এখন বসন্তকাল/ ক্ষুর তোলা মাস্তানের মতো চমকাচ্ছে পলাশ'। কিন্তু শরীর তো আর নিচ্ছে না! ভোর ভোর গরম জামা লাগছে। ন'টা পেরোলেই তিলোত্তমায় ত্রাহি ত্রাহি রব। ঠান্ডার আমেজ কাটতে না কাটতেই বসন্ত জাগ্রত দ্বারে এবং পাশ থেকে উঁকি দিচ্ছেন স্বয়ং গোটা বৎসরের জ্যৈষ্ঠ। ধীরে ধীরে জেগে উঠছে হরেক অসুখ, আরশোলা, ছারপোকারা। এ শহর এমন জলবায়ু পরিবর্তন সে ভাবে দেখেনি। কখনও কুয়াশা, কখনও মেঘ, কখনও আলো বা 'গুগল'-বর্ণিত 'ক্লাউডি ওয়েদার'! তবু মাঝ ফাল্গুনেও 'কুহু কুহু কোয়েলিয়া' প্রায় নেই! তবে কি এ বসন্ত বিলাপ?

এর মাঝেই শহরে একাধিক জায়গায় চলছে বসন্ত উতবের প্রস্তুতিঊ এর একটি কলকাতা প্রেস ক্লাবেঊ প্রকৃতি যখন তার দক্ষিণদুয়ার খুলে দেয়, বইতে শুরু করে ফাগুন হাওয়া, মধুর অমৃত বাণী শোনা যায় কোকিলের কণ্ঠে, রঙের উচ্ছ্বাস জাগে অশোক-পলাশ শিমুলে, বেরিয়ে আসে শীতের খোলসে ঢুকে থাকা কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, নাগলিঙ্গম; আর এসব ফুলে ফুলে ভ্রমর করে খেলা; তখনই যেন প্রবল বিক্রমে আগমন ঘটে রাজাধিরাজের, ঋতুরাজ বসন্তের।

প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর এবং সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক জানিয়েছেন, পয়লা ফাল্গুন দিনটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে মর্ত্যলোকে অভিষেক ঘটে ঋতুরাজের। আর তাকে স্বাগত জনাতে প্রকৃতি নেয় এক বর্ণিল সাজ। গাছে গাছে জাগে নতুন পাতা, নতুন ফুলের সমারোহ। সবাই যেন মত্ত শীতের শুষ্কতাকে প্রাণপণে আড়াল করার চেষ্টায়। অবশ্য ফুল যদি না-ও ফোটে, বসন্তের আগমন ধ্বনিকে কোনোভাবেই চাপা দেওয়া যায় না। কারণ, ''ফুল ফুটুক আর না ফুটুক, আজ বসন্ত''। কারণ, ''বসন্ত এসে গেছে''। প্রতি বছরের মত এ বছরও প্রেস ক্লাব, কলকাতায় উদযাপিত হবে বসন্ত উৎসব। ৫ মার্চ, ২০২০, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যায়। এবারের বিশেষ আকর্ষণ সাংবাদিকতায় অসামান্য অবদানের জন্য কলকাতার সাত মহিলা সাংবাদিক এবং এক চিত্র সাংবাদিককে বিশেষ জীবনকৃতি সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে।

বসন্ত উৎসব মানেই আবিরে মেখে যাওয়া দক্ষিণা বাতাস। এটা মনে রেখে শোভাবাজার রাজবাড়িতেও চলছে প্রস্তুতিঊ বিশাল মাপের চিত্রিত ফানুস উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হবে। তার পরেই ফুলে ফুলে দুলে দুলে আবীরে রাঙানো একে অপর কে! মঞ্চে তখন বিশিষ্ট গায়ক গায়িকাদের সংগীত পরিবেশনা। নৃত্যের তালে তালে ফুটে উঠবে মায়াময় মুদ্রার ভঙ্গী। অবিস্মরণীয় উপভোগ্য এক সন্ধ্যাঊ সবান্ধবে, সপরিবারে উপভোগ করার জন্য। বসন্ত উৎসবে থাকবে ভেষজ আবিরে রঙিন হবার আহ্বান।

ভারতের ভাষা সমস্যা

।। হরিগোপাল দেবনাথ।।

ভারতবর্ষ এক ও অবিভাজ্য, যদিও এদেশ বহুজাতিকও বহুভাষিক দেশ। আমাদের সংবিধানে উল্লেখিত

রয়েছে... 'ভারত তথা ইন্ডিয়া।' ভারতবর্ষ ভারতবর্ষএ-ই, একে 'ভারত' বা 'ইন্ডিয়া' বলাটা যুক্তিগ্রাহ্য হয় না, কেননা এতে তাৎপর্যগত বা বুৎপত্তিগত কিছু আপত্তির কথা এসে যায়। সংস্কৃত ভৃ-ধাতু-র মানে হচ্ছে ভরণপোষণ করা। তো যে ভরণপোষণ করে 'ভরত'। সংস্কত 'তন্' কথার মানে বৃদ্ধি করা। মানবের শৈশব থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত দেহকে বলা হয় 'তনু' কেননা এবয়স পর্যন্ত দেহের বৃদ্ধি ঘটতেই থাকে। ৪৪ বছর বয়েস হয়ে যাবার পর থেকে দেহকে বলা হয় 'শরীর', কেননা তা' ধীরে ধীরে শীর্ণ হতে থাকে। তাই বলা হয়েছে যে দেশ ভূখন্ড জনসমষ্টিকে খাওয়া পরা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে, আর্যরা এদেশে আসার পর থেকেই তার নাম দিয়েছিল 'ভারতবর্ষ'। ভারত-এর সঙ্গে যুক্ত বর্ষ। বর্ষ মানে দেশ বা ভূভাগ। আর ব্রিটিশরা এর নামকরণ করেছিল ইন্ডিয়া। সম্ভবত, সিন্ধুনদ এর ইংরেজী নাম ইন্ডাস থেকে ইন্ডিয়া নামকরণ হয়ে থাকতে পারে। উল্লেখ্য যে, অতি সুপ্রাচীন কাল থেকেই এই ভূভাগের সৃষ্টি হয়েছিল। সৃষ্টিকাল থেকে সুবিস্তৃত বিশাল ভূভাগের নাম ছিল--- গন্ডোয়ানাল্যান্ড, যার আয়তন ছিল উত্তরে টেথিস সাগর (এখন যেখানে হিমালয় পর্বত) থেকে দক্ষিণে মহাসাগর পর্যন্ত। এই গন্ডোয়ানাল্যান্ডের খন্ডাংশের নাম ছিল জম্বুদ্বীপ। উচ্চ জম্বুদ্বীপেরই এক উর্বর ভূভাগ, যেখানে আজ থেকে প্রায় দশ লাখ বছর পূর্বে পৃথিবীর প্রথম মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। পরে এই ভূভাগটির নামকরণ হয়েছিল রাঢ়। এই 'রাঢ়' হচ্ছে অস্ট্রিক ভাষার শব্দ, যার বাংলা মানে হয়— 'লালমাটির দেশ'। এই রাঢ়েই পৃথিবীর মানবসভ্যতারও সূচনা হয়েছিল।

সুপ্রাচীন ভারতে অস্ট্রিক, নিগ্রো ও মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। ভারতের উত্তরপশ্চিম ছিল ঘনবসতি পূর্ণ। দক্ষিণ রাশিয়ার মধ্যাঞ্চল থেকে আর্যদের ককেশীয় শাখার লোকেরা ভারতে এসেছিল। তাই, বলা যায় যে, দক্ষিণ রাশিয়ার মধ্যাঞ্চলের আর্য রক্ত এসে ভারতবর্ষের রক্তের সঙ্গে মিশেছিল। তবে, ভারতের দক্ষিণ ও পূর্বদিকে আর্য রক্তের সংমিশ্রণ কম হয়েছিল, বেশি পরিমাণে রক্ত সংমিশ্রণ ঘটেছিল উত্তর ও পশ্চিম ভারতে। আর, যেসব আর্যরা ভারতে এসেছিল তারা বিস্তৃত বেদিকী ভাষায় কথা বলত। সেই ভাষাই অস্ট্রিক, নিগ্রো ও মঙ্গোলীয়দের সংমিশ্রণে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। তাই, পরিবর্তিত ভাষায় বৈদিক শব্দেরও ছড়াছড়ি রয়ে যায়।

সংস্কৃত ভাষা পৃথিবীর শাস্ত্রীয় ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম। বিশ্বে যত লিখিত ভাষা রয়েছে তারা সংস্কৃত ভাষা বুঝতে ও সংস্কৃত থেকে শব্দ চয়ন করে নিজেদের ভাষায় ব্যবহার করতে পারে, যদিও পৃথিবীর প্রতিটি শাস্ত্রীয় ভাষায় আবার স্থানীয় শব্দ সম্ভারও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপই বলতে পারি যে, ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রী পি, আর, সরকার তাঁর রচিত প্রয়োজনের পরিভাষা পুস্তকটিতে ইংরেজি শব্দ রকেট এর প্রতিশব্দ নিয়েছেন--- 'প্রগম'। প্রাচীন পৃথিবীতে বৈদিক ছিল একটি স্বীকৃত ভাষা। এই বৈদিক ভাষার পরবর্তীকালের পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত রূপ হল সংস্কৃত ভাষা। জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে সংস্কৃত উপযুক্ত। সংস্কৃত কথাটির অর্থই হচ্ছে— যে ভাষার সংস্কার করা হয়েছে ও পরিমার্জন করা হয়েছে। সংস্কৃত ভারতের নিজস্ব ভাষা ও আমাদের পূর্বপুরুষদেরই ভাষা। ভারতের অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিহিত রয়েছে সংস্কৃত ভাষার বিশাল পরিধির মধ্যে। আমাদের আশা আকাঙ্খা নিহিত আছে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে।

যদি ক্রমশ পূর্বদিকে চলা যায়, তাহলে সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত ভাষাগুলি নিম্নরূপঃ ফারসী, পস্তো, পঞ্জাবী (পশ্চিমী ও পূর্বী), ডোগরী কশ্মীরী, সিন্ধী, গুজরাটী, রাজস্থানী, নাগপুরিয়া, ছত্তিশগড়ী, ওড়িয়া, মগহী, ভোজপুরী, হরিয়ানবী, বাংলা, অসমিয়া, বার্মিজ, থাই আর ইন্দোনেশিয়া ভাষাসমূহ।

যদি ভারতবর্ষে সংস্কৃতকে সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, তাহলে মানুষের মধ্যে একতা ও নৈকট্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রোৎসাহিত হবে। এতে তামাম ভারতবাসীদের মধ্যেই সংহতিপূর্ণ ভ্রাতৃত্ববোধেরও মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠবে, তাতেও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ভারতে যে সমস্ত আর্যরা এসেছিল তারা বিকৃত বৈদিক ভাষায় কথা বলত। আর, সেই ভাষাই অস্ট্রিক, নিগ্রো ও মঙ্গোলীয়দের সংমিশ্রণে পরিবর্তিত হয়ে সংস্কৃত ভাষার রূপ ধারণ করেছিল। তবে, দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলি অস্ট্রিক,-নিগ্রো-জাত। কিন্তু, লিপিটা আর্য ভারতীয়। যেমন, তেলেগু ও কন্নড় ভাষা দুটোতেই ৮০ শতাংশ শব্দ হচ্ছে সংস্কৃতভাষার। কিন্নর ও লাদাখে একই ধরনের লিপি আর্য ভারতীয়। পাঞ্জাবী ও সিন্ধী ভাষার সংমিশ্রণে প্রায় ৩০০০ বছর আগে মূলতানি ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। পাহাড়ী পাঞ্জাবীতে যেক্ষেত্রে সম্বন্ধ কারকে 'দ' ও 'দে' ব্যবহৃত হয়, সেক্ষেত্রে মড়োয়ারী ভাষায় 'রা', 'রী' ও 'রে' ব্যবহৃত হয়। ভারতের ৭টি জনভাষা (পিপ্লস ল্যাংগুয়েজ)'' প্রাকৃত ভাষা বলে খ্যাত। পূর্ব ভারতের জনভাষাকে 'মাগধী প্রাকৃত'' বলা হয়। মাগধী প্রাকৃত আবার দু'ভাগে বিভক্ত হল : ক) পশ্চিমী অর্ধ মাগধী থেকে সৃষ্ট হল--- ছত্তিশগড়ী, নাগপুরী, ভোজপুরী ও মগহী ভাষা। খ) আর, পূর্ব অর্ধ-মাগধী থেকে সৃষ্ট হয়েছে— অসমিয়া, বাংলা, ওড়িয়া, মেথিলী। এই ৯টি ভাষাই এল মূল মাগধী প্রাকৃত থেকে। বুদ্ধদেব যে পালি ভাষায় (পল্লী (গ্রাম) পালি) ধর্মোপদেশ দিতেন তা আসলে মাগধী প্রাকৃত। শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে এসেছে — অবধী, বুন্দেলী, বাঘেলী, ব্রজভাষা ও হরিয়ানবী। হরিয়ানবী ভাষায় রয়েছে প্রচুর তুর্কি ও পারসিক শব্দ। সেই হরিয়ানবী থেকে এসেছে উর্দুভাষা, যাতে রয়ে গেছে আরও কয়েকটি ভাষার সংমিশ্রণ। উল্লেখ্য যে, যারা মিলিটারী পোশাক (বর্দি বা উর্দি) পরে, তাদের মুখের ভাষা হিসেবে 'উর্দু' ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। পৈশাচী প্রাকৃত থেকে এসেছে— পশ্তো, কশ্মীরী, তাজাকী, কুর্দিস ও রাশিয়ার বিভিন্ন ভাষা। সৈন্ধবী প্রাকৃত থেকে এসেছে— সিন্ধী, বালুচ, ব্রাহুই বা ব্রোহী ভাষা। বালুচ ও ব্রোহী ভাষা দুটি আবার দ্রাবিড়ীয় ভাষা। মালবী প্রাকৃত থেকে যে ভাষাগুলোর উৎপত্তি হয়েছে তা ভোপাল, বিদিশা ইত্যাদি অঞ্চলের ভাষা, যেমন — গুজরাতি, মালবী, কচ্ছী। পশ্চিমী মালবী প্রাকৃত থেকে এসেছে--- মেয়ারী, মাড়োয়ারী, হরৌতি, ঢুনঢারু, ও মেত্তয়াতি। মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত থেকে এসেছে— মারাঠী (যথা— বিদর্ভের ভাষা বঢ়াড়ি ও পুনের ভাষা দেবস্থ) ও কোঙ্কনী।

পাহাড়ী পঞ্জাবী ও পূর্বী ডোগরীর মিশ্রণ হল কুলু অঞ্চলের ভাষা।

সুতরাং এ থেকেই স্পষ্ট যে, সমস্ত ভারতীয় ভাষা সমূহের 'আদি জননী' (মাতামহীও বলা যেতে পারে) হল সংস্কৃত ভাষা, যা আদৌ বিদেশাগত নয়--- সম্পূর্ণরূপেই ভারতবর্ষের নিজস্বভাষা। উক্ত সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত সমস্ত প্রাকৃত ভাষা সমূহও তা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে আধুনিক ভারতের সমগ্র জনভাষাসমূহ।

যে সমস্ত ভাষা মূলত একই উৎস থেকে সৃষ্ট হয়েছে তাদের মধ্যে কিছু কিছু মিল অবশ্যই থাকে। এখানে পূর্বী অর্ধ মাগধী থেকে উদ্ভূত বাংলা ও মৈথিলী ভাষার দৃষ্টান্ত নেয়া হল--- ১) বর্তমানকালে দুভাষাতেই চ, ছ — এর ব্যবহার লক্ষণীয় ঃ ক) আমি যাচ্ছি (বাংলা) খ) হম্ যাইছি (মৈথিলী) ২) অতীতকালে ল-এর ব্যবহার: ক) সে গেল (বাংলা) খ) হমে গইল্ (মৈথিলী)। ৩) ভবিষ্যৎকালে ব-এর ব্যবহার : ক) আমি যাব (বাংলা) খ) হম্ যাত্রব (মৈথিলী) গ) ওড়িয়াতে মুযিবি। ভোজপুরী ভাষাতেও অতীতকালের ক্ষেত্রে 'ল' ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন--- গইল, গইলী, গইলু। তদ্রূপ, ভবিষ্যতকালেও 'ব' ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় ভাষাসমূহের অল্প কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মত। যেমন ১) মৈথিলী ও ভোজপুরী ভাষার মতো কিছু ভাষায় কর্তার বচন ভেদে ক্রিয়াপদটি অপরিবর্তিত থাকলেও লিঙ্গভেদে তা পরিবর্তি হয়। যেমন— তু গইল (পুং); তু গইলু (স্ত্রী)। ২) বাংলার মত কিছু কিছু ভাষায় ইংরেজি 'বি' হওয়া অর্থে) ক্রিয়াপদের কোন ব্যবহার থাকে না। যথা— হি ইজ্ এ গুড্ বয়— সে ভাল ছেলে। এক্ষেত্রে, ইংরেজী ইজ্ (ক্রিয়াপদ)-এর বাংলায় ভাষান্তর (২য়) উহ্য থেকে যায়। ৩) মাগধী প্রাকৃতের বিশেষত্ব হচ্ছে তিনটে 'স' (অর্থাৎ শ, ষ, স)-এর কেবল একটিই উচ্চারণ 'স' হয়ে থাকে। ৪) মালয়ালম ভাষাটি অবৈদিক। কিন্তু, এই ভাষার শব্দ ভান্ডারের ৭৫ শতাংশ শব্দই সংস্কৃত ও বৈদিক ভাষার। আবার, বাংলা ভাষা অস্ট্রি নিগ্রো-মঙ্গোলীয় সঞ্জাত ভাষা হওয়া সত্ত্বেও এতে ৯২ শতাংশ সংস্কৃত শব্দ রয়েছে। পঞ্জাবী ভাষা সরাসরি বৈদিক ভাষা সঞ্জাত হলেও এতে ৮০ শতাংশ তদ্ভব বৈদিক বা বিকৃত বৈদিক শব্দ রয়েছে। পঞ্জাবী ভাষায় পারাসিক ও তুর্কী শব্দও রয়েছে।

আজকের আলোচনাটি নিবদ্ধ রয়েছে ভারত রাষ্ট্রের ভাষা সমস্যা নিয়ে। কারণ, ব্রিটিশ শাসনমুক্ত ভারতেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যারাই যখন ভারত -যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারে আসেন, তারা শুধু একটি মাত্র সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করতেই আসেন। তারা ভুলে যান এ সত্যটি যে ভারত এক বহুজাতিক ও বহুভাষিক দেশ। কবির ভাষায় ভারতকে 'মহামানবের সাগরতীর আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কবির আরও সারগর্ভ কথাগুলো রয়েছে, যা ভারত-ফেডারেশনের তথা এ উপমহাদেশের কান্ডারীরা গুরুত্ব দেন না বা উপদেশবাণীর মর্মার্থটুকুই উপলব্ধি করতে তারা সম্যকরূপে অক্ষম। উক্ত সারগর্ভ দুটো বাণী এখানে উল্লেখ করছি ঃ

১। ''নানা ভাষা, নানা মত নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।''

২। হেথা আর্য, হেথা অনার্য, হেথা দ্রাবিড় চীন,
শক হুন দল, পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।

অর্থাৎ, ভারতবর্ষের ঐতিহ্য হচ্ছে--- বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। বহিরঙ্গে বিভিন্ন অভিব্যক্তি বা নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীদের সমাবেশ ও সমন্বয় ঘটে থাকলেও অন্তরঙ্গতার দিক থেকে ভারতভূমি একও অবিভাজ্য। একথাগুলো গিয়েই অতীতে ঔপনিবেশিক শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী ব্রিটিশ কুচক্রীদের ঘৃণ্যতম ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন আমাদের তদানীন্তন কর্ণধারগণ— গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল, জিন্নাহ প্রমুখরাও সেই ভারতের বুকে ছুরি বিঁধিয়ে ভারত বিভাজন ঘটিয়েছিলেন। কথা ছিল, শান্তি, সুস্থিতি ও সম্প্রীতি স্থাপনের। সেই স্বপ্ন অধরাই রয়ে গেল নয় শুধু, বিস্তীর্ণভাবে সমস্যার জাল আজ, ছড়িয়ে পড়েছে। পরবর্তীকালেও নেহেরুর ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন সেই জ্বলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়েছে। আরেকটি মারাত্মক ভুল হয়েছে গান্ধী- নেহেরুদের পরিকল্পিত যোগ সাজশের মাধ্যমেই যে, ভারতে দেশীয় পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর ক্রীড়নক হয়ে এদেশে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ কায়েমের লক্ষ্যে হিন্দীভাষাকে 'যোগাযোগকারী ভাষার'' মর্যাদা দিয়ে। কারণ, মাতৃভাষা প্রতিটি জনগোষ্ঠী তো বটেই, প্রতিটি ব্যষ্টির কাছেও প্রাণ্যতুল্য। তাই, মাতৃভাষা অবদমনের ফলেই মানুষের স্বাভাবিক ভাব-প্রবণতা তথা মানবিক অভিপ্রকাশ অবদমিত হয়। এই ব্যাপারটা শুধু মন্দই নয়, অমানবোচিত বলেই ঘৃণ্য। অথচ ভারত সরকার তাই করেছেন। ভারতবর্ষে বিশ্বভাষা ইংরেজীর সঙ্গে জোর করেই হিন্দীভাষাকে চাপিয়ে রেখেছেন। ফলে, ইংরেজি ও হিন্দী যারা বোঝেন না বা জানেন না, তারা ভারতের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক ''বলে গণ্য হচ্ছেন বললেও ভুল বলা হবে না।

সুতরাং ভারতের ভাষা-সমস্যার সমাধান চাইলে, সেই মর্মে এরূপ পরামর্শ বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে— 'সমগ্র পৃথিবীর জন্যে এখটি ভাষাগত যোগসূত্র থাকা দরকার, আর বর্তমানে ইংরেজি সেই যোগসূত্রের কাজ করছে। ... তাই, ইংরেজীকে বর্তমানের অবস্থান থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অবশ্যই করা উচিত নয়'' দার্শনিক শ্রী পি, আর, সরকার।

দ্বিতীয়ত ঃ সংস্কৃত ভারতের নিজস্ব ভাষা ও বর্তমান ভারতের সব ভাষারই আদিজননী। ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিহিত রয়েছে সংস্কৃত ভাষায়। সুতরাং ভারতের সকল অংশের মানুষের সহমত পোষণ করে দেশের সংহতিও ঐক্যচেতনা অটুট রাখতেই সংস্কৃতকে মর্যাদা দেওয়া উচিত।

তৃতীয়তঃ ভারতে বর্তমানে প্রচলিত ও ব্যবহৃত প্রতিটি ভাষাকেই সংবিধানে সমান মর্যাদা দেওয়া উচিত। বিশেষ কোন ভাষাকে (যেমন বর্তমানে হিন্দী) প্রাধান্য দিলে দেশের ঐক্য ও সংহতিতে ফাটল ধরাটাই স্বাভাবিক। কেননা, ভারতবর্ষ দেশটা পঞ্জাব, গুজরাট, বাংলা বা মহারাষ্ট্র নয়; ভারতবর্ষ প্রাচীন জম্বুদ্বীপেরই অংশ। এক সুস্থ সমাজব্যবস্থার স্বার্থে ভারতের প্রতিটি জনগোষ্ঠীকেই সম্মানের চোখে দেখতে হবে, তবেই ভারতের কল্যাণ সাধিত হবে। ''সবকা বিকাশ সবকা সাথ, সবকা বিশ্বাস— এই স্লোগানে 'সবকা' বলতে বিশেষ কোন গোষ্ঠী (ভাষিক বা স্থানিক) বোঝায় না।

আরেকটি কথাও আমাদের ভুলে থাকলে চলবে না। ভারতবর্ষ বা এশিয়া বা এই পৃথিবী গ্রহটাই নয়। সমগ্র বিশ্বের মানব সমাজকেই আমাদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। কোন প্রকারের সাম্রাজ্যবাদ বা গোষ্ঠীগত শোষণ প্রক্রিয়া আমরা সম্মান করতে পারি না। তাই, বিশ্বৈকতাবাদকেই লক্ষ্য নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। সেই নিরিখেই আমরা বিশ্ব যোগাযোগের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার কথাটি আলোচনায় আনতে পারি। কেননা, সংস্কৃত হচ্ছে প্রাচীন পৃথিবীর ভাষাসমূহের অন্যতম। এসম্পর্কে স্থানাভাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করছি; পরে কোন সময়ে না হয় বিস্তৃত আলোচনাও করা যাবে।

সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে প্রাচীন লাতিন ভাষার একটা যোগসম্পর্ক আমরা দেখতে পাই। যেমন--- ইংরেজি নাইট্ শব্দের লাতিন বিশেষণ যা থেকে এসেছে যার মানে হচ্ছে রাত্র। আবার 'রাত্রি' বোঝাতে বৈদিক শব্দও হচ্ছে নক্তু। 'মধু নক্তু মুতশসো'' — অর্থাৎ আমাদের রাত্রি মধুময় হোক। এছাড়া ইউরোপের মেডিটোরিয়ান দেশগুলোর ভাষা লাতিন সঞ্জাত। পাশ্চাত্য সেমি-ল্যাটিন থেকে জন্ম নেয় বাস্কে, স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ আর প্রাচ্য ডেমি-লার্টিন থেকে জন্ম নেয় ইতালি ও ফ্রেঞ্চভাষা। আধুনিক ইংরেজি ভাষা হচ্ছে লাতিন, অ্যাংলো-স্যাকশন নরম্যানডিক ফেঞ্চ-এর সংমিশ্রণ। তাই, ইংরেজি জানতে হলেও লাতিন ও অ্যাংলো-স্যাকশন শব্দ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ইংরেজি শব্দ ভান্ডারে নর্ডিক (আর্য), এলপাইনও মূল নরম্যানডিক শব্দেরও ছড়াছড়ি রয়েছে। পার্সিয়ান ও আফগানী ভাষা ঋগ্বেদের সংস্কৃতের খুবই কাছাকাছি। যেমন— সংস্কৃতে 'ভ্রাতা' পার্সিয়ানে 'বিরাদর' ও ইংরেজি 'ব্রাদার'। বৈদিকে 'মা' (মাপা অর্থে) সংস্কৃতে 'মাতৃ' ইংরেজিতে 'মাদার' ও লাতিনে (বিশেষণ) ইত্যাদি। আবার, হিব্রু ও আরবী ভাষা খুবই কাছাকাছি। মরক্কো থেকে ইরান আর লেবানন থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত আবধী ভাষার আরবী আব্রাহান হিব্রু ইব্রাহিম, আরবী দায়ব হিব্র ডেভিড ইত্যাদি।

শনিবার আগরতলা পুর নিগমের সভা। ছবি- নিজস্ব।

বুন্দেলখন্ড এক্সপ্রেসওয়ের শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী

চিত্রকূট(উত্তরপ্রদেশ), ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বোতাম টিপে চিত্রকূটে ২৯৬ কিলোমিটার বিস্তৃত বুন্দেলখন্ড এক্সপ্রেসওয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই এক্সপ্রেসওয়ে তৈরিতে খরচ হবে ১৪,৮৪৯ কোটি টাকা। চিত্রকূট, বান্দা, হামিরপুর, জালাউন জেলার মধ্যে দিয়ে যাবে এই এক্সপ্রেসওয়ে। আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়ে এবং যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে সংযোগ করে বুন্দেলখন্ডের সঙ্গে দিল্লিকে জুড়েবে এই রাস্তা। পাশাপাশি আগামীদিনে উত্তরপ্রদেশের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এটি।

চিত্রকূটে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, চিত্রকূট সহ উত্তরপ্রদেশের দুই কোটিরও বেশি কৃষক পরিবারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা মাত্র এক বছরে দেওয়া হয়েছে। কোনও রকমের মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই এই অর্থ প্রদান করা হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ভাবে সম্পাদন করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে বুন্দেলখন্ড এক্সপ্রেসওয়ে উত্তরপ্রদেশ ডিফেন্স ইনডাস্ট্রিয়াল করিডরে সহায়তা করবে।

প্রয়াত জেডি (ইউ) সাংসদ বৈদ্যনাথ প্রসাদ মাহতো এইমস-এ জীবনাবসান

নয়াদিল্লি, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রয়াত হলেন জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ) সাংসদ ইউ)-এর সাংসদ বৈদ্যনাথ প্রসাদ মাহতো। শুক্রবার সন্ধ্যায় দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন জেডি (ইউ) সাংসদ বৈদ্যনাথ প্রসাদ মাহতো। বহুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন বৈদ্যনাথ, শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে গত ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে এইমস-এ চিকিৎসাধীন ছিলেন প্রবীণ এই জেডি (ইউ) সাংসদ। এইমস-এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার সন্ধ্যায় জীবনাবসান হয়েছে তাঁর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

জেডি (ইউ) সাংসদ বৈদ্যনাথ প্রসাদ মাহতো-র প্রয়াণে শোকস্তব্ধ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। নীতিশ জানিয়েছেন, পুন্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বৈদ্যনাথ প্রসাদ মাহতো-র শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। ২০০৯ এবং ২০১৯ সালে বিহারের বাল্মীকি নগর লোকসভা আসন থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন বৈদ্যনাথ। সপ্তদশ লোকসভায় জেডি (ইউ)-র ডেপুটি নেতা ছিলেন বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথের মৃত্যুর পর লোকসভায় জেডি (ইউ)-র বিধায়ক সংখ্যা ১৬ থেকে কমে গিয়ে ১৫ হল।

গড়িয়াহাটে একাকী বৃদ্ধা খুনের চার্জশিট পেশ করল পুলিশ

কলকাতা, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): গত বছর ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাটের গরচা এলাকায় খুন হন একাকী বৃদ্ধা। এই খুনের ঘটনায় নাম জড়ায় বৃদ্ধার নাতনি, তার বড় পুত্রবধূ এবং নাতনির প্রেমিকের। শনিবার আড়াই মাসের মাথায় এই ঘটনায় চার্জশিট পেশ করল পুলিশ। পুলিশের পেশ করা চার্জশিটে নাম রয়েছে অভিযুক্ত নাতনি, বড় পুত্রবধূ এবং তার প্রেমিকের। গত ১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে গড়িয়াহাটের গড়চা এলাকায় একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ষাটোর্ধ এক বৃদ্ধার গলাকাটা দেহ। প্রাথমিক তদন্তের পর গড়িয়াহাট থানার পুলিশ জানিয়েছিল, মৃতার নাম ঊর্মিলা ঝুন্ড। ১১ ডিসেম্বর রাতে ওই বৃদ্ধাকে খুন করা হয়েছে বলেই পুলিশের অনুমানউ রোজের মতো পরিচারিকা কাজ করতে এসে বারবার ডাকাডাকি করলেও কেউ দরজা না খোলায় স্তানিয়ের সাহায্যে সে বৃদ্ধার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে দেহ পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। এই খুনের ঘটনায় ধরা পড়েছিল নৃশংসতা। গলা ও ধড় আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল ওই বৃদ্ধারউ তাছাড়াও পেটেও ধারাল অস্ত্রের আঘাত মিলেছিল। পুলিশের অনুমান, রাতে একাকী বৃদ্ধাকে পেয়ে খুন করা হয়েছে। তবে কী কারণে এই খুন তা জানতে তদন্ত শুরু করেছিল লালবাজারের হোমিসাইড শাখা। সুত্র হাতে পেতে পুলিশ কুকুর দিয়েও তল্লাশি চালিয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছিল একটি মোবাইল ফোন। এরপরেই পুলিশ তদন্তে জানতে পারে, ঘটনার সাথে জড়িত রয়েছে বৃদ্ধার বড় পুত্রবধূ ডিম্পল ও নাতনি কনিকা ওরফে গুড়িয়া। এদের দুজনকে জেরা করে উঠে আসে সৌরভ পুরির নাম। জানা যায়, একই সাথে ডিম্পল ও গুরিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিল ওই যুবক। পরে পাঞ্জাব থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জেরার মুখে সৌরভ জানিয়েছে, বুধবার বৃদ্ধাকে খুন করার পর বৃদ্ধার আলমারি থেকে নগদ এক লাখ টাকা নেয় সে। তারপর ঘটনাস্থল থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে অবস্থিত মৃতার পুত্রবধূর বাড়িতে মৃতার নাতনি গুড়িয়াকে অনলাইনে বিমানের টিকিট কাটতে বলে।

সঞ্জয় বারভের অবসর, মহারাষ্ট্রের পরবর্তী সিপি পরমবীর সিং

মুম্বই, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শনিবার, ২৯ ফেব্রুয়ারি মহারাষ্ট্রের পুলিশ কমিশনার (সিপি) পদ থেকে অবসর নিচ্ছেন সঞ্জয় বারভে। সঞ্জয় বারভের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন মহারাষ্ট্র দুর্নীতি-দমন শাখার প্রধান পরমবীর সিং। অর্থাতমহারাষ্ট্রের নতুন পুলিশ কমিশনার হচ্ছেন আইপিএস অফিসার পরমবীর সিং। এর আগে মহারাষ্ট্র দুর্নীতি-দমন শাখার ডিরেক্টর-জেনারেল ছিলেন পরমবীর সিং।

এর আগে মহারাষ্ট্র পুলিশের অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইন-শৃঙ্খলা), থাণে পুলিশ কমিশনার, মুম্বইয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জোনের ডিসিপি এবং চন্দ্রপুর ও ভানদারা জেলার পুলিশ সুপার ছিলেন পরমবীর সিং। প্রসঙ্গত, পরমবীর সিং মহারাষ্ট্র দুর্নীতি-দমন শাখার ডিজি থাকাকালীন বিদর্ভ সেচ দুর্নীতিতে এনসিপি প্রধান অজিত পওয়ারকে ক্লিনচিট দিয়েছিলেন।

মৃদু ভূমিকম্পে কাঁপল হিমাচল চম্বায় ৩.২ তীব্রতার কম্পন

শিমলা, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ফের ভূমিকম্পের আতঙ্ক। আবারও ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলা। শনিবার সকালে ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে কেঁপে ওঠে হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলাউ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.২উ ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় শনিবার সকালের ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

হিমাচল প্রদেশের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শনিবার সকাল ৭.৫৮ মিনিট নাগাদ ৩.২ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলা। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল হিমাচল প্রদেশ এবং জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তবর্তী অঞ্চলে, চম্বা জেলার উত্তর-পূর্বে ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৫ কিলোমিটার গভীরে। মৃদু ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে, ভূমিকম্পের জেরে হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলা জুড়েই আতঙ্ক তৈরি হয়উ এর আগে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি এই অঞ্চলেই ৩.৬ তীব্রতার মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়েছিল।

লিপ ইয়ার উদযাপনে মেতেছে গুগল ডুডল

নয়াদিল্লি, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ২০২০ সাল অর্থাৎ এই বছরটা লিপ ইয়ার। এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসটা ২৮ নয়, বরং ২৯। আর যাকে ভুগোলের ভাষায় বলা হয় লিপ ডে। ৪ বছর পর পর এই লিপ ইয়ার হিসেবে চিহ্নিত হয়। আর এই বছর যেহেতু লিপ ইয়ার তাই এই বছরটাকে একটু স্পেশ্যাল ভাবে উদযাপনে মেতেছে গুগলের ডুডল।

আমরা জানি, সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় ৩৬৫ দিন। ভূগোল মতে, পৃথিবীর এই বার্ষিক গতির সঠিক সময় ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা। যার চার বছর অন্তর যোগফল দাঁড়ায় ৩৬৬ দিন। সেই বাড়তি দিন এভাবে লিপ ডে হিসেবে যুক্ত হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। বিশ্বের বেশিরভাগ সৌর ক্যালেন্ডারে উল্লেখ আছে এই লিপ ইয়ার এবং লিপ ডে-র। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী চান্দ্র মাসের ওপর নির্ভর করে এই বাড়তি দিন যুক্ত হয়। সেবছর ৩৬৫ দিনের বদলে বছর হয় ৩৬৬ দিনে। সম্পূর্ণ ভৌগোলিক কারণে হলেও এখনও এই বিশেষ দিন বা বছর নিয়ে মানুষের মনে নানা কুসংস্কার রয়ে গেছে। লিপ দিবসে জন্ম নেওয়া যে কোনও ব্যক্তি 'লিপলিং' নামে পরিচিত। গিনেস বুক অফ রেকর্ডস জানিয়েছে, সেখানে লিপ ডে-তে একই বংশের দুই সদস্য জন্মানোর রেকর্ড আছে। লোককথা বলছে, লিপ ডে নাকি সাধারণত শুক্রবারে হয় এবং সেদিন বদল ঘটে আবহাওয়ারও।

পুরীতে থাকা সর্বদাই বিশেষ জগন্নাথ মন্দিরে পূজাচর্নার পর টুইট অমিত শাহের

পুরী, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পুরীতে থাকা সর্বদাই আমার কাছে বিশেষ। মহাপ্রভু জগন্নাথের আশীর্বাদ নিয়েছে। শনিবার সকালে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে এমনটাই লিখেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দু'দিনের সফরে ওডিশায় গিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দু'দিনের সফরের দ্বিতীয় দিন, শনিবার সকালে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পূজাচর্না করেছেন অমিত শাহ।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পুজো দিতে আসছেন বলে কথা, তাই সকাল থেকেই পুরীর জগন্নাথ মন্দির এবং সংলগ্ন এলাকায় কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী ছিল। সকালেই জগন্নাথ মন্দিরে আসেন অমিত শাহ। তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ মন্দিরে আসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, প্রতাপ সারাঙ্গি, প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল এবং বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি বি পাণ্ডা। জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে অমিত শাহকে স্বাগত জানান ওডিশা বিজেপির ইন-চার্জ অরুণ সিং, জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র এবং ওডিশা বিজেপির সভাপতি সমীর মোহান্তি প্রমুখ। এদিন প্রায় ৩০ মিনিট জগন্নাথ মন্দিরে ছিলেন অমিত শাহ। জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর টুইটারে অমিত শাহ লিখেছেন, 'পুরীতে থাকা সর্বদাই আমার কাছে বিশেষ। মহাপ্রভু জগন্নাথের আশীর্বাদ নিয়েছে।'

বাসন্তীতে গৃহবধূর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার, ধর্ষণ করে খুনের সম্ভাবনা !

বাসন্তী (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): গৃহবধূর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হওয়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার অন্তর্গত কুলতলি দক্ষিণ নারায়নতলা গ্রামে। শনিবার সকালে নারায়নতলা গ্রামে রাস্তার পাশে একটি জলা জমি থেকে ওই বধূর দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বছর ২৪-এর ওই গৃহবধূকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে দাবি পরিবারের সদস্যের। খবর পাওয়ার পর বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল সেখান থেকে মদের বোতল উদ্ধার করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, প্রতিদিনের মত শুক্রবার রাতেও কলকাতা থেকে ফেরার পর, কুলতলি বাজার থেকে বাজার করে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন ওই গৃহবধূ। কিন্তু সারা রাত বাড়ি না ফেরায় চিন্তিত ছিলেন পরিবারের সদস্যরা। শনিবার সকালে ওই বধূর দেহ রাস্তার পাশে একটি জলা জমিতে পড়ে থাকতে দেখেন এলাকার মানুষজন। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় খবর দেওয়া হয় বাসন্তী থানায়।

পুলিশ সূত্রের খবর, মৃতদেহের মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পরিকল্পিত ভাবে ওই গৃহবধূকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে বলে দাবি পরিবারের। এই ঘটনায় তাঁর স্বামী তাপস সরদারের হাত রয়েছে বলেও দাবি করেছে পরিবার। কারণ গত তিন বছর ধরে তাপসের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ও খোরপোষের মামলা চলছিল ওই গৃহধূরর। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জেলের ভেতর খারাপ আচরণের শিকার, দাবি আজম খানের

সীতাপুর, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : জঙ্গিরা জেলের ভেতর যেমন আচরণ পান। ঠিক তেমনই আচরণ পাচ্ছেন তিনি। শনিবার এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন সমাজবাদী পার্টির বর্ষীয়ান নেতা আজম খান। এদিন মামলার শুনানির জন্য তাকে ও তার পরিবারকে সীতাপুরের জেল থেকে রামপুরের আদালতে নিয়ে আনা হয়। শুনানি শেষে প্রিজন ভ্যানে ওঠার আগে এমনই দাবি করেছেন তিনি। সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব বৃহস্পতিবার আজম খানকে দেখতে সীতাপুর জেলে গিয়েছিলেন। পরে সাংবাদিকদের তিনি জানিয়েছিলেন যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরে আজমকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যদিকে, জেলকর্তৃপক্ষের দাবি সীতাপুর জেলা সংশোধনাগারে চরম নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে রাখা হয়েছে আজম খানকে। তাঁকে পৃথক সেলে রাখা হয়েছে। আজমের স্ত্রীকে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত সংশোধনাগারে রাখা হয়েছে। এদিন প্রিজন ভ্যানে ওঠার আগে আজম খান দাবি করেছিলেন যে জেলের ভেতর রাতে তার ঘুম হচ্ছে না। এমনকি তাঁর স্ত্রীও শারীরিক ভাবে অসুস্থ। উল্লেখ করা যেতে পারে, জন্মের ভুয়ো শংসাপত্র ও একই ব্যক্তির দুইটি পাসপোর্ট থাকার মামলায় বুধবার সকালে জামিনের আর্জি খারিজ করে দিয়ে আজম খান, স্ত্রী তানজিন ফতেমা এবং পুত্র আবদুল্লা আজমকে ২ মার্চ পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারপতি ধীরেন্দ্র কুমার। একাধিকবার শমন পাঠানো সত্বেও আদালতে উপস্থিত হননি আজম ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি করার পর আদালতে ওদিন পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে হাজিরা দিতে বাধ্য হন এক সময়ে এই দাপুটে সমাজবাদী পার্টির নেতা। পুলিশের তরফে আদালতকে জানানো হয় যে রামপুরের বাইরে অন্য কোনও জেলে আজম ও তাঁর পরিবারকে রাখা হোক। সেই অনুযায়ী তাঁদের সীতাপুরের জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ২০১৯ সালের ৩ জানুয়ারি রামপুরের বিজেপি নেতা আকাশ সাক্সেনা পুলিশের কাছে আবদুল্লা আজমের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছিলেন। এফআইআরে দাবি করা হয়েছিল যে আবদুল্লার দুইটি জন্মের শংসাপত্র, দুইটি পাসপোর্ট ও দুইটি প্যানকার্ড রয়েছে। জন্মের একটি শংসাপত্রে আবদুল্লার জন্মের তারিখ রয়েছে ১ জানুয়ারি ১৯৯৩ এবং অপর শংসাপত্রে রয়েছে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯০। জন্মের দ্বিতীয় শংসাপত্রে আদালতে হলফনামা দেওয়ার জন্য আজম এবং তাঁর স্ত্রী তানজিনেরও নামেও মামলা দায়ের করা হয়।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে জানানো যাবে পুরভোট সংক্রান্ত অভিযোগ

কলকাতা, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): পুরভোট নিয়ে যাতে কোনও অশান্তি না হয় সে বিষয়ে বারবার সতর্ক করেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এবার রাজ্য নির্বাচন কমিশন পুরভোট সংক্রান্ত সমস্যা ও অভিযোগ শুনতে অনলাইন গ্রিভেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম খুলতে চলেছে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে পুরভোট সংক্রান্ত অভিযোগ অনলাইনের মাধ্যমে সরাসরি জানানো যাবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরে। রাজনৈতিক নেতা থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই অনলাইনে জানাতে পারবেন সমস্যা।

ইতিমধ্যেই রাজ্যপাল রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাস ও নির্বাচন সচিব নিলাঞ্জন শাণ্ডিল্যকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন রাজভবনে। সেখানে তাদের থেকে নির্বাচন সম্বন্ধে বিশদ তথ্য নেন তিনি। পরিবর্তে জানান নির্বাচনে অশান্তি প্রতিরোধের আগাম ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এরপরে নির্বাচন কমিশনের তরফে সিদ্ধান্ত হয় সাধারণ মানুষ সহ রাজনৈতিক নেতাদের সমস্যা ও অভিযোগ অনলাইনে শুনবে তাঁরা। সমস্যা বা অভিযোগ জানানোর জন্য প্রথমে কমিশনের ওয়েবসাইটে গিয়ে অভিযোগ সংক্রান্ত একটি লিংক থাকবে তাতে ক্লিক করতে হবে। এরপর সেখানে যাবতীয় অভিযোগ জানানো যাবে। অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেবে কমিশন। রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকের পর রাজ্যপাল জানিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনারের হাতে যে পরিমাণ ক্ষমতা থাকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের হাতেও একই ক্ষমতা থাকে। তাই এবার অভিযোগ বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার পূর্ণ অধিকার রাজ্য নির্বাচন কমিশনের হাতে রয়েছে।

গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের রায়ের পরও জট খুলছে না করিমগঞ্জের হাজি কাসিম আলি হাইস্কুল পরিচালন সমিতির

করিমগঞ্জ (অসম), ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের রায় আসার পরও করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি শিক্ষা ব্লকের অধীনস্থ হাজি কাসিম আলি হাইস্কুল পরিচালন সমিতির জট খুলছে না। পরিচালন সমিতির সভাপতি নির্বাচন নিয়ে প্রধানশিক্ষক ও গ্রামবাসীদের মধ্যে টানাপোড়েন চলছে। বলা হচ্ছে, স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুল শুক্কুরের একগুয়েমির ফলস্বরূপ স্কুলের পঠনপাঠন লাটে উঠেছে।

অভিযোগ, স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত লক্ষ লক্ষ টাকার কোনও হিসাব নেই। স্কুলে মধ্যাহ্ন ভোজন বন্ধ প্রায় তিন বছর থেকে। এলাকার সচেতন নাগরিক ও অভিভাবকবৃন্দ এমনই গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেনছে। তাঁদের কাছে জানা গেছে, ২০১৬ সালে এক সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আব্দুল রাজ্জাককে সভাপতি করে স্কুল পরিচালন কমিটি গঠন করে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু অনুমোদিত তালিকায় দেখা যায়, সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মনোনীত সভাপতি আব্দুল রজ্জাকের বদলে স্থানীয় গিয়াস উদ্দিনের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এলাকার সচেতন নাগরিক ও অভিভাবকগণ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে কীভাবে অন্য কাউকে স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করা হলো? সাধারণ সভায় উপস্থিত বিশিষ্টদের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্তকে পদদলিত করা হয়েছে কোন অধিকারে? গণতন্ত্রে জনসাধারণের রায়ই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত। কিন্তু এক্ষেত্রে কার অঙ্গুলি হেলনে জনগণের রায়কে উপেক্ষা করে অন্য আরেক ব্যক্তিকে পরিচালন সমিতির সভাপতি পদে মনোনীত করা হলো? এই পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের পিছনে রহস্য রয়েছে উন্মোচন করতে এলাকার শিক্ষাপ্রেমী জনগণ ষড়যন্ত্রের শিকার আব্দুল রাজ্জাককে গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়।

স্থানীয় জনতার চাপে আব্দুর রাজ্জাক শেষপর্যন্ত ন্যায় বিচারের আশায় গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন। আব্দুল রাজ্জাকের আবেদনের ভিত্তিতে উচ্চ আদালত কমিটির অনুমোদন সাময়িক স্থগিত রাখে। এদিকে উচ্চ আদালতে আব্দুর রাজ্জাকের আবেদনের ফলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুল শুক্কুরের এক গভীর ষড়যন্ত্র প্রকাশ্যে আসে। অভিযোগকারীদের বক্তব্য, প্রধানশিক্ষক আব্দুল শুক্কুর সাধারণ সভায় গৃহীত রিজলিউশনের কপি আদালতে দাখিল করেননি। প্রধান শিক্ষকের তরফ থেকে আদালতে অন্য আরেকটি রিজলিউশনের কপি দাখিল করা হয়েছে। এতে গিয়াস উদ্দিনের পরিবারের সদস্য-সহ তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের স্বাক্ষর সংবলিত একটি রিজলিউশনে গিয়াস উদ্দিনকে সভাপতি করে অনোমুদন জানানোর জন্য আবেদন দাখিল করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। প্রধান শিক্ষকের এহেন জঘন্য কাণ্ড প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

২০১৯ সালে উচ্চ আদালত থেকে একটি রায় আসে। রায়ে বলা হয়েছে, একটি হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি হতে যে যে নিয়ম সরকারি তরফে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তা যদি সঠিক থাকে তবে আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতি হতে কোনও আপত্তি নেই। তাঁদের কাছে জানা গেছে, হাজি কাসিম আলি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুল শুক্কুর ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে স্কুলে এক সভার আহ্বান করেছিলেন। ওই সভায় প্রধান শিক্ষক আব্দুল শুক্কুর উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, সরকারি কোনও নির্দেশে তিনি এ সভা করছেন না। উর্ধতন কর্তৃপক্ষের মৌখিক নির্দেশে তিনি সভার আহ্বান করেছেন। প্রধান শিক্ষকের এমন বক্তব্য নিয়ে এদিনের সভায় উপস্থিত জনগণের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। বিগত সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে যে আব্দুর রাজ্জাককে সভাপতি মনোনীত করা হয়েছিলো, ওই সভায় তাঁকে আমন্ত্রণও জানানো হয়নি। এ নিয়ে প্রধান শিক্ষকের মনগড়া সভা একসময় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রধান শিক্ষক সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে বিতর্কিত সভাপতি পদপ্রার্থী গিয়াস উদ্দিনের বাবাকে এদিনের সভার সভাপতি মনোনীত করেন। সভায় বিতর্কিত গিয়াস উদ্দিনকে স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি মনোনীত করে মনগড়া একটি রিজলিউশন তৈরি করে নেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

স্থানীয় সচেতন নাগরিক ও অভিভাবক মহল থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, গুয়াহাটি উচ্চ আদালত যেখানে গিয়াস উদ্দিনের সভাপতিত্ব খারিজ করে দিয়েছে, সেখানে কী ভাবে পুনরায় তাঁর (গিয়াস উদ্দিন) নাম সভাপতি পদে মনোনীত করা হয়। হাজি কাসিম আলি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুল শুক্কুর এলাকার ছাত্রছাত্রী অভিভাবক-সহ শিক্ষানুরাগী জনগণকে নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে চলেছেন বলে জনগণ অভিযোগ তুলেছেন। পাশাপাশি, স্কুলের ভেঙে পড়া শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে জেলা শিক্ষা বিভাগের উর্ধতন আধিকারিক-সহ জেলাশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সচেতন নাগরিক ও অভিভাকদের পক্ষে নেজাম উদ্দিন, জয়নাল হুসেন, মণীন্দ্র রুদ্রপাল, দুলন কুমার দাস, নজরুল হক, জহিরুল হক, জুহেরা বেগম, জমির আলি, জহির উদ্দিন প্রমুখ।

ফরম ৪, রুল ৮

জাগরণ প্রকাশনা সংক্রান্ত ঘোষণা

প্রকাশনার স্থান ঃ	লক্ষ্মীনারায়ণবাড়ী লেইন, আগরতলা, ত্রিপুরা।
প্রকাশনার সময় ঃ	প্রভাতি দৈনিক।
প্রকাশকের নাম ঃ	পরিতোষ বিশ্বাস, জাগরণ ভবন, এল এন বাড়ী লেইন আগরতলা, ত্রিপুরা।
নাগরিকত্ব ঃ	ভারতীয়।
সম্পাদকের নাম ঃ	পরিতোষ বিশ্বাস, জাগরণ ভবন, এল এন বাড়ী লেইন আগরতলা, ত্রিপুরা।
মুদ্রকের নাম ঃ	পরিতোষ বিশ্বাস, জাগরণ ভবন, এল এন বাড়ী লেইন আগরতলা, ত্রিপুরা।
সত্বাধিকারীর নাম ঃ	পরিতোষ বিশ্বাস, জাগরণ ভবন, এল এন বাড়ী লেইন আগরতলা, ত্রিপুরা।

আমি পরিতোষ বিশ্বাস এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত তথ্যদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ, আগরতলা
২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

স্বা ঃ পরিতোষ বিশ্বাস

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

শিশুদের সমস্যা নিরসনে ঘাটতি, বিপদ বাড়াচ্ছে

।। ডাঃ সত্যজিৎ চক্রবর্তী ।।

জন্মের সময় কম ওজনের শিশু পরিণত, বা অপরিণত হতে পারে। মায়ের অপুষ্টি, রক্তশূন্যতা, বেশি কাজকর্ম, উচ্চরক্তচাপ, ম্যালেরিয়া, টক্সিমিয়া, ধূমপান, দরিদ্র হলে, উচ্চতা কম হলে, খুব কম বয়স হলে, অনেকগুলি বাচ্চা একসাথে জন্ম নিলে, দুটো গর্ভ যদি কম সময়ের হয়ে যায়, মায়ের শিক্ষার মান কম থাকলে। আমরা জানি যে দুটো বাচ্চার মধ্যে যেন অন্তত তিনবছর ব্যবধান থাকে। ফিটাসের কারণেও হতে পারে এরকম বাচ্চা। জরায়ুর ভেতরে ইনফেকশন হলে, ক্রমোজোমের গন্ডগোল হলে বা অনেকগুলি শিশুর জন্ম হলে এই সমস্যা হতে পারে। এইরকম এস.এফ.ডি. শিশুরা প্রায়ই মরে যায়, জন্মের ১ মাসের মধ্যে শুধু নয়, এক বছর বয়সের মধ্যেও। বেশিরভাগ মৃত্যু এদের হয় ইনফেকশন আর অপুষ্টির কারণে। এখনও বলা হচ্ছে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ এই কম ওজনের বাচ্চা হওয়া ঠেকানো যাবে। এইসব বাচ্চাদের চিকিৎসার চাইতে এদের জন্ম প্রতিরোধ করাই উচিত।

একজন স্বাস্থ্যকর্মী শিশুদের মধ্যে নানারকমের সমস্যা দেখেন আমাদের দেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। এর মধ্যে কম ওজনের বাচ্চা, অপুষ্টিতে ভোগা শিশু, ক্রিমির উপদ্রব, ইনফেকশন, দূর্ঘটনা, বিষাক্ত জিনিস খাওয়া এবং ব্যবহারগত সমস্যা — এসব জিনিস দেখতে হয়। শিশুর ওজন জন্মের সময় হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা দিয়ে বোঝা যাবে যে তার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে কিনা, ঠিক সময়ে তার বৃদ্ধি ও বিকাশ হবে কিনা। কম ওজনের শিশু দুরকম হতে পারে— একটি হল অপরিণত ঃ জন্ম এবং অন্যটি হল জন্মের সময়তেই কম ওজন নিয়ে জন্মা শিশুরা। ভারতবর্ষে প্রচুর শিশু কম ওজনের হয় এবং জরায়ুর মধ্যেই কম বৃদ্ধি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সাধারণত জন্মের সময় একটি শিশুর ওজন হবে আড়াই কিলোগ্রাম (মানে ২৪৯৯ গ্রাম পর্য্যন্ত হলে কম ওজনের), যদি তার কম হয় তা আমরা তাদের বলি কম ওজনের শিশু। ওজন যেন জন্মের পরে এক ঘন্টা সময়ের মধ্যেই নেওয়া হয়, নইলে এমনিতেই শিশুর ওজন প্রথম কয়েকদিন কমে যায়। শিশুরা যদি সময়ের আগে জন্মায় তাদের আমরা বলি প্রিটার্ম শিশু, সময় মতো হলে বলি টিম শিশু আর সময়ের পরে হলে বলি পোস্ট টিম শিশু। প্রিটার্ম হল মায়ের পেটে ওরা ৩৭ সপ্তাহের কম সময় ছিল, যারা ৩৭ সপ্তাহের পর জন্ম নিয়েছে এরা হল টিম শিশু; আর যারা ৪২ সপ্তাহের পরে জন্ম নেয় তাদেরকে আমরা বলি পোস্ট টিম শিশু। অত্যন্ত প্রিটার্ম মানে যারা ২৮ সপ্তাহের আগে জন্ম নেয়, খুব প্রিটার্ম মানে যারা ২৮-৩২ সপ্তাহ পেটে থেকে জন্মে নেয় আর মাঝামাঝি প্রিটার্ম হল যারা ৩২-৩৭ সপ্তাহের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। এইসব শিশুদের যত্ন ভাল হলে এরা ক্যাচ আপ বৃদ্ধি নিয়ে ২০৩ বছর বয়সে স্বাভাবিক শিশুদের মত হয়ে যায়।

২০১০ সালে দেখা গিয়েছিল যে প্রতি ১০টা স্বাভাবিক ওজনের শিশুর মধ্যে একটা কম ওজনের হয় সারা বিশ্বে। তখন প্রায় ১৫ মিলিয়ন শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মেছিল এবং বেশিরভাগই মায়ের পেটে ৩৭ সপ্তাহের কম সময় ছিল, যার মধ্যে মারা গিয়েছিল ১ মিলিয়ন শিশুর আগে জন্ম হবার দরুণ। ৫ বছর বয়সের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর একটি কারণ হল অপরিণত জন্ম। যারা বেঁচে থাকে তারা প্রায় সারাজীবন পঙ্গুর মত হয়ে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অনেক সময়, দেখা যায় যে এমনি এমনি কোন কোন শিশুর আগেই জন্ম হয়ে যায়। আবার কারোর কারোর ক্ষেত্রে সিজার অপারেশন করা হয় ৩৭ সপ্তাহ পূর্ণ হবার আগেই, যখন মা অসুস্থ থাকেন। এছাড়াও বহু কারণে অপরিণত শিশুর জন্ম হতে পারে। প্রায় পঞ্চাশ ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা তার কারণ জানি না। পরিবেশগত, বংশগত কারণে এধরনের ঝুঁকি থাকে। এই ধরনের বাচ্চা হলে মায়ের স্বাস্থ্য দেখতে হবে। মায়ের গর্ভবতী অবস্থায় দেখার সময় এরকম কিছু বোঝা গিয়েছিল কিনা তাও দেখতে হবে। এই ধরনের বাচ্চারা ভবিষ্যতে উচ্চরক্ত চাপ, ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য রোগে ভুগতে পারে। বয়সঃসন্ধির সময়ে গর্ভ হলে, মায়ের বয়স বেশি কম হলে বা বেশি হলে, দুটি গর্ভের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকলেই সমস্যার সৃষ্টি হয়। মায়ের পেচ্ছাবে ইনফেকশন থাকলে, যমজ বাচ্চা বা তিনটি বাচ্চা হলে, ম্যালেরিয়া, এইচআইভি, সিফিলিস, যোনীতে ইনফেকশন থাকলে সমস্যা বাড়বে। অপুষ্টি থাকলে, মোটা হলে, অন্যান্য খনিজ দ্রব্য কম থাকলে, ধূমপান করলে, মদ খেলে, নেশার ওষুধ খেলে, বেশি কাজকর্ম যদি মা গর্ভবতী অবস্থায় করেন, মন বিষন্ন থাকলে, জরায়ুর মুখ ২টি দিনে থাকে, তারও বাচ্চার জন্ম আগে হতে পারে।

জন্মের সময় কম ওজনের শিশু পরিণত, বা অপরিণত হতে পারে। মায়ের অপুষ্টি, রক্তশূন্যতা, বেশি কাজকর্ম, উচ্চরক্তচাপ, ম্যালেরিয়া, টক্সিমিয়া, ধূমপান, দরিদ্র হলে, উচ্চতা কম হলে, খুব কম বয়স হলে, অনেকগুলি বাচ্চা একসাথে জন্ম নিলে, দুটো গর্ভ যদি কম সময়ের হয়ে যায়, মায়ের শিক্ষার মান কম থাকলে। আমরা জানি যে দুটো বাচ্চার মধ্যে যেন অন্তত তিনবছর ব্যবধান থাকে। ফিটাসের কারণেও হতে পারে এরকম বাচ্চা। জরায়ুর ভেতরে ইনফেকশন হলে, ক্রমোজোমের গন্ডগোল হলে বা অনেকগুলি শিশুর জন্ম হলে এই সমস্যা হতে পারে। এইরকম এস.এফ.ডি. শিশুরা প্রায়ই মরে যায়, জন্মের ১ মাসের মধ্যে শুধু নয়, এক বছর বয়সের মধ্যেও। বেশিরভাগ মৃত্যু এদের হয় ইনফেকশন আর অপুষ্টির কারণে। এখনও বলা হচ্ছে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ এই কম ওজনের বাচ্চা হওয়া ঠেকানো যাবে। এইসব বাচ্চাদের চিকিৎসার চাইতে এদের জন্ম প্রতিরোধ করাই উচিত।

আমাদের দেশের বেশিরভাগ বাচ্চারা সঠিক খাবার পায় না, কিনতে পারে না, পারিবারিক ভতাবে চিন্তাধারা অন্যরকম থাকলে, শিশুরা অপুষ্টিতে বেশি ভুগে। দেখা গেছে ৫ বছর হবার আগেই শতকরা ৪৫ ভাগ শিশুরা মারা যায়। ঐসব বাচ্চারা শুধুমাত্র অপুষ্টির জন্য মারা যায় এবং বেশিরভাগ বাচ্চারা কম ওজন নিয়ে জন্মাবার কারণে। ২০১০-২০১৫ সালে দেখা গেছে সমস্ত পৃথিবীতে ১৪ শতাংশ এর বেশি শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মেছিল। উন্নতদেশে মাত্র ২ শতাংশ, যা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ৩০ শতাংশ সংখ্যায় এই কম ওজনের শিশু জন্ম নেয়। সাতটি রাজ্যে, যেমন হরিয়ানা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র,

উড়িশা, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ এবং গোয়াতে আমাদের বাচ্চারা বহুদিন ধরে অপুষ্টিতে ভোগে। এখন আমাদের দেশে ৫ বছর বয়সের নীচে ২৯.৪ শতাংশ শিশু ভুগছে পুষ্টিহীনতায়। বহু শিশু উচ্চতায় না বেড়ে বেঁটে হয়ে যাচ্ছে। অপুষ্টি হলে ইনফেকশন বেশি হয়, এবং খুব সময় নিয়ে এরা সুস্থ হয়। এদের মৃত্যুও বেশি হয়। এদের পাতলা পায়খানা, ভিটামিন এ-র অভাব, আয়োডিনের অভাব ইত্যাদি বেশিরভাগ দেখা যায়। এই জন্যে সবসময় বলা হয় প্রতিটি শিশুকে যেন জন্মের পরে শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো হয়। আয়োডিনের অভাবে গলায় গলগন্ড এবং জন্মের পর সার্টিনিজম নামে রোগ হয়। এর অভাবে ব্রেনেরও ক্ষতি হতে পারে। রক্তাল্পতা আমরা বহু শিশুর মধ্যে দেখি। তাতে শরীরে আসা ক্লান্তি আসবে, মনযোগ কমে যাবে। রক্তাল্পতা মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে দেয়।

শিশুদের পাতলা পায়খানা বা ডায়ারিয়া, শ্বাসকষ্ট, হাম, হুপিং কাশি, পোলিও, ধনুষ্টংকর, যক্ষ্মা, ডিথেরিয়া দেখা যায়। প্রায় ৪ মিলিয়ন শিশু মারা যায় প্রতি বছর উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এইসব রোগে যেমন— হাম, হুপিং কাশি, ম্যালেরিয়া, এইচআইভি/এইডস ইত্যাদি রোগের জন্য। ক্রিমির উপদ্রব যেমন গোলাক্রিমি, ফিতাক্রিমি, হুকওয়ার্ম ছোট ক্রিমি, জিয়ার্ডিয়া, আমাশয় হতে দেখি। আমাদের দেশের আর্থসামাজিক আস্থা এখনও অনুন্নত, তাই পরিচ্ছন্নতার দরকার, পরিষ্কার পানীয় জল প্রয়োজন, এবং শিশুদের যত্ন নেবার সময় অত্যন্ত বেশি সতর্কভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে করা উচিত। এতক্ষণ যা লেখা হল তার চাইতেও আরও ব্যাপক এই সমস্যাগুলি।

পুড়ে যাওয়া, ব্যথা পাওয়া তো শুধু আমাদের দেশ নয়, সমগ্র পৃথিবীতেই আমরা দেখি। যেসব বাচ্চাদের, মা-বাবা ত্যাগ করেছেন আর্থসামাজিক কারণে এদের দুরবস্থাও অসহনীয়। আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় ৫০ হাজার বাচ্চা মা-বাবার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

মা যদি খুব কম বয়সের হয় বা বেশি বয়সের (৩৫বছর) হয়, বা প্রসব ২ বছর বয়সের আগেই হয়, একসাথে অনেকগুলি বাচ্চার জন্ম হয়, বেশি বড় পরিবার, (মানে অনেকগুলি বাচ্চা) হয় মার স্বাস্থ্য যদি খারাপ থাকে এবং গর্ভকালীন যত্ন সঠিক না থাকে তবে তা বাচ্চাদের সমস্যায় ফেলে। ছোট ছোট বাচ্চারা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্তহয় পরিবারের অন্য কারোর থেকে। তাই বলা হয় শিশুর স্বাস্থ্য মানে পরিবারের স্বাস্থ্য। আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নত হতে হবে। দেখা যাচ্ছে যেখানে কম শিশু সেখানেই পুষ্টি ভাল, স্বাস্থ্য ভাল, কম অসুস্থতা এবং ১ বছরের নীচের বাচ্চাদের কম মৃত্যু হয়।

আমাদের সমাজে যদি এদের কথা না ভাবি তাহলে এরা কোথায় যাবে? এদের জন্য আরো যত্নের দরকার।

শ্বাসকষ্ট বা অ্যাজমা থেকে কিভাবে রেহাই পাবেন

শীতে অনেকেরই শ্বাসকষ্ট বাড়তে পারে।তবে এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কিছু প্রাণায়াম করতে পারেন, যেমন-কপালভাতি পদ্ধতি: আরামদায়ক কোনও একটি আসনের ভঙ্গিতে বসুন, তা পদ্মাসন, বজ্রাসন বা সুখাসনও হতে পারে। মাথা ও মেরুদণ্ড সোজা রাখুন। দুই হাতকে জ্ঞান বা চিন মুদ্রার ভঙ্গিতে (বুড়ো আঙুল ও তর্জনী জুড়ে হাতের তালুকে আকাশের দিকে রাখা হল জ্ঞান মুদ্রা, ওই ভাবেই নীচের দিকে রাখলে তা হল চিন মুদ্রা) দুই হাঁটুর উপর রাখুন। সোজা হয়ে বসে চোখ বন্ধ করে আরামদায়ক অবস্থায় রাখুন পুরো শরীরকে। এই প্রাণায়ামের সময় দুই ঠোঁট জোড়া অবস্থায় রাখলেও মুখের ভিতর দাঁতের দুই পাটির মাঝে সামান্য ফাঁক রাখতে হবে। এ বার ধীরে ধীরে দুই হাতের কনুই ভাঁজ করে তাদের দুই কানের কানের গহুরের কাছে নিয়ে যান।এ বার তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে কানের গহুর বন্ধ করে দিন বা কর্ণগহুরের পাশের টুপির মতো মাংসল অংশ চেপে কান বন্ধ ধরুন। তবে কোনও ভাবেই কানের ভিতরে কোনও আঙুল প্রবেশ করানো যাবে না।শরীরকে একেবারে স্থির রেখে মাথার মধ্যভাগে আজ্ঞাচক্রে মনোনিবেশ করুন। নাক দিয়ে স্বাভাবিক উপায়ে জোরে শ্বাস নিন। শ্বাস ছাড়ার সময় খুব ধীরে নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে শ্বাস ছাড়তে হবে। এই শ্বাস ছাড়ার সময় ভ্রমরের মতো গভীর, একটানা মৃদু গুঞ্জন করতে হবে মুখ দিয়ে। এতে কানের ভিতর একটি কম্পন তৈরি হবে।প্রতিধ্বনি তৈরি হবে মাথার সামনের অংশেও। শ্বাস ছাড়া সম্পূর্ণ হলে হাতকে ফেরাতে হবে ফের হাঁটুর উপরকী খেয়াল রাখব: শ্বাস ছাড়ার সময় গতি যেন ধীরে থাকে ও গুঞ্জনের সময় যেন মস্তিষ্কের সম্মুখভাগে তার প্রতিধ্বনি বোঝা যায়। অভিজ্ঞ ট্রেনারের পরামর্শ নিয়ে এটি অভ্যাস করা উচিত। অনুলোম-বিলোমপদ্ধতি: অনুলোমের ক্ষেত্রে এক দিকের নাক বন্ধ থাকবে। প্রথমে ডান দিকের নাকের ছিদ্র চেপে ধরে, বাঁ দিক দিয়ে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার কাজ করতে হবে। পরে বাঁ দিকের নাকের ছিদ্র চেপে ধরে, ডান দিক দিয়ে শ্বাস গ্রহণ ও বর্জনের অভ্যাস করতে হবে।এই প্রাণায়ামে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হবে হবে তিন ধাপে। প্রথমে কিছুটা শ্বাস নিয়ে দু"সেকেণ্ড থেমে ফের শ্বাস নিতে হবে, তার পর আবার দু"সেকেণ্ড থেমে পুরো শ্বাস গ্রহণ করতে হবে। শ্বাস ছাড়ার সময়ও বজায় রাখতে হবে এই নিয়ম।বিলোমের বেলায় দুই নাক দিয়েই একই সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই শ্বাস নেওয়া প্রয়োজন। তবে অনুলোমের মতোই তা হবে তিন ধাপে। অর্থাত প্রথমে কিছুটা শ্বাস নিয়ে দু"সেকেন্ড থামতে হবে। আবার শ্বাস নিতে হবে। ফের দু"সেকেন্ড থেমে শেষ ধাপে পুরো শ্বাস নিতে হবে। ছাড়তেও হবে একই পদ্ধতিতে থেমে থেমে তিন ধাপেজ্জকী খেয়াল রাখব: অনুলোম ও বিলোমের ক্ষেত্রে তিন ধাপের বিরাম যেন সমান থাকে। শ্বাস ছাড়ার শেষ ধাপে ছেড়ে দিতে হবে পুরো বাতাসটাই। দু পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়ান। দুই হাত আঙ্গুলে-আঙ্গুলে এক করে উপরের দিকে নিয়ে যান। এবার শ্বাস নিন, উপরের দিকে ঘাড়সহ পিঠটাকে বাঁকানোর চেষ্টা করুন, বুকের সামনের অংশ উপরে তুলুন এবং এই অবস্থায় কিছুক্ষণ স্থির থাকুন।সামনে বাঁকানো: হাঁটু নরম রেখে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ুন, নাকটাকে হাঁটু বরাবর আনার চেষ্টা করুন। হাতের আঙ্গুল গুলো আগের মত একসাথে করে, দুই হাত সোজা রেখে হাত দুটিকে উপরে উঠান এবং মাথার উপর দিয়ে নেয়ার চেষ্টা করুন।নিম্নগামী মুখ-ভঙ্গী: একসাথে ৪ টাই করুন, হিপ উপরে উঠান এবং হাত ও পা সোজা রাখুন।প্ল্যাঙ্ক: হাত সোজা রেখে পুশ-আপ এর মত ভঙ্গিতে নিঃশ্বাস নিন। এবার শ্বাস ছাড়ুন, কনুই বাঁকিয়ে এমন ভাবে আনুন যেন তা আপনার দেহের দিকে থাকে। এবার আস্তে আস্তে সমস্তশরীর নিচে নামাতে থাকুন যতক্ষণ না বুক মেঝে বরাবর থাকে।চেয়ার: শ্বাস নিন এবং হাঁটু বাঁকা করুন (পিঁড়িতে বসার মত করে)। হাতের আঙ্গুল গুলো খোলা অবস্থায় রেখে সামনের দিকে মেলে ধরুন। আপনার উঁড়ু যখন মেঝের সমান্তরালে তখন হাত দুটিকে কান পর্যন্ত উঠান। সমস্ত ওজন যেন গোড়ালিতে পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। নিঃশ্বাস নিতে নিতে উঠে দাঁড়ান এবং দুই হাত দেহের পাশে নিয়ে আসুন। নিঃশ্বাস ছাড়ুন।

গ্রীন টি কে মজাদার করে তোলার কিছু উপায়

জলের সঠিক তাপমাত্রা এককাপ পারফেক্ট গ্রিন টি তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।জল যদি বেশি গরম হয় তবে এর স্বাদ তেতো হয়ে যাবে, সাথে এটি তার সুবাস হারাবে।অর্থাত চা তার স্বাদ ও গন্ধ হারাবে। কাজেই চা তৈরির সবচেয়ে উপযুক্ত তাপমাত্রা হচ্ছে ৭৫-৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।যদি টি ব্যাগ ব্যবহার করেন তবে এটা ২-৩ মিনিট ফুটিয়ে নেবেন। চা পাতার জন্য তা আরেকটু বেশি সময় নেবে, ৩-৪ মিনিট।গ্রীন টি কে মজাদার করে তোলার কিছু উপায়: অনেকে গ্রীন টি খেতে পারেন না, তার অন্যতম কারণ এর স্বাদ। তাই যারা একেবারেই গ্রীন টি খেতে পারেন না তাঁদের জন্য রয়েছে কিছু টিপস যা স্বাদের সাথে স্বাস্থ্য ভালো রাখতেও সাহায্য করবে।যারা ফ্রুট স্মুদি কিংবা জুস খেতে ভালোবাসেন তারা এর সাথে দুই টেবিল চামচ গ্রীন টি পাউডার মিশিয়ে নিতে পারেন।

প্রতিদিন সকালের টিফিনে এটি খেলে উপকার পাওয়া যাবে।ঘরে গ্রীল কিংবা বারবিকিউ করা হলে মাংসের জন্য তৈরি মশলার সাথে গ্রীন টি পাউডার মিশিয়ে দিলে। এটি মাংসের স্বাদে ভিন্নতা তো আনবেই স্বাস্থ্য ভালো রাখতেও দারুণ ভূমিকা রাখবে।পুডিং খেতে অনেকেই পছন্দ করেন। পুডিং বানানোর সময় কিংবা কেক এর বেকিং এর সময় অল্প একটু গ্রীন টি পাউডার যোগকরে ভিন্ন ধরনের এক স্বাদ উপভোগ করতে পারবেন।সবশেষে মজার এক রেসিপি দিয়ে শেষ করি। আপনি যদি আইসক্রীম বানাতে এবং খেতে ভালোবাসেন তবে বিভিন্ন ফ্লেভার এর সাথে গ্রীন টি ফ্লেভারের আইসক্রীম বানিয়ে দেখবেন।স্বাদ, স্বাস্থ্য কোন ব্যাপারেই আর সমস্যা করবে না।গ্রিন টি এর স্বাস্থ্য উপকারিতাওজন কমাতেসবুজ চা বিপাক বৃদ্ধি করে। গ্রীন টি পলিফেনল শরীরের ফ্যাট অক্সিডেশন প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করে খাবার থেকে ক্যালরি তৈরি প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। ফলে দেহে অতিরিক্ত চর্বি জমতে পারে না। একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, এটি এক দিনে ৭০ কালরি পর্যন্ত ফ্যাট বার্ন করে।তার মানে নিয়মিত গ্রীন টি পানের মাধ্যমে বছরে ৭ পাওন্ড পর্যন্ত ওজন কমানো সম্ভব।ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতেসবুজ চা রক্তের গ্লুকোজ এর মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। খাওয়ার পরে রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ে, যা প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে গ্রিণ টি। তাই গ্রীন টি ডায়াবেটিস নিয়ন্তনে অনেক সহায়ক।ফারটিলাইজার হিসেবেগ্রিন টি অনেক উপকারি। এই সবুজ চায়ের পাতা জলে কয়েকদিন ভিজিয়ে রেখে তারপর ছেঁকে গাছের গোড়ায় সেই জল দিলে তা ফারটিলাইজার হিসেবে কাজ করে।

জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক প্রাণী এবং মৎস্যপালনে প্রশিক্ষণ

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পর্ষদের ত্রিপুরা শাখা, প্রাণী এবং মৎস্যপালন কে জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক করার উদ্যেশে এবং কৃষকের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষে গত ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২০, তিনদিন ব্যাপী এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছে। উক্ত প্রশিক্ষণে বিশালগড়, জিরানীয়া এবং লেম্বুচেরা অঞ্চলের ৩০ জন প্রাণী এবং মৎস্য চাষীদের সমন্বিত কৃষি, খাঁচায় মাছ চাষ, শুকর এবং মুরগী প্রতিপালন, এবং গবাদি পশুর খাবার চাষ নিয়ে বিষদভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ত্রিপুরা মৎস্য এবং প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা শ্রী দিলীপ কুমার চাকমা এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।সাথে ছিলেন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত যুগ্ম অধিকর্তা ডাঃ বিশ্বজিৎ দাস, উদ্ভিদ প্রজনন বিজ্ঞানী ডাঃ শঙ্কর প্রসাদ দাস, শস্য বিজ্ঞনের প্রধান বিজ্ঞানী ডাঃ অনুপ দাস, এবং বরিষ্ঠ মৎস্য বিজ্ঞানী ডাঃ লোপামুদ্রা সাহু। গ্রামীণ কৃষি মৌসম সেবা নিয়ে আলোকপাত করার জন্য ছিলেন পর্ষদের টেকনিকাল অফিসার শ্রী ধীমান দাস চৌধুরী। প্রশিক্ষণ শেষে কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য ২০০ টি উন্নত জাতের মুরগির বাচ্চা, ৫০ কেজি মুরগির খাবার, ১০০ কেজি মাছের খাবার, ৫০ কেজি গোমতী ধানের বীজ এবং ১৫০ টি নেপিয়ার চারা বিতরণ করা হয়। এই প্রশিক্ষণ পোল্ট্রি বিজ্ঞানী ডাঃ বিনয় সিংহ, মৎস্য বিজ্ঞানী ডাঃ চন্দন দেবনাথ,এবং শস্য বিজ্ঞানী ডাঃ গুলাব সিংহ যাদবের তথ্যাবদানে অনুষ্ঠিত হয়।

MEMORANDUM

Due to unavoidable circumstances PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No. 04 /PNIeT/EE/WRD-VII/PTL/2019-20, dt. 18-02-2020 circulated vide office Memo No. F. 6(17)/EE/WRD-VII/PTL/3752-94, Dated, 18-02-2020 is hereby Cancelled against DNIET No. (i) 25/SE/WRC-II/KGT/2019-2020, (ii) 26/SE/WRC-II/KGT/2019-2020 & (iii) 27/SE/WRC-II/KGT/2019-2020.

ICA/C-2700/2019-20

(Er. S.B. B. Debbarma)
Executive Engineer
Water Resource Division No-VII
Pecharthal, Unakoti, Tripura.

Notice Inviting Tender

No. ADM/AGAR/119/HV/VOL-IV/22 Dated : 28.02.2020

Assistant Defence Estates Officer (ADEO), Agartala on behalf of The President of India invites tenders from reputed experienced and financially sound Taxi Service Providers to Provide one Maruti Omni Van on daily rental basis for period of one year from the date of signing of contract upto 31.03.2021 excluding Saturdays, Sundays and Holidays and as per requirement of this office for 230 days to Assistant Defence Estates Office, Agartala as per requirement. Bid has to be submitted as per the Technical Eligiblilty Criteria and terms & Conditions. The bidder should deposit Earnest Money Deposit (EMD) of Rs. 10,000/-(Rupees Ten Thousand Only) refundable (without interest) in the form of Demand Draft/Pay order Payable to "Assistant Defence Estates Officer, Agartala". Further details of tender notice, its terms and conditions and proforma for technical & financial bid can be obtained from the office of ADEO, Agartala on all working days.

Tender documents should be submitted by 1600 hours on or before 23.03.2020 in the office of ADEO, Agartala, Lichubagan By Pass Road, Near Army supply point, Salbagan, Agartala-799012. Tenders will be opened on 23.03.2020 at 1700 hours in the office of ADEO, Agartala.

For further quarries please contact the office at the given address of communication.

e-mail : adeoagar-stats@nic.in

Ph : 0381-2397119

Sd/-
(Arnab Ghosh)
Asstt. Defence Estates Officer,
Agartala

সাতবার চড় খেয়েছি শ্যুটিংয়ে, "থাপ্পড়" নিয়ে বললেন তাপসী

ভরা পার্টিতে প্রকাশ্যে সকলের সামনেই স্ত্রীকে সপাটে থাপ্পড় মেরেছিলেন স্বামী। তার জেরেই ডিভোর্স ফাইল করেছেন স্ত্রী। শুনে খুব সাধারণ মনে হলেও এমন ঘটনায় আকছার ঘটে আমাদের চারপাশে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিবাদের আওয়াজ ওঠে না। তবে এবার স্বামীর একটা থাপ্পড়ের প্রতিবাদ করেছেন এক মহিলা। তাই নিয়েই "থাপ্পড়" সিনেমাটা বানিয়েছেন পরিচালক অনুভব সিনহা। মূল চরিত্রে রয়েছেন তাপসী পান্নু। "থাপ্পড়" ছবিতে তাপসীর অভিনয় ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছে বক্স অফিসে। ভাল ব্যবসার পাশাপাশি দর্শকদের মনও জয় করেছে অনুভবের ছবি। তবে এই ছবির শ্যুটিংয়ের জন্য নাকি মোট সাতবার থাপ্পড় খেতে হয়েছিল তাপসীকে। বম্বে টাইমস-কে দেওয়া একটি সাক্ষাতকারে সম্প্রতি এমনটাই জানিয়েছেন অভিনেত্রী। তাপসীর কথায়, অনুভব চেয়েছিলেন অরিজিনালি শ্যট করা হবে ওই থাপ্পড় মারার দৃশ্য।

কিন্তু এমন দৃশ্যে অভিনয় করতে গিয়ে বেজায় ঘাবড়ে গিয়েছিলেন তাপসীর সহ-অভিনেতা পাভেল গুলাটি। তাপসীর কথায়, "পাভেল সাংঘাতিক নার্ভাস ছিল। আমি ওকে বলেছিলাম যে প্রথম শটেই ব্যাপারটা ওকে করার চেষ্টা কোরো। নইলে বারবার রিটেক করতে হবে। তবে ওর পক্ষেও ব্যাপারটা কঠিন ছিল। কারণ এর আগে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। তাই ওভাবে আচমকা থাপ্পড় মারাটা যথেষ্ট মুশকিল ছিল।" তাপসী এটাও জানিয়েছেন যে ফাইনাল শ্যুটের আগে একদিন কেবল মহড়া চলছিল ওই সিনের। তাতেই মোটামুটি নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলেন পাভেল। তাপসীর কথায়, "পাভেল মানুষটাই খুব মিষ্টি, শান্ত স্বভাবের। তাই এমন দৃশ্যে অভিনয় করার জন্য যতই ওকে বোঝাই না কেন পাভেল কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছিল না।" তবে কোনওমতেই ছাড়বার পাত্র ছিলেন না পরিচালক। অনুভবের কড়া নির্দেশে অরিজিনালই থাপ্পড় মারার শ্যুটিং শুরু হয়। কিন্তু এক শটে ওকে হওয়ার বদলে ফাইনাল টেক হয় সাতবার শট নেওয়ার পর। তাপসী জানিয়েছেন, "দু-তিন বার থাপ্পড় খাওয়ার পরেই আমার গাল জ্বালা করতে শুরু করেছিল। কিন্তু অনুভব স্যারের কিছুতেই পছন্দ হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত সাতবার থাপ্পড় খাওয়ার পর পছন্দ হয় পরিচালকের।" তবে তাপসী জানিয়েছেন যে স্ক্রিপ্ট পড়ার দিন থেকেই এইসব পরিস্থিতির জন্য মানসিক ভাবে তৈরি ছিলেন তিনি। আর ভাল কাজ করাটাই আসল লক্ষ্য ছিল তাঁর।

সৃজিত মুখার্জীর নতুন ছবি কাকাবাবুর পুরো শুটিং আফ্রিকায়

নজরবন্দি ব্যুরো : সৃজিত মুখার্জীর ছবির জন্য দর্শক অপেক্ষা করে থাকে। তাঁর প্রায় বেশির ভাগ ছবিই দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছে। তাঁর ছবির গল্প,চরিত্র নির্বাচন,লোকেশন ,ছবির গান সব কিছুতেই থাকে নতুনত্ব।তাই সৃজিতের পরবর্তী ছবি কাকাবাবুর টিম ও কিন্তু পৌঁছে যাবে আফ্রিকার জঙ্গলে। তাঁদের আফ্রিকায় শুটিং শুরু হবে মার্চের শেষে। এবারও কাকাবাবুর চরিত্রে থাকছেন প্রসেনজিত আর সম্ভর এরচরিত্রে থাকছেন আরিয়ান। এছাড়া এইবারে কাকাবাবুর পুরো শ্যুটিং হবে আফ্রিকার জঙ্গলে প্রায় এক মাস ধরে। বন্যপ্রাণীদের নিয়েও ছবিতে রয়েছে চমক। এর মধ্যেই কাকাবাবুর অর্ধেক টিম পৌঁছে গেছে আফ্রিকায়। সৃজিত ও খুব তাড়াতাড়ি পারি দেবেন আফ্রিকায়।

শুক্রবার আগরতলায় কিষাণ শ্রমিক ও যুব কর্মী সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি- নিজস্ব।

আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সদস্যরা জেলখানা থেকেই জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২৯।। বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের (এবিটি) সদস্যরা জেলখানা থেকেই জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। জেলখানায় থাকাকালে মিলছে দুর্ধর্ষ জঙ্গিদের সংস্পর্শ। সেখানেই জঙ্গি কার্যক্রমের দিকনির্দেশনা পাচ্ছে এবিটি সদস্যরা। পরে জামিনে বেরিয়ে ফেসবুক ছাড়াও বিভিন্ন অ্যাপসের মাধ্যমে জঙ্গি কার্যক্রম পরিচালনা এবং সদস্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এবিটির শীর্ষ পর্যায়ের স্থানীয় জঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগ ও পরিচিতি বাড়ানোর চেষ্টাও চলছে অনলাইনে। র্যা ব-৪ এর অভিযানে ঢাকার আশুলিয়া ও ধামরাই থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত এবিটির নারীসহ পাঁচ সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার এবং তাদের ব্যবহৃত মোবাইল ঘেটে এসব তথ্য পেয়েছে র্যা ব। র্যা ব-৪ এর একটি গোয়েন্দা দল শুক্রবার রাত ১০টা থেকে শনিবার ভোর পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।

শনিবার বিকেলে ঢাকা কারওয়ান বাজারে র্যা বের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে র্যা ব-৪ অধিনায়ক (সিও) অতিরিক্ত ডিআইজি মোজাম্মেল হক এ তথ্য জানান।ডিআইজি মোজাম্মেল হক বলেন, গ্রেফতারকৃতরা হলেন, অলিউল ইসলাম ওরফে সম্রাট ওরফে আব্দুল্লাহ (২৩), মোয়াজ্জিম মিয়া ওরফে শিহাদ ওরফে আল্লাহর গোলাম (২০), সবুজ হোসেন ওরফে আব্দুল্লাহ এবাজ উদ্দিন (২৬), আরিফুল হক ওরফে আরিফ ওরফে হৃদয় (২০), রাশিদা ওরফে হুমায়রা (৩৩)। এদের মধ্যে অলিউল ইসলাম আব্দুল্লাহ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, আনসারুল্লাহ বাংলা টিমে সম্পৃক্ততার কারণে ২০১৯ সালে আশুলিয়া থানায় তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা হয়। জেলখানায় থাকাকালীন দুর্ধর্ষ জঙ্গিদের সংস্পর্শ পান এবং সেখানেই তাদের কাছ থেকে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করেন। ফেসবুক ছাড়াও তিনি বিভিন্ন অ্যাপসের মাধ্যমে জঙ্গি কার্যক্রম চালু রাখেন। তিনি একটি উগ্রবাদী চ্যানেলের অ্যাডমিন হিসেবে উগ্রবাদী কার্যক্রম ও সদস্য সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। ইতিপূর্বে আটক মাওলানা জসিমুদ্দীন রাহমানির অনুসারী শীর্ষ জঙ্গিদের সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং তাদের কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমে জড়িয়ে পড়েন। তিনি বর্তমানে দণি অঞ্চলের আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করছিলেন। প্রায় তিন বছর ধরে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের শীর্ষ নেতার সঙ্গে অনলাইন গ্রুপের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ রা করে আসছিলেন। তার ব্যবহৃত মোবাইল থেকে বিভিন্ন উগ্রবাদী ডিজিটাল কনটেন্ট পাওয়া গেছে। গ্রেফতার মোয়াজ্জিম মিয়া ওরফে শিহাদ ছাত্রজীবন থেকেই বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের কার্যক্রমে আকৃষ্ট হতো। ধীরে ধীরে তিনি সশস্ত্র জঙ্গিবাদে অংশ নিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফেসবুকে আনাস আদনান নুর নামক ব্যক্তির মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের একজন সক্রিয় সদস্য। ম্যাসেঞ্জারে একটি উগ্রবাদী গ্রুপের তিনি অ্যাডমিন হিসেবে কাজ করেন। আল্লাহর গোলাম আইডিতে সদস্য সংগ্রহ এবং উগ্রবাদের উদ্দেশ্যে চাঁদা সংগ্রহে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। অনলাইন মোবাইল মানি ট্রান্সফারের মাধ্যমে তিনি চাঁদা সংগ্রহ করতেন। তার কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের রেজিস্টার জব্দ করা হয়। বর্তমানে সাভারের একটি মাদরাসায় তিনি শিক ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

হুগলীতে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম ১

হুগলী, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : হুগলীর তারকেশ্বরে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার গুরুতরভাবে জখম ১। সিমেন্ট বোঝাই ট্রাক পিষে দিল ট্রলি ভ্যান চালককে। গুরুতর জখম অবস্থায় আহতকে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত ব্যাক্তির নাম সেখ সারাফত। তারকেশ্বর গুরিয়াভাটা এলাকায় তার বাড়ি। শনিবার সকালে যখন পেশায় রুটি বেকারী সারাফত যখন বিভিন্ন দোকানে সামগ্রী বিক্রি করতে ভ্যান চালিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ করে পিছন থেকে একটি সিমেন্ট বোঝাই ট্রাক ধাক্কা মারলে গুরুতরভাবে জখম হয়।স্থানীয়রা উদ্ধার করে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে।ঘাতক লড়ি টিকে আটক করেছে পুলিশ। তবে ঘটনার পরে তারকেশ্বর এলাকার বেহাল ট্রাফিক ব্যবস্থার উপর ক্ষোভ উগরে দিচ্ছে এলাকাবাসী।এর আগেও জয় কৃষ্ণবাজার,চাউলপট্টি এলাকা সহ বেশ কয়েকটি যায়গায় একই রকম বেহাল বেনিয়ম ট্রাফিক পুলিশের গাফিলতির কারনে দূর্ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন এলাকার মানুষ। এদিনও বেহাল ট্রাফিক ব্যবস্থার জন্যই এমন দূর্ঘটনা অভিযোগ তুলেছেন সাধারন মানুষ।

বাংলাদেশের রাজশাহীতে গাছের সঙ্গে ধাক্কা প্রাইভেট গাড়ির : নিহত ৭ জন

ঢাকা, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বাংলাদেশের রাজশাহীতে গাছের সঙ্গে ধাক্কা প্রাইভেট গাড়ির। শনিবার দুপুরে উপেজলার কাদিব. পুবে. রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সড়কের এই দুর্ঘটনায় সাতজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও দুইজন।

গোদাগাড়ী থানার ওসি খাইরুল ইসলাম বলেন, শনিবার রাজশাহী থেকে প্রাইভেট কারটি গোদাগাড়ীর দিকে যাচ্ছিল। কাদিরপুরে কারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়। গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে গেলে ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত হন। এ সময় শিশুসহ পাঁচজন আহত হলে তাদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে আরও তিনজন মারা যান বলে বলে হাসপাতালের উপ-পরিচালক সাইফুল ফেরদৌস জানিয়েছেন।

নিহতদের মধ্যে চারজনের নাম পাওয়া গেছে। তারা হলেন গোদাগাড়ীর কেল্লাবারইপাড়া এলাকার রমজান আলীর স্ত্রী আছিয়া বেগম (৩৫), তার মেয়ে রাফিয়া (৩), রাজশাহীর মুনাফের মোড় এলাকার ফজলুর রহমানের ছেলে আক্কাস আলী (৪০) ও মেহেরচণ্ডী এলাকার মতিউর রহমানের ছেলে প্রাইভেট কারের চালক মাহবুবুর রহমান (৩৫)। নিহত অন্য তিনজনের মধ্যে রয়েছেন এক তরুণী ও দুই শিশু। তরুণীর বয়স ২০ থেকে ২২ বছরের মধ্যে হতে পারে আর শিশুদের বয়স ১০ বছর ও এক বছর হতে পারে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

হাসপাতালের উপ-পরিচালক সাইফুল ফেরদৌস বলেন, দুর্ঘটনার পর আহত পাঁচজনকে তাদের হাসপাতালে আনা হয়। তাদের মধ্যে দুই শিশু ও একজন নারী মারা যান। অন্য দুইজনকে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তাদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

অনুপ্রবেশকারীরা বিএনপি-জামায়াতের চেয়েও ভয়ংকর:নাসিম এমপি

ত্রনিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২৯।। আওয়ামি লিগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন,অনুপ্রবেশকারীরা বিএনপি-জামায়াতের চেয়েও ভয়ংকর বলে।এ বিষয়ে সতর্ক থাকার পাশাপাশি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া প্রয়োজন। এদের রুখতে না পারলে ভবিষ্যতে আওয়ামি লিগের অনেক তি হয়ে যাবে। শনিবার সকালে ঢাকা জাতীয় প্রেসকাবে চলচ্চিত্রকার আলমগীর কুমকুমের অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী উপলে এক আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন।

নাসিম বলেন, বিএনপি-জামায়াত আর কী ভয়ংকর? তার চেয়ে বেশি ভয়ংকর আওয়ামি লিগে প্রবেশ করা সুবিধাবাদী ও ধান্ধাবাজরা। এদের রুখতে হবে। আমরা যেসব অর্জন করেছি সেগুলো রা করতে হলে শেখ হাসিনাকে রা করতে হবে। এখন তো বঙ্গবন্ধুপ্রেমীর কোনো অভাব নেই। জয় বাংলা বলা লোকের অভাব নেই। এখন তো কে বলে না এটা খুঁজে বের করতে গেলে দু'দিন লেগে যাবে। সবসময় মতাসীন দলের সঙ্গে কিছু সুবিধাবাদী, সুযোগ সন্ধানী, ধান্দাবাজ যোগ হয়। এদের চেহারা পরিবর্তন করতে সময় লাগে না। এরা এমনভাবে কথা বলে যে, আমার চেয়ে বড় আওয়ামি লিগার তারা হয়ে গেছে। আমি মনে করি, বিএনপি-জামায়াতের চেয়ে ভয়ংকর এরা। বিএনপি-জামায়াত কী ভয়ংকর, এর চেয়ে বড় ভয়ংকর হলো আওয়ামী লীগে যোগ দেয়া সুবিধাবাদী, ধান্দাবাজরা।এদেরকে শুধু বহিষ্কার নয়, আইনের মাধ্যমে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। চলচ্চিত্রকার আলমগীর কুমকুমের নামে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনে (এফডিসি) একটি অডিটোরিয়াম করার দাবি জানান অন্যান্য বক্তারা। অপর একটি অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম (এমপি) বলেছেন, দলের মধ্যে বেইমান খুনি মোস্তাকের মতো লোকজনের আনাগোনা শুরু হয়েছে। এরা দলের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির পাঁয়তারা চালাচ্ছে।এদের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে সকল নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তিনি বলেন, ষড়যন্ত্রকারীরা যত চেষ্টাই করুক না কেন তারা আওয়ামি লিগের কোনো তি করতে পারবে না। কারণ তারা জানে না ১৯৭৫ এর আওয়ামি লিগ আর এখনকার আওয়ামি লিগ এক নয়। এখনকার আওয়ামি লিগ জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অনেক সচেতন এবং শক্তিশালী।

ভারত রাষ্ট্র ও জনগণের শান্তি স্থিতিশীলতা ও স্বাভাবিক পরিবেশ কামনা করে বিএনপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২৯।। ভারতের দিল্লিতে চলমান সহিংসতার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল -বিএনপি।বৃহস্পতিবার বিকেলে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী আহমেদ স্বারিত এ বিবৃতি দেয়া হয়।এতে বলা হয়েছে, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে জানা গেছে, সম্প্রতি ভারত সরকারের পাস করা বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) প ও বিপ গোষ্ঠীর মধ্যে যে বিরোধ তৈরি হয়েছিল, তা ইতোমধ্যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় রূপ নিয়েছে। এ সহিংসতায় নিহত ও আহতের সংখ্যা আশংকাজনকভাবে বাড়ছে। বিএনপি গভীর দুঃখ ও উদ্বেগের সঙ্গে ল্য করছে, নিহত ও আহতদের মধ্যে মুসলমান ও হিন্দু উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষই রয়েছে।

বিবৃতিতে বিএনপি আরও বলেছে, বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) পাসের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া, এই উপমহাদেশ তথা এ অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য হুমকি হয়ে উঠবে। এই মর্মে ইতিপূর্বেই সেই উদ্বেগ জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করা হয়েছিল। যে বিবৃতিতে হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছিল, বহুত্ববাদের আদর্শ থেকে যেকোনো বিচ্যুতি সব ধর্মের মানুষের সমান নিরাপত্তা নিশ্চিতের পথে একটি অনিবার্য বাধা। চলমান দিল্লির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তা আবার সুস্পষ্ট উদাহরণ হিসেবে প্রমাণ করলো।এ অঞ্চলের শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ বরাবরই উদ্যমী। ভারতের প্রতিবেশী দেশের নাগরিকদের প্রতিনিধিত্বশীল দল হিসেবে বিএনপি তাই সবসময়ই ভারত রাষ্ট্র ও জনগণের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও স্বাভাবিক পরিবেশ কামনা করে।বিএনপি বিশ্বাস করে, ভারতের বর্তমান নির্বাচিত সরকার তার দেশের সংবিধানের অন্তর্নিহিত চেতনা অনুযায়ী ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই চলমান সংকটের সমাধান করবে। এ অঞ্চলের বৃহৎ দেশ হিসেবে শান্তি, সম্প্রীতি, উন্নয়ন, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লয ভারত সরকার যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে বিএনপির প্রত্যাশা করে।

নাম না করে অর্জুন সিংকে "শোলে"-এর গব্বর বললেন ফিরহাদ হাকিম

বারাকপুর, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংকে "শোলে" সিনেমার প্রধান খলনায়ক গব্বর সিংয়ের সঙ্গে তুলনা করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। শনিবার ভাটপাড়া পুরসভার পাট্টা প্রদান অনুষ্ঠানে অর্জুন সিং-কে গব্বরের সঙ্গে তুলনা করেন ফিরহাদ।

শনিবার ভাটপাড়া পুরসভার পাট্টা প্রদান অনুষ্ঠানে বারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং-কে বিখ্যাত হিন্দি সিনেমার খলনায়ক গব্বর সিংয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এদিন ফিরহাদ হাকিম অর্জুন সিং এর নাম না করে জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, "এই ভাটপাড়ার জনগণ আপনাদের সবাইকে সংবর্ধনা জানানো উচিত। আপনারা সবাই জয় আর বীরুর দল। আপনারাই এখানকার গব্বর সিংকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ওকে আর বেরতে দেবেন না। আপনাদের ঠিক করতে হবে আপনারা গব্বর সিংয়ের রাজত্ব চান না মানুষের রাজত্বে থাকতে চান।"

রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী এদিন ভাটপাড়াবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, "ভাটপাড়ার উন্নয়ন চলছে। পুরসভার শ্রমিকদের বকেয়া টাকা দিয়ে দিচ্ছি আমরা। কোন কিছুই উন্নয়নে বাঁধা হবে না।"

বারাকপুর কর্পোরেশন নিয়ে যে ধোঁয়াশা তৈরী হয়েছে সেই প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম বলেন, "বারাকপুর মহকুমা কর্পোরেশন হবে কি না তা রাজ্য সরকার আগামীদিন ঠিক করবে। জেলা শাসক কর্পোরেশন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে রিপোর্ট তৈরী করছেন। সেই রিপোর্ট তিনি নবান্নে রাজ্য সরকারের কাছে জমা দেওয়ার পর রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নেবে বারাকপুর কর্পোরেশন হবে কি না। জেলা শাসকের রিপোর্টার উপর বিষয়টি নির্ভর করছে।"

ভাটপাড়া পুরসভায় জমির পাট্টা প্রদান অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নৈহাটির বিধায়ক পার্থ ভৌমিক, জগদ্দলের বিধায়ক পরশ দত্ত, বিধায়ক পরেশ পাল, পার্শবর্তী নৈহাটি পুরসভার পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায়, কাঁচ রা পাড়া পুরসভার পুরপ্রধান সুদামা রায়, বারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান উত্তম দাস, গারুলিয়া পুরসভার পুরপ্রধান সঞ্জয় সিং, উত্তর বারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান মলয় ঘোষ সহ ভাটপাড়া পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলররা

যশস্বী সাংবাদিক ছিলেন নারায়ণ বালকৃষ্ণ লেলেব

নয়াদিল্লি, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দেশের খ্যাতিমান জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক নারায়ণ বালকৃষ্ণ লেলের জন্মশতবার্ষিকী বছর চলছে। ১০০ বছর আগে ১৯২০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি জলগাঁওয়ের (খন্দেশ, মহারাষ্ট্র) একটি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শৈশব থেকেই তিনি যোগাসন, দৌড় এবং বিদেশী খেলাধুলায় খুব আগ্রহী ছিলেন। তিনি তাঁর বন্ধুদের সাথে মাঠে খেলতে যেতেন। এই খেলাধুলা এবং যোগ-অনুশীলনের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্বেচ্ছাসেবক হয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন এবং কলেজ শিক্ষার জন্য মুম্বাই চলে যান। বি.কম করার পরে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পুরো সময়ের কর্মী হয়ে ওঠেন। প্রাথমিক পর্যায়ে সঙ্ঘের কাজ সম্প্রসারণের জন্য তাঁকে মহারাষ্ট্রের সোলাপুর, সাঙ্গলি, বাদোদা প্রেরণ করা হয়েছিল।

সংঘে কাজ করার সময় তিনি লেখালেখি ও সম্পাদনায় আগ্রহী ছিলেন। প্রচারক হিসাবে তিনি গুজরাটি সাপ্তাহিক ''সাবধান'' পত্রিকায় লিখতে থাকেন। ১৯৪৮ সালে যখন দাদাসাহেব আপ্তে ''হিন্দুস্তান সমাচার'' সংলাপ কমিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি ১৯৫০ সালে লেলেকে ''হিন্দুস্থান সমাচার''-এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক নিযুক্ত করেন। ১৯৫৬--৫৭-এ বাপুরাও লেলে-র কাজের স্টাইল দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মুম্বই থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং হিন্দিভাষী রাষ্ট্রগুলিতে ''হিন্দুস্তান সমাচার'' প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বাপুরাও লেলের উদ্যোগে হিন্দি টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে সংবাদ বিনিময় শুরু হয়েছিল। ''হিন্দুস্তান সমাচার''-এর ক্রমবর্ধমান প্রভাব দেখে বিবিসি হিন্দি সংবাদ সংস্থার সম্পাদক হিসাবে বাপুরাও লেলের একটি বিশেষ সাক্ষাতার প্রচার করেছিল। বাপুরাও ১৯৭৫ অবধি ২৫ বছর ধরে হিন্দুস্তান সমাচারকে সেবা করেছিলেন।

বাংলাদেশের শিশুরা পাকিস্তানের নাম যেন মুখে না আনে : অধ্যাপক জাফর ইকবাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২৯।। অধ্যাপক জাফর ইকবাল বলেছেন,যে দেশটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে সে দেশটির নামও মুখে নিতে ইচ্ছুক নন তিনি। বিশেষকরে আজকের শিশুরা যেন পাকিস্তানের নাম মুখে না আনে সে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে মুক্তির উৎসব নামে এক অনুষ্ঠানে শিশুরা পাকিস্তানের নাম উচ্চারণ করলে এসব কথা বলেন ড় জাফর ইকবাল।

কোমলমতি শিশু-কিশোরদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তোমরা পাকিস্তানের নামও মুখে নিও না। আর নিয়ে ফেললে মুখ টুথপেস্ট দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। অনুষ্ঠানে জাফর ইকবাল শিশুদের প্রশ্ন করেন, প্রশ্ন নং ১ আমাদের দেশের নাম কী? ছোটরা জবাব দেয় বাংলাদেশ। জাফর ইকবাল মন্তব্য করেন, পাস, সবাই পাস করেছ। এখন যদি আমি তোমাদের বলি যে একটা মানুষের নাম বল, যে মানুষটার জন্ম না হলে আমাদের বাংলাদেশ হতো না। জবাবে সব শিশু-কিশোর বলে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।জাফর ইকবাল বলেন, 'পাস, সবাই পাস। বঙ্গবন্ধুর যদি জন্ম না হতো, তাহলে আমাদের বাংলাদেশ হত না। মনে রেখো, তিনি সবাইকে একত্র করেছিলেন, সবাইকে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। এরপর তিনি বলেন, এবার বল, আমাদের দেশ কোন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল?' ছোটরা উত্তর দেয়, পাকিস্তান। উত্তর শোনার পর জাফর ইকবাল বললেন, আমি এই দেশটার নামও মুখে নিতে চাই না। তোমরা সবাই বাসায় গিয়ে টুথপেস্ট দিয়ে ভালো করে মুখ ধুয়ে নেবে, যেহেতু এই দেশের নামটা মুখে নিয়েছ। ঠিক আছে?

বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শিক্ষা নিক পার্শবর্তী দেশ: তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২৯।। ভারতের দিল্লিতে চলমান সাম্প্রদায়িক অরাজকতার প্রতিইঙ্গিত করে তথ্যমন্ত্রীর হাছান মাহমুদ বলেছেন,সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রাতে বাংলাদেশ যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে, পার্শবর্তী অনেক দেশ এর থেকে শি নিতে পারে।

শনিবার (২৯ ফেব্রুয়ারি) রাতে চট্টগ্রামের জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদ প্রাঙ্গণে যৌতুক ও মাদকবিরোধী মহাসমাবেশে তিনি এ কথা বলেন। আনজুমানে রজভীয়া নুরিয়া বাংলাদেশ এ সমাবেশের আয়োজন করে।তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেন,বাংলাদেশ এখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরক্ষে ত্রে পৃথিবীর সামনে উদাহরণ। দেশে যে উন্নয়ন হচ্ছে তার সাথে সাথে মানুষের আত্মিক উন্নয়ন প্রয়োজন। তাহলেই দেশকে সত্যিকার অর্থে একটি উন্নত দেশে পরিণত করা যাবে।ভারতের দিল্লিতে সপ্তাহজুড়ে চলতে থাকা সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় কমপে ৪০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) ও জাতীয় নাগরিক নিবন্ধনকে (এনআরসি) কেন্দ্র করে চলমান সহিংসতার আতঙ্কের নগরীতে পরিণত হয়েছে দিল্লি।সংগঠনের চেয়ারম্যান আল্লামা আবুল কাশেম নুরীর সভাপতিত্বে প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সচিব মুহাম্মদ জাহিদুল হাসান রুবায়েতের সঞ্চালনায় উদ্বোধক ছিলেন মাইজভান্ডার দরবার শরিফের সাজ্জাদানশীন পীর মাওলানা সৈয়দ সাইফুদ্দিন আহমদ আল হাসানী ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী মুহাম্মদ রেজাউল করিম চৌধুরী।

স্বাগত বক্তব্য দেন মুহাম্মদ নুরুল হক। আলোচক ছিলেন নু.ক.ম আকবর হোসেন, ড় মাসুম চৌধুরী। সভাপতির বক্তব্যে আল্লামা আবুল কাশেম নুরী বলেন, যৌতুক, মাদক ও নারীর প্রতি নিত্য অবমাননা আজ বড় সামাজিক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা দেখে আমরা নিশ্চুপ থাকতে পারি না। সামাজিক দায়বদ্ধতা, ঈমানি তাড়না ও মানবিক কর্তব্যবোধ থেকেই আমি এ ধরনের আন্দোলন শুরু করেছি। সবাই আমার পাশে দাঁড়ালে আশানুরূপ সুফল মিলবে বলে আশা করি।মাহফিলে তফসির পেশ করেন আল্লামাইউনুচ রজভী, আল্লামা আবুল হাসান মুহাম্মদ ওমাইর রিজভী। অতিথি ও আলোচক ছিলেন ড় নু ক ম আকবর হোসেন, ড় মাসুম চৌধুরী, রোটারিয়ান এস এম আজিজ, অ্যাডভোকেট আব্দুর রশিদ দৌলতী, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ ইউনুচ রজভী, জহির আহমদ সওদাগর, মুসা সওদাগর, মুহাম্মদ আবুল হাসান, আবু ছালেহ আঙ্গুর, মুহাম্মদ মিঞা জুনাইদ, মুহাম্মদ তারেক আজিজ, মুহাম্মদ ফরিদুল আলম, মাওলানা ইয়াকুল আলী ফারুকী, মাওলানা আবু তৈয়ব মুহাম্মদ মুজিবুল হক, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কাদের রজভী, মুহাম্মদ মাছুম্মুর রশিদ কাদেরী, এস.এম ইকবাল বাহার চৌধুরী, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন জালালী প্রমুখ।বক্তারা দিল্লিতে মুসলমানদের ওপর দমন-নিপীড়ন ও হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানান। ভারত সরকারকে মুসলিম নিপীড়ন বন্ধের দাবি জানান।

ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে 'গণ খুনি' আখ্যা দিয়ে আপত্তিকর পোস্ট শিলচরের জিসি কলেজের শিক্ষকে সৌরদীপের জেল হেফাজত

শিলচর (অসম), ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আপত্তিকর 'গণ খুনি' আখ্যা দিয়ে এক পোস্ট করার অভিযোগে বরাক উপত্যকার অন্যতম প্রথমসারির এবং প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিলচরের গুরুচরণ কলেজের এক শিক্ষককে জুডিশিয়াল কাস্টডিতে পাঠানো হয়েছে।

গুরুচরণ কলেজের পদার্থবিদ্যার অতিথি শিক্ষক তথা কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী সৌরদীপ সেনগুপ্ত দিল্লিতে সংগঠিত হিংসার প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী মোদী, বিজেপি ও আরএসএসকে জড়িয়ে গত বৃহস্পতিবার 'ভয়েস অব বরাক ভ্যালি' নামের এক ফেসবুক অ্যাকাউন্টে উসকানিমূলক ও আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর এই আপত্তিকর মন্তব্য সংবলিত পোস্টের পর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় জেলা তথা গোটা বরাক উপত্যকার বিভিন্ন মহলে। চটে লাল হন গুরুচরণ কলেজে ছাত্রছাত্রীরাও। এরই মধ্যে জনৈক রোহিত চন্দ নামের ছাত্র কলেজ শিক্ষক সৌরদীপের বিরুদ্ধে শুক্রবার শিলচর সদর থানায় এক এজাহার দাখিল করেন। এজাহারের ভিত্তিতে পুলিশ ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৯৫ (এ), ১৫৩ (এ), ৫০৭ এবং আইটি অ্যাক্টের ৬৬ ধারায় এক মামলা রুজু করে শুক্রবার রাত প্রায় পৌনে একটা নাগাদ শিলচরের ইটখোলায় তাঁর বাড়ি থেকে সৌরদীপ সেনগুপ্তকে গ্রেফতার করেছিল কাছাড় পুলিশ।

শিলচর সদর থানার ওসি জীতুমণি গোস্বামী এই খবর দিয়ে জানান, আজ শনিবার সৌরদীপ সেনগুপ্তকে মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পেশ করা হয়েছিল। তাঁকে জেল হেফাজতে পাঠিয়ে আগামী সোমবার এই মামলার সিডি তাঁর আদালতে পেশ করতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন সিজেএম।

এদিকে প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী তথা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্ত গুরুচরণ কলেজের অতিথি শিক্ষক সৌরদীপের পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে, ফেসবুকে এই পোস্টের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রী-সহ বহু নেটিজেন আপত্তি তুললে সৌরদীপ তার পোস্টটি ডিলিট করে দিয়েছেন। ডিলিট করে নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে একটি পোস্টও দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এর পরও তাঁকে রেহাই দেওয়া হচ্ছে না।

এদিকে গুরুচরণ কলেজের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক সৌরদীপ সেনগুপ্তকে কলেজ থেকে বরখাস্ত করার দাবি তুলেছেন। দাবি উঠেছে, সৌরদীপকে কেবল গ্রেফতার করে জেলে পাছালে চলবে না, একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাসে আঘাত করায় তাঁকে দৃষ্টান্তমূলক উপযুক্ত শাস্তির বিধান করতে হবে পুলিশকে।

স্বাভাবিক হচ্ছে রাজধানী শিথিল ১৪৪ ধারা

নয়াদিল্লি, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ক্রমশই উন্নতি হচ্ছে উত্তর-পূর্ব দিল্লির পরিস্থিতি। তার জেরে শনিবার চার ঘন্টার জন্য ১৪৪ ধারা শিথিলের সিদ্ধান্ত নিল দিল্লি পুলিশ।

শনিবার পুলিশের যুগ্ম-কমিশনার (পূর্ব রেঞ্জ) অলোক কুমার জানিয়েছেন, ২৫ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বিকেল থেকে নতুন করে কোনও হিংসার খবর পাওয়া যায়নি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকার ফলে উত্তর-পূর্ব দিল্লির সিংহভাগ অংশে ১৪৪ ধারা এদিন সকাল ১০ থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত শিথিল করা হয়েছে। গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, 'এখন পর্যন্ত প্রায় ১০০ এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ২৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছ। তদন্তের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হয়েছে। গ্রেফতার সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।'

প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে মৌজপুর এবং বাবরপুরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে। এদিন সকালে ওই সকল এলাকায় ওষুধ, মিষ্টি, শাক-সবজি এবং মুদির দোকান খোলা ছিল।

দিল্লিতে চিরস্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে এদিন সকালে জন্তর মন্তর থেকে বিশেষ শান্তি মিছিলের আয়োজন করা হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দিল্লি পিস ফোরামের তরফে এই মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলে অংশগ্রহণ করেন বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র। তেরঙ্গা পতাকা নিয়ে এই মিছিল হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও কোনও রকমের ঝুঁকি না নিয়ে ফ্ল্যাগ মার্চ করে পুলিশকর্মীরা। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে তাদের অভাব অভিযোগ শোনেন পুলিশকর্মীরা। সেলামপুরের পরিস্থিতি নিয়ে দিল্লি পুলিশের ডিসিপি(উত্তর-পূর্ব) বেদ প্রকাশ সূর্য্য জানিয়েছেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও নিয়ন্ত্রিত। স্পর্শকারত এলাকাগুলিতে যেমন কারাওয়াল নগর, জাফরাবাদ, দয়ালপুর, গোকুলপুরী, জ্যোতি নগরে এখনও কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। দিল্লির হিংসার তদন্তের জন্য দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের অধীনে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করা হয়েছে। উল্লেখ দিল্লি হিংসায় এখনও পর্যন্ত ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ২০০।

টিটিএএডিসি : ২৮ আসনের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের খসড়া তালিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের (টিটিএএডিসি) ২৮টি আসনের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের খসড়া তালিকা ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারগণ এই তালিকা প্রকাশ করেছেন। এই তালিকার উপর কোন দাবী, আপত্তি এবং পরামর্শ থাকলে তা জমা দেবার শেষ দিন ৩ মার্চ ধার্য্য করা হয়েছে। দাবী, আপত্তিগুলি নিস্পত্তি করা হবে ৪ মার্চ। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে ৬ মার্চ। খসড়া তালিকা অনুযায়ী ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মোট সংখ্যা হচ্ছে ১,১৫৬। জেলা পরিষদের নির্বাচন কমিশনার এই সংবাদ জানিয়েছেন।

তিনি জানান, ওই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে ১-দামছড়া জম্পুই (এস টি) কেন্দ্রে ৪৮টি, ২-দশদা কাঞ্চনপুর কেন্দ্রে ৪১টি, ৩-মাছমারা কেন্দ্রে ৪২টি, ৪-করমছড়া (এস টি) কেন্দ্রে ৫০টি, ৫-ছামনু (এস টি) কেন্দ্রে ৪৫টি, ৬-মনু ছৈলেংটা কেন্দ্রে ৩৮টি, ৭-দামছড়া কচুছড়া (এস টি) কেন্দ্রে ৪৬টি, ৮-গঙ্গানগর (এস টি) কেন্দ্রে ৪০টি, ২৪-রাইমাভ্যালী (এস টি) কেন্দ্রে ৩৯টি, ৯-হালহালি আশারামবাড়ি কেন্দ্রে ৩৯টি, ১২-রামচন্দ্রঘাট (এস টি) কেন্দ্রে ৩৬টি, ১০-কুলাই চাম্পাহাওর (এস টি) কেন্দ্রে ৪৩টি, ১১-মহারাণীপুর তেলিয়ামুড়া (এস টি) কেন্দ্রে ৪৩টি, ১৩-সিমনা তমাকারী (এস টি) কেন্দ্রে ৩২টি, ১৪-বোধজংনগর ওয়াকিনগর (এস টি) কেন্দ্রে ৩৫টি, ১৫-জিরানীয়া (এস টি) কেন্দ্রে ৪০টি, ১৬-মান্দাইনগর পুলিনপুর (এস টি) কেন্দ্রে ৩৮টি, ১৭-পেকুয়ারজলা জন্মেজয়নগর (এস টি) কেন্দ্রে ৩৭টি, ১৮-টাকারজলা জম্পইজলা (এস টি) কেন্দ্রে ২৬টি, ১৯-আমতলী গোলাঘাটি (এস টি) কেন্দ্রে ৪৬টি, ২০-কিল্লা বাগমা (এস টি) কেন্দ্রে ৪০টি, ২২-কাঁঠালিয়ামির্জা রাজাপুর (এস টি) কেন্দ্রে ৫৫টি, ২১-মহারাণী চেলাগাং (এস টি) কেন্দ্রে ৩৬টি, ২৩-অম্পিনগর (এস টি) কেন্দ্রে ৪০টি, ২৫-নতুনবাজার মালবাসা (এস টি) কেন্দ্রে ৪৭টি, ২৬-বীরচন্দ্রনগর কলসী (এস টি) কেন্দ্রে ৪৪টি, ২৭-পূর্ব মহারাণীপুর ভুরাতলী (এস টি) কেন্দ্রে ৪৬টি, ২৮-শিলাছড়ি মনুবনকুল (এস টি) কেন্দ্রে ৪৪টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা নিয়ে কদমতলায় পুলিশের উদ্যোগে মতবিনিময় সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৯ ফেব্রুয়ারি।। আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে উত্তর জেলার কদমতলা থানার উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন কদমতলা মণ্ডলের মণ্ডল সভাপতি রাজা ধর। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব, কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার সহ থানার সকল পুলিশ আধিকারিকগণ। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার কদমতলা থানার উদ্যোগে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। কদমতলা ব্লকাধীন ১৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান সমিতির সদস্য সহ অত্র এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবীদেরকে নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা দেশ ও রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার উপর দীর্ঘ আলোচনা রাখেন। পাশাপাশি কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন, কদমতলা থানা এলাকার আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এই মত বিনিময় সভা। বিশেষ করে সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট সমাজসেবীদের সহযোগিতায় পূর্বের তুলনায় কদমতলা থানা এলাকায় অপরাধ সংক্রান্ত মামলা অনেকটাই কমেছে। ২০১৮ সালে ৯৭টি মামলা ছিল তা ২০১৯ সালে ৭০টি মামলাতে কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আগামী দিনেও পুলিশ প্রশাসনের সাথে সাধারণ জনগণের সহযোগিতার হাত বাড়ানোর আবেদন জানান। গোটা কদমতলা থানা এলাকায় আইন শৃঙ্খলার উপর সকল স্তরের জনগণের দৃষ্টি থাকলে আগামীদিনে অপরাধ অনেকটাই লাগু হবে বলে আশাবাদী থানার ওসি।

নাগরিকের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাটা প্রশাসনের কর্তব্য : প্রধানমন্ত্রী

প্রয়াগরাজ, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সমস্ত নাগরিকের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাটা প্রশাসনের কর্তব্য বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শনিবার প্রয়াগরাজে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি নাগরিকের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং সেই নাগরিক সরকরি সুবিধা নিশ্চিত করাটা প্রশাসনের একান্ত কর্তব্য। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে সরকারের এই কর্তব্যবোধ। দেশের ১৩০ কোটি মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে বর্তমান সরকার।

প্রতিবন্ধীদের দিবাঙ্গজন আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগের সরকার দিবাঙ্গজনেদের সহায়ক সরঞ্জামের জন্য ৩৮০ কোটি টাকা খরচ করেছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার সেখানে খরচ করেছে ৯০০ কোটি টাকা। প্রতিবন্ধীদের জন্য সহায়ক সরঞ্জাম প্রদানের জন্য বর্তমান সরকার দেশজুড়ে ৯০০০ শিবির করেছে।

শিল্প, পরিষেবা এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে দিবাঙ্গজনেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করাই যে কেন্দ্রীয় সরকারের আসল উদ্দেশ্য, তা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, যে অনুভূতি নিয়ে দিবাঙ্গজনেদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করে চলেছে, তা আগের কোনও সরকার করেনি। আগে নিজের অধিকারের জন্য দিবাঙ্গজনেদের সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে সরকারি অফিসের চক্কর কাটতে হতো। এমনকি তাদের অসহায় ভেবে দূরে সরিয়ে রাখা হতো। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে।

এদিন নিজের তিরিশ মিনিটের দীর্ঘ ভাষণে প্রতিবন্ধী এবং প্রবীণ নাগরিকদের দুর্দশা কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রবীণ নাগরিকদের সহায়তার জন্য রাষ্ট্রীয় বয়োশ্রী যোজনা বিগত তিন বছর ধরে চালু করেছে কেন্দ্র। এই প্রকল্প থেকে গরিব প্রবীণ নাগরিকেরা যাবতীয় সুবিধা পেয়ে চলেছে। আগের তুলনা প্রবীণ নাগরিকদের চিকিৎসার খরচও কমে গিয়েছে।

ব্যাঙ্কের প্রতি মানুষের আস্থা স্থাপনের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে গেলে আগে মাত্র এক লক্ষ টাকা ফেরত পাওয়া যেত। এখন সেই সংখ্যাটা বাড়িয়ে করা হয়েছে পাঁচ লক্ষ টাকা। কমন সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য ছয় হাজার শব্দের একটি অভিধান তৈরি করা হয়েছে। প্রতিভার প্রকৃত বিকাশের জন্য ক্রীড়া কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে দেশে আড়াই কোটিরও বেশি প্রতিবন্ধী রয়েছে এবং প্রবীণ নাগরিকদের সংখ্যা দশ কোটিরও বেশি।

আগরতলা শহরে চোরের দৌরাত্ম্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ফেব্রুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার দোকানপাটে চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। গতরাতে জয়নগর জেপিসি ক্লাব সংলগ্ন এলাকার একটি দোকানের দরজার তালা ভেঙে নগদ টাকা ও জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে। শনিবার সকালে স্থানীয় লোকজনরা দোকানের তালা ভাঙা দেখে দোকান মালিককে খবর দেন। এব্যাপারে বটতলা আউটপোস্টে অইভযোগ দায়ের করা হচ্ছে। চোরকে আটক কিংবা চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারের কোন খবর নেই। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ব্যবসায়ী সহ স্থানীয়রা প্রশ্ন তুলেছেন।

কিষাণ শ্রমিক যুব কর্মী সমিতির সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ২৯ ফেব্রুয়ারি।। কিষাণ শ্রমিক যুবকর্মী সমিতির যুব শাখার সাধারণসভা শনিবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি বীরজিৎ সিনহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বীরজিৎ সিনহা বলেন এমজিএন রেগা আইন অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রমিককে বছরে ১০০ দিন কাজ দেয়ার কথা। অথচ রাজ্যের শ্রমিকরা গড়ে ২০ দিনের বেশী কাজ পাচ্ছেন না। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে রাজ্যে কৃষক শ্রমিক ও বেকাররা বিভিন্ন। এফ বিষয় নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। রেগায় কাজ না দেওয়ায় কিষাণ শ্রমিক যুব কর্মী সমিতি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবে বলে জানান বীরজিৎ বাবু।

লাইসেন্সবিহীন রিক্সার বিরুদ্ধে পুর নিগমের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ফেব্রুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহরে লাইসেন্স বিহীন রিক্সা ধরপাকড় অভিযানে নেমেছে আগরতলা পুরনিগম। পুর পরিষদের নিয়মানুযায়ী পুর এলাকায় রিক্সা চালক ও রিক্সার লাইসেন্স থাকা বাধ্যতামূলক। এই আইন দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। সম্প্রতি এসব বিষয়ে রিক্সা চালকদের অবগত করা হয়েছে। তারপরও লাইসেন্সবিহীন রিক্সার ছড়াছড়ি রাজধানী আগরতলা শহরে। ওসিব লাইসেন্স বিহীন রিক্সা আটক করে চালকদের আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়।

কারফিউ

● প্রথম পাতার পর

গতকাল বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত সোহরার বিভিন্ন গ্রামে বসতবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। ভাঙচুর চালানো হয়েছে সরকারি ও বেসরকারি গাড়িতে। এদিকে যে ছয় জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছে সেগুলো যথাক্রমে পূর্ব খাসিপাহাড়, পূর্ব জয়ন্তিয়াপাহাড়, পশ্চিম জয়ন্তিয়াপাহাড়, রি-ভই, পশ্চিম খাসাপাহাড় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম খাসিপাহাড়।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাটক নিয়ে প্রাগজ্যোতিষ নাট্য উৎসব আজ থেকে আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা প্রাগজ্যোতিষ উৎসবের আয়োজন করছে ন্যাশনাল সুকল অব ড্রামা। আগামী ১ মার্চ থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় এই উৎসসব পালিত হবে। আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং হলে ১ মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় এই উৎসবের উদ্বোধন করবেন ত্রিপুরার উপ মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। এছাড়া এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব সঞ্জয় গাঙ্গুলি এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে মঞ্চ আলোকিত করবেন সান্তনু বোস। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানিয়েছেন ন্যাশনাল সুকল অব ড্রামার ত্রিপুরা শাখার সেন্টার অধিকর্তা বিজয় কুমার সিং।

তিনি বলেন, ১ মার্চ ইরিকুটি মিরিকুটি, ২ মার্চ রাজ অতিথি, ৩ মার্চ অভিবাদন মেগবেথ, ৪ মার্চ জালিয়ানওয়ালা বাগ এবং ৫ মার্চ ওয়াকসা নাটক ওই উৎসবে প্রদর্শিত হবে। তিনি আরো জানান, আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চ অসমরে গুয়াহাটিতে এবং ৩ মার্চ থেকে ৭ মার্চ অরুণাচল প্রদেশের ইটানগরে প্রাগজ্যোতিষ উৎসব পালিত হবে। একই নাট্য গ্রুপ অসম, মনিপুর এবং ত্রিপুরায় নাট্য প্রদর্শন করবে। শ্রী সিং আরো জানিয়েছেন, রাজ অতিথি ও ওয়াকসা এই দুটি নাটক জাতীয় স্তরে উৎসবে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

প্রসঙ্গত, ন্যাশনাল সুকল অব ড্রামার নয়াদিল্লি শাখার দায়িত্ব প্রাপ্ত অধিকর্তা সুরেশ শর্মার উদ্ধৃতি দিয়ে বিজয় কুমার সিং জানিয়েছেন, পূর্বোত্তর উৎসব নাম বদলে প্রাগজ্যোতিষ উৎসব হয়েছে।

সীমান্তে

● প্রথম পাতার পর

পাচার চালিয়ে যাচ্ছিল। তখন তাদের থামাতে বিএসএফ জওয়ানরা নন ল্যাথেল বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়েন। এতে পাচারকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। অরুণ ভার্মা জানিয়েছেন, বিএসএফ জওয়ানরা ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ১৪০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছেন। যার বাজারমূল্য ৭ লক্ষ ২ হাজার ৫০০ টাকা। এছাড়া, ২৫টি বিয়ার ক্যান উদ্ধার হয়েছে। যার বাজারমূল্য ২৫০০ টাকা। তিনি জানান, উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রী সোনামুড়া থানায় জমা দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, একই রাতে পশ্চিম জেলায় নিশ্চিন্তপুর বিওপি এলাকায় এক দুষ্কৃতী কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করার চেষ্টা করছিল। অরুণ ভার্মা জানিয়েছেন, বিএসএফ জওয়ানরা সীমান্তে টহল দেওয়ার সময় তাকে দেখে তার পিছনে ধাওয়া করেন। রাতের অন্ধকারের সুযোগে ওই পাচারকারী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে দুটি প্যাকেট উদ্ধার হয়েছে। এতে ৪১০টি ইয়াবা ট্যাবলেট পেয়েছেন বিএসএফ জওয়ানরা। যার বাজারমূল্য ২ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। তিনি বলেন, ওই ইয়াবা ট্যাবলেট আগরতলা এক্সাইজের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে।

টাকা মঞ্জুর

● প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন স্তর সমাপ্ত হয়েছে।২০১৯ সালের ডিসেম্বরে ত্রিপুরা সরকার ওই যোজনায় ৫৯ কোটি টাকা পেয়েছিল। গত দুই মাসে ওই অর্থ সুবিধাভোগীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের নগরোন্নয়ন দফতরের দাবি, ওই যোজনায় ঘর নির্মাণে উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং পাহাড়ি রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা প্রথম এবং দেশের মধ্যে তামিলনাড়ুর পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ইতিবাচক দিক বলে উল্লেখ করে তিনি পূবর্তন সরকার রাজ্যবাসীর কাধে যে ঋণের পরিমাণ রেখে গেছেন তার তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, ২০১৮ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ত্রিপুরার ঋণের পরিমাণ ছিল ১২,৯০২ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। এরজন্য প্রতিদিন ঋণ ও তার সুদ বাবদ রাজ্যকে দিতে হচ্ছে ৫ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা।

সুরক্ষা মঞ্চ

● প্রথম পাতার পর

নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের নেতা তথা আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন অভিযোগ করেন ভারতবর্ষকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য এনআরসি, সিএএ এবং এনআরপি চালুর চেষ্টা চালাচ্ছে।

এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানান তিনি। বিধানসভাতে এসব বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে ত্রিপুরায় এনআরসি, সিএএ এবং এনআরপি চালু করা হবে না বলে ঘোষমা দেওয়া হোক। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অনুমতি দিতে পুলিশের নেতিবাচক ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদও জানিয়েছে সংগঠন। মানুষ যখন রাস্তায় নামবে প্রতিবাদের গর্জন যখন আছড়ে পড়বে তখন তা প্রতিহত করা যাবে না।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। তবে, এডিসি নির্বাচনে জোট বেঁধে লড়াই হবে কিনা তা এখনই বলা যাচ্ছে না। তাঁর দাবি, বিজেপি-র কেন্দ্রীয় কমিটি এ-বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। অবশ্যই প্রদেশ কমিটির সাথে আলোচনা এবং সহমতের ভিত্তিতেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

এদিকে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা এডিসি নির্বাচনে বিজেপি-র জয় ১০০ শতাংশ নিশ্চিত বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন, এডিসি নির্বাচনের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে আজ বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। উপস্থিত সমস্ত কার্যকর্তা ও নেতাদের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। ওই বৈঠকের নির্যাস থেকে এডিসি নির্বাচনের চূড়ান্ত রূপরেখা নির্ধারণ করা হবে।

দিল্লীতে

● প্রথম পাতার পর

সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। সংবিধান বিরোধী, জনবিরোধী সরকার দেশ শাসন করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, তিনি গত ১৪ তারিখ সংবাদ পত্রে পূর্ত দপ্তর মারফৎ টেন্ডার কল করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে মন্দির তৈরি করার জন্য।

এর ব্যয় ধরা হয়েছে ১ কোটি ২১ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। এ ধরনের ঘটনাকে ভয়ঙ্কর বলে আখ্যায়িত করেন কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক। সুবল বাবু আরও প্রশ্ন তুলেন পরবর্তীকালে এই বাসভবনে যদি কোন মুসলীম কিংবা খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মন্ত্রী বসবাস করেন তাহলে সেখানে কি মসজিদ কিংবা চার্চ তৈরী করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী সরকারী বাসভবনে সরকারী অর্থব্যায়ে মন্দির স্থাপনের প্রয়াসকে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মের নামে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

যায়, যার মধ্যে থেকে একটি বন্দুক বের হয়। ইরানি থানার পুলিশ তখন এলাকার মানুষকে ডেকে এনে সেই বন্দুকটি স্কুলের ভিতর থেকে উদ্ধার করে। রহস্যজনকভাবে স্কুলের বারান্দার গ্রিরে ভেতরে এভাবে বন্দুক রাখার ঘটনায় পুলিশ এখন ও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। কিছুদিন পূর্বে কৈলাসহর লক্ষ্মীপুরের এক যুবককে বাংলাদেশ ভূখন্ডে এই জাতীয় বন্দুক সহ বাংলাদেশ বিজিবি গ্রেপ্তার করে সেই যুবকটি এখনো বাংলাদেশের জেল হাজতে বিচারাধীন আছে। আজ আবার বন্দুক উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

উড়ান

● প্রথম পাতার পর

বিমান পরিষেবাও উড়ান প্রকল্পের অধীনে চালু করার চেষ্টা চলছে। মূলত মুনাফা ছাড়া যাত্রী সুবিধার্থে বিমান পরিষেবার জন্য বিমান সংস্থাকে উড়ান প্রকল্পে যুক্ত হওয়ার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে।

আজ আরগতলার মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য বিমানবন্দরে উড়ান প্রকল্পে আগরতলা-আইজল বিমানের ফ্ল্যাগ অব করেন পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। এই অনুষ্ঠানে ছিলেন বড়জলার বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস, এয়ারপোর্ট অব ইন্ডিয়া-র আঞ্চলিক অধিকর্তা সঞ্জীব জিন্দাল, আগরতলা এয়ারপোর্ট অথরিটির অধিকর্তা ভি কে শেঠ প্রমুখ। পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় নতুন বিমান পরিষেবার জন্য অত্যন্ত খুশি ব্যক্ত করে কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মন্ত্রীর কথায়, আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে আজ এক নতুন পালক যুক্ত হয়েছে। তিনি বলেন, স্পাইসজেট বিমান সংস্থা ত্রিপুরা থেকে পরিষেবা গুটিয়ে নেওয়ার পর আকাশপথে যোগাযোগ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। অবশ্যই এতে কেন্দ্রীয় সরকার দু হাত খুলে ত্রিপুরাকে সাহায্য করেছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় এখন প্রতিদিন ১৮টি বিমান উঠা-নামা করছে। নতুন টার্মিনাল ভবন চালু হলে আরও বিমান সংস্থা ত্রিপুরায় পরিষেবা দিতে এগিয়ে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, গো-এয়ার, ভিস্তারা বিমান সংস্থার সাথে আলোচনা চলছে। তারাও ত্রিপুরায় বিমান পরিষেবা চালু করতে আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে। ফলে, আগামীদিনে আগরতলা থেকে আরও বিমান প্রতিদিন উঠা-নামা করবে বলে তিনি আশাবাদী।

তাঁর বক্তব্য, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে আগরতলা বিমানবন্দর যাত্রী পরিবহণে গুয়াহাটির পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। কারণ, ত্রিপুরার পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রচুর যাত্রী ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াতের জন্য আগরতলা বিমানবন্দরকে ব্যবহার করেন। স্বাভাবিকভাবেই, আগরতলা বিমানবন্দরের গুরুত্ব দিন দিন বেড়ে চলেছে।

এদিন এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার আঞ্চলিক অধিকর্তা সঞ্জীব জিন্দাল বলেন, উড়ান প্রকল্প আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে। আগরতলা থেকে আইজল নতুন বিমান পরিষেবা চালু হওয়ায় সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। তিনি জানান, আগরতলা বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবন আগস্টের মধ্যে সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে যাবে। এতে সমস্ত আধুনিক সুবিধার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।

পড়ুয়াদের

● প্রথম পাতার পর

তরফ থেকে জানা গেছে তার পা বুক হাত ও মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে।

এদিকে আজ সকালবেলা ইছাই বড়ুয়া কান্দি জেবি স্কুলের সকল ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকগণ একত্রিত হয়ে কদমতলা স্কুলের সামনে অর্থাৎ কদমতলা ধর্মনগর প্রধান সড়কে ব্যারিকেড স্থাপনের দাবিতে পথ অবরোধ করে বসেন।সকাল ৯ টা থেকে শুরু হয় পথ অবরোধ। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার সহ থানার বিশাল পুলিশবাহিনী।টানা ৩ ঘণ্টা পথ অবরোধের ফলে অবরোধ সলের দুপাশে পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী লরীর দীর্ঘ লাইন পরিলক্ষিত হয়।পথ অবরোধকারী ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের একটাই দাবি যতক্ষণ পর্যন্ত স্কুলের সামনে অর্থাৎ কদমতলা ধর্মনগর সড়কের উপর ব্যারিকেড বসানো না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত উনাদের পথ অবরোধ অব্যাহত থাকবে।

অপরদিকে ইছাই বড়ুয়া কান্দি জেবি স্কুলের প্রধান শিক্ষক রামেন্দু পুরকায়স্থকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে উনি জানান, স্কুলের সামনে ব্যস্ততম কদমতলা ধর্মনগর সড়কটির উপড় ব্যারিকেড স্থাপনের জন্য ২০১৬ সালে এবং ২০১৮ সালে লিখিতভাবে উনার উর্দতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়েছিলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে প্রধান শিক্ষক জানান।

অবশেষে টানা ৩ ঘণ্টা পথ অবরোধের পর কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার উনার উর্দতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে পথ অবরোধকারী কচিকাঁচা স্কুল ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের আশ্বস্ত করেন যে, ১৫ দিনের ভেতর স্কুলের সামনে অর্থাৎ কদমতলা ধর্মনগর সড়কের উপর ব্যারিকেড বসানো হবে।ওসি মহোদয়ের আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে স্কুল ছাত্র ছাত্রী ও অভিবাবকরা পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন। আর দীর্ঘ পথ অবরোধের ফলে যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী লরি আটকা পড়াতে যানচালক থেকে শুরু করে যাত্রী দুর্ভোগ দেখা দেয় চরমে।

দুইটি

● প্রথম পাতার পব

চিকিৎসক সুদীপ ত্রিপুরার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন। বাকি তিনজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ওই দুর্ঘটনায় পুলিশ দুইটি বাইক ও বোলেরো গাড়ি আটক করে থানায় নিয়ে গেছে। তবে, গাড়ির চালক ঘটনার পর পালিয়ে গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, দুইটি বাইক এবং বোলেরো গাড়ি প্রচন্ড গতিতে ছিল। ফলে, কেউই নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি এবং দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন।

এদিকে, আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে ফের লরি দুর্ঘটনা। যদিও কোনো হতাহতের খবর নেই। এই যান দুর্ঘটনার ফলে সকাল থেকেই কয়েক শত যাত্রীবাহী এবং মালবাহী গাড়ি দুর্ঘটনার দুপাশে আটকে পড়ে। ঘটনা মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন আঠারো মুড়া পাহাড় এর ৪৪ মাইল এলাকা। ঘটনায় জানা যায় টিঅর-০১-কে-১৬৫৫নম্বরের একটি কয়লা বোঝাই লরি তেলিয়ামুড়া থেকে আমবাসা উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় ৪৪. মাইল এলাকায় বাক নিতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। যদিও দুর্ঘটনার পর লরির চালক পালিয়ে যায়। দুর্ঘটনাটি রাস্তার মাঝখানে হওয়ায় দুপাশে প্রচুর পরিমাণে গাড়ি আটকা পড়ে যায়। দেখা দে যাত্রীদের মধ্যে চরম দুরবস্থা।

পরবর্তী সময়ে মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এলে প্রায় সাত ঘণ্টা পর গাড়ির একটা অংশ সরাতে পারলে ছোট গাড়ি গুলিকে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এই অবস্থায় অন্যান্য দূরপাল্লার লোরি গুলির চালকদের মধ্যেও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। সমস্ত দিন না খেয়ে রাস্তার পাশে বসে থাকা লরির চালকরা পুলিশের ধীরে চলো নীতির বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেয়। চালকরা অভিযোগ করে জানায় পাহাড়ের মধ্যে যদি রাত্র যাপন করতে হয় তাহলে তাদের বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে কারণ সেখানে নেই খাবার নেই কোনো দোকানের বন্দোবস্ত। এছাড়া সকাল থেকে এইভাবে রাস্তায় যান চলাচল করার অসুবিধা থাকলেও পুলিশি তৎপরতা তেমন দেখা যায়নি।

যদিও জানা যায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত লরির মধ্যে থাকা কয়লা গুলি বৈধ না অবৈধ ভাবে প্রবেশ করেছে এ রাজ্যে তার জন্য এই গাড়ির কাগজ চালানসহ সবগুলি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

ওয়েলিংটনের পুনরাবৃত্তি : ক্রাইস্টচার্চে প্রথম ইনিংসে ভারত তুলল মাত্র ২৪২ রান

ক্রাইস্টচার্চ, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ওয়েলিংটন টেস্টেরই কার্যত পুনরাবৃত্তি হল ক্রাইস্টচার্চে। শনিবার ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিন ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গেল মাত্র ২৪২ রানে। এদিন ভারতের শেষ ৬ উইকেটের পতন হল মাত্র ৪৮ রানে ঊ আবার দুরন্ত বোলিং করে ৫ উইকেট নিলেন কিউয়ি পেসার কাইল জেমিসন। জবাবে দারুণ শুরু করে প্রথম দিনের শেষে কোনও উইকেট না হারিয়েই নিউজিল্যান্ড করল ৬৩ রান। ভারতের চেয়ে আর ১৭৯ রানে পিছিয়ে নিউজিল্যান্ড।

টস জিতে ভারতকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠায় নিউজিল্যান্ড। ওয়েলিংটন টেস্টেরই কার্যত পুনরাবৃত্তি হল ক্রাইস্টচার্চে। বেসিন রিজার্ভের মতই হ্যাগলি ওভালেও ভেঙে পড়ল ভারতের ইনিংসে। ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারেই ময়ঙ্ক অগ্রবালকে ফিরিয়ে ভারতকে প্রথম ধাক্কা দেন ট্রেন্ট বোল্ট। দ্বিতীয় উইকেটে পৃথ্বী শ ও চেতেশ্বর পূজারা ৫০ রানের পার্টনারশিপ গড়ে তুলেছিলেন। এরপরই জেমিসনের প্রত্যাঘাত। পৃথ্বীকে (৫৪ রান) ফেরান তিনি। ব্যাট হাতে ফের ব্যর্থ বিরাট কোহলি (৩ রান)। অজিঙ্ক রাহানে ফেরেন ৭ রানে। দুজনকেই আউট করেন টিম সাউদি। হনুমা বিহারী (৫৫ রান) ও পূজারা (৫৪ রান) লড়াই করলেও বড় স্কোর হয়নি।

এই ম্যাচেও ঋদ্ধিমান সাহার পরিবর্তে প্রথম একাদশে সুযোদ দেওয়া হয় ঋষভ পন্থকে। ব্যাটিংয়ের কথা ভেবে। সেই ঋষভের ব্যাট হাতে অবদান? মাত্র ১২ রান। আর অশ্বিনের পরিবর্তে এই ম্যাচে সুযোগ দেওয়া হয়েছে রবীন্দ্র জাডেজাকে। তিনিও ব্যাট হাতে ব্যর্থ (৯ রান)।

ফের বল হাতে ভারতের দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়ালেন কিউয়ি পেসার কাইল জেমিসন। জেমিসন ৪৫ রানে ৫ উইকেট নেন। কেরিয়ারের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নেমে প্রথমবার ইনিংসে ৫ উইকেট হল তাঁর। দুটি করে উইকেট সাউদি ও বোল্টের। এক উইকেট ওয়্যাগনারের। চোট পাওয়া ইশান্ত শর্মা খেলতে পারছেন না। তাঁর পরিবর্তে খেলছেন উমেশ যাদব।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে নিউজিল্যান্ডের দুই ওপেনার দাপট দেখাচ্ছেন। টম ব্লান্ডল ২৯ এবং টম ল্যাথাম ২৭ রানে অপরাজিত।

সেমিফাইনালে ভারত, হরমনপ্রীত কৌরের দলকে অভিনন্দন সৌরভের

কলকাতা, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : হরমনপ্রীত কৌরের দলকে অভিনন্দন জানালেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ঊ শনিবার চলতি টি-২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই ভারতের প্রমীলা ব্রিগেডের সেমিফাইনালে চলে যাওয়ায় খুশি সৌরভ বলেন, "অসাধারণ ক্রিকেট খেলছে ভারত। ইতিমধ্যেই সেমিফাইনালে চলে গিয়েছে।"

গ্রুপ পর্বে অপরাজিত থেকে সেমিফাইনালে গেল ভারতের প্রমীলাবাহিনী ঊ শনিবার টি-২০ বিশ্বকাপে গ্রুপের শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কার মহিলা ক্রিকেট দলকে সাত উইকেটে হারাল ভারত।এদিন শেফালি ভার্মার দুরন্ত ব্যাটে ভর করে ১১৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৩২ বল বাকি থাকতেই জয় ছিনিয়ে নেই ভারত। এই জয়ের ফলে ৪ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকেই সেমিতে ভারতের মেয়েরা। আর ভারতের এই দুরন্ত জয়ের জন্য হরমনপ্রীত কৌরের দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

অনবদ্য সেঞ্চুরিতে রঞ্জি সেমিফাইনালে বাংলার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখলেন অনুষ্টুপ

কলকাতা, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রঞ্জি সেমিফাইনালে বাংলার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখলেন অনুষ্টুপ মজুমদার ঊ মাত্র ৬৭ রানে ৬ ইউকেট পড়ে যাওয়া দলকে খাদের কিনারা থেকে টেনে তুলল চন্দননগরের এই ক্রিকেটারের অনবদ্য সেঞ্চু রিঊ শনিবার দলের দুঃসময়ে তাঁর ১২০ রানের অপরাজিত ইনিংস কর্ণাটকের বিরুদ্ধে বাংলাকে লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনল ঊ দিনের শেষে বাংলার স্কোর ২৭৫/৯। করুণ নায়ার-কেএল রাহুল-মণীশ পাণ্ডেদের শক্তিশালী কর্নাটকের বিরুদ্ধে আপাতত পাল্টা লড়াইয়ের রাস্তা খুলে ফেলতে পেরেছে বাংলা। শনিবার ইডেনে রঞ্জি সেমিফাইনালে অনেক আগেই গুটিয়ে যেতে পারত বাংলা। এ দিন টস জিতে বাংলাকে ব্যাট করতে পাঠান কর্নাটকের ক্যাপ্টেন করুণ নায়ার। শুরু থেকেই উইকেট পড়তে থাকে বাংলার। খাতা না খুলেই ফিরে যান ওপেনার অভিষেক রমন (০)। অধিনায়ক অভিমন্যু ইশ্বরন ১৫ রানের বেশি করতে পারেননি। কেকেআর-খ্যাত প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ফেরান বাংলার অধিনায়ককে। সকালের সেশনে কর্নাটক বোলারদের আক্রমণে ভেঙে পড়ে বাংলার মিডল অর্ডার। সুদীপ চট্টোপাধ্যায় (২০), অর্ণব নন্দী (১৭), অভিজ্ঞ মনোজ তিওয়ারি (৮), শ্রীবৎস গোস্বামী (০) রান পাননি। ৬৭ রানে ছ' উইকেট খুইয়ে বাংলা তখন ধুঁকছে। এই অবস্থা থেকে বাংলার ইনিংসকে গড়ার কাজ করেন অনুষ্টুপ ও শাহবাজ আহমেদ। কোয়ার্টার ফাইনালেও অবিকল একই চিত্রনাট্য ছিল। ওডিশার বিরুদ্ধে একের পর এক বাংলা ব্যাটসম্যান ফিরে যাওয়ার পরে ইনিংসের হাল ধরেছিলেন অনুষ্টুপ ও শাহবাজ। সেঞ্চুরি করে অনুষ্টুপ বাংলাকে নিয়ে গিয়েছিলেন ভদ্রস্থ জায়গায়। এ দিনও দলের দরকারের সময়ে জ্বলে উঠলেন অনুষ্টুপ ও শাহবাজ। এই দু' জন সপ্তম উইকেটে ৭২ রান জোড়েন। পাল্টা মারের খেলা শুরু করেন অনুষ্টুপ। এর মধ্যেই শাহবাজকে (৩৫) বোল্ড করেন মিঠুন। অন্য প্রান্ত থেকে উইকেট পড়লেও লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন অনুষ্টুপ। আকাশদীপের সঙ্গে অষ্টম উইকেটে ১০৩ রান জোড়েন তিনি। গৌতমের বলে ৪৪ রানে এলবিডব্লিউ হন আকাশদীপ। লড়াই জারি রাখেন অনুষ্টুপ। বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৯৯ থেকে সেঞ্চুরিতে পৌঁছন অনুষ্টুপ। ১৭৩ বলে তাঁর দুরন্ত ১২০ রানের ইনিংসে সাজানো ১৮টি বাউন্ডারি ও একটি ছক্কা। খাদের কিনারা থেকে বাংলাকে টেনে তুলল অনুষ্টুপের চওড়া ব্যাট। দিনের শেষে ক্রিজে রয়েছেন অনুষ্টুপ (১২০) ও ঈশান পোড়েল (০)।

ডিফেন্ডার আলোনসোর জোড়া গোলে চেলসির রক্ষা

ত্ররিয়্যাল মাদ্রিদ ঃ ১-০ গোলে এগিয়ে বিরতিতে যাওয়া চেলসির স্বস্তি উবে যায় দ্বিতীয়ার্ধে। চার মিনিটের মধ্যে দুইবার জালে বল পাঠিয়ে দলটির বিপক্ষে টানা তৃতীয় জয়ের আশা জাগায় বোর্নমাউথ। বিপদে ত্রাতা হয়ে আসেন মর্কোস আলোনসো। স্প্যানিশ এই ডিফেন্ডারের গোলে হার এড়িয়েছে ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ডের দল। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শনিবারের ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। দুই অর্ধে একটি করে গোল করেন আলোনসো। বোর্নমাউথের হয়ে একটি করে গোল করেন জেফারসন লারমা ও জশুয়া কিং। বোর্নমাউথের মাঠে দুই দলের সবশেষ লড়াই যেন দুঃস্বপ্ন ছিল চেলসির জন্য। গত বছর প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে হেরেছিল ৪-০ গোলে।

এবারও শুরুতে সফরকারীদের কাঁপিয়ে দেয় বোর্নমাউথ। প্রথম নয় মিনিটে তৈরি করে তিনটি ভালো সুযোগ। ফরোয়ার্ডদের ব্যর্থতা আর চেলসি গোলরক্ষক উইলি কাবাইয়েরোর নৈপুণ্যে গোল আসেনি। স্বাগতিকদের আক্রমণের ঝাপটা সামলে ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরে চেলসি। ৩৩তম মিনিটে এগিয়েও যায় দলটি। রিস জেমসের ক্রসে অলিভিয়ে জিরুদের ফ্লিক পোস্টে লেগে ফিরে। ফিরতি বলে বাঁ পায়ের বুলেট গতির শটে জাল খুঁজে নেন আলোনসো। চলতি আসরে দেখায় চেলসির মাঠ থেকে ১-০ গোলের জয় নিয়ে ফেরা বোর্নমাউথ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ফেরায় সমতা। ৫৪তম মিনিটে রায়ান ফ্রেজারে কর্নারে খুব কাছ থেকে দারুণ হেডে জাল খুঁজে নেন লারমা।

৫৭তম মিনিটে এগিয়ে যায় বোর্নমাউথ। অরক্ষিত জ্যাক স্ট্যাসির নিচু ক্রসে একটুর জন্য পা ছোঁয়াতে পারেননি অ্যাডাম স্মিথ। ঝাঁপিয়ে পড়েও বলের নাগাল পাননি চেলসি গোলরক্ষক। ফাঁকায় থাকা কিং কাজে লাগান সুবর্ণ সুযোগ। ৭২তম মিনিটে জিরুদের বদলি নেমেই জালে বল পাঠান মিচি বাতসুয়াই। তবে বেলজিয়ান স্ট্রাইকার ছিলেন অফসাইড। ৮২তম মিনিটে গোলরক্ষকের দৃঢ়তায় বেঁচে যায় বোর্নমাউথ। ৮৫তম মিনিটে আলোনসোর গোলে সমতা ফেরায় চেলসি। ডি বক্স থেকে পেদ্রোর শট ঝাঁপিয়ে কোনোমতে ঠেকান গোলরক্ষক। ফিরতি বলে ছুটে গিয়ে হেডে ঠিকানায় বল পাঠান স্প্যানিশ ডিফেন্ডার আলোনসো। ৯২তম মিনিটে তার সামনে সুযোগ এসেছিল হ্যাটট্রিক পূরণের। লাফিয়ে হেডও করেছিলেন কিন্তু লক্ষ্যে রাখতে পারেননি। ২৮ ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরেই আছে চেলসি। সমান ম্যাচে বোর্নমাউথের পয়েন্ট ২৭।

করোনাভাইরাস রোনালদোদের ম্যাচ স্থগিত

মাদ্রিদ ঃ ইউভেন্তুস-ইন্টার মিলানের মধ্যেকার ইতালিয়ান ডার্বি হওয়ার কথা ছিল 'ক্লোজ ডোরে।' কিন্তু সেটাও হচ্ছে না। করোনাভাইরাসের জন্য সেরি আ কর্তৃপক্ষ ইউভেন্তুস-ইন্টারসহ মোট পাঁচটি ম্যাচ স্থগিত করে দিয়েছে।

উদিনেসে, এসি মিলান, পার্মা এবং সাম্সুয়েলোর ম্যাচও রয়েছে স্থগিত হয়ে যাওয়া ম্যাচের তালিকায়। করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে এই ম্যাচগুলো দর্শকশূন্য মাঠে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। পরে শনিবার সেরি আ কর্তৃপক্ষ সবগুলো ম্যাচ স্থগিত করে দিয়েছে। এই ম্যাচগুলো হবে আগামী ১৩ মে।

এরই মধ্যে ইতালিতে ৩০০ জনের বেশি মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এবং ১২ জন মারা গেছেন।

হফেনহাইমের মাঠে বায়ার্নের গোল উৎসব

বিরতির আগেই প্রতিপক্ষের জালে চারবার বল জড়াল বায়ার্ন মিউনিখ। দ্বিতীয়ার্ধে এলো আরও দুই গোল। বুন্ডেসলিগায় হফেনহাইমের মাঠে বড় জয় পেয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

শনিবার ৬-০ গোলে জেতা ম্যাচে জোড়া গোল করেন ব্রাজিলের মিডফিল্ডার ফিলিপে কৌতিনিয়ো। একটি করে গোল করেন লেয়ন গোরেটস্কা, সের্গে জিনাব্রি, জশুয়া জিরকজি ও জশুয়া কিমিচ।

এই জয়ে লিগে শীর্ষস্থান মজবুত করেছে হ্যান্স ফ্লিকের দল। ২৪ ম্যাচে ১৬ জয় ও চার ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ৫২। এক ম্যাচ কম খেলে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে লাইপজিগ।

দ্বিতীয় মিনিটেই বায়ার্নকে প্রথম গোল এনে দেন জিনাব্রি। টমাস মুলারের দারুণ এক বাঁকানো ক্রসে ছয় গজের বক্সের ভেতর থেকে ডান পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন জার্মান মিডফিল্ডার।

পাঁচ মিনিট পর ডি-বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ের শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন কিমিচ। ১৫তম মিনিটে জিনাব্রির ক্রসে তৃতীয় গোল আসে জিরকজির পা থেকে। ৩৩তম মিনিটে জিরকজির শট প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে ডি-বক্সে পেয়ে যান কৌতিনিয়ো। ডান পায়ের উঁচু শটে জাল খুঁজে নেন তিনি।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে টমাস মুলারের ক্রস থেকে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন কৌতিনিয়ো। ৬২তম মিনিটে দলের ষষ্ঠ গোলটি করেন মুলারের বদলি হিসেবে নামা গোরেটস্কা। নয় মিনিট পর তার শট পোস্টে লাগলে ব্যবধান বাড়েনি।

৭৮তম মিনিটে বায়ার্ন সমর্থকরা অপমানসূচক ব্যানার প্রদর্শন ও আপত্তিকর গান গাইলে খেলা বন্ধ রাখেন রেফারি। ২০ মিনিট পর খেলোয়াড়রা মাঠে ফিরলেও স্বাভাবিক খেলা আর হয়নি। সমর্থকদের এমন আচরণের কারণে শাস্তির মুখে পড়তে পারে বায়ার্ন।

বার্সাকে হারানোর রাস্তা জানেন রামোস

নিজেদের পায়ে বল ধরে রাখাটাই বার্সেলোনার মূল শক্তি বলে মনে করেন সের্হিও রামোস। লা লিগা চ্যাম্পিয়নদের চাপে রেখে তাদের পা থেকে বল কেড়ে নিতে পারলেই জয়ের রাস্তা খুলবে বলেও মনে করেন রিয়াল মাদ্রিদ অধিনায়ক।

রোববার বাংলাদেশ সময় রাত দুইটায় ঘরের মাঠে বার্সেলোনার মুখোমুখি হবে রিয়াল। কাম্প নউয়ে প্রথম দেখায় দুই দলের লড়াই শেষ হয়েছিল গোলশূন্য ড্রয়ে।

লিগে সাম্প্রতিক সময়ে ছন্দে নেই রিয়াল। শেষ দুই ম্যাচে সেল্তা ভিগোর বিপক্ষে হোঁচট খাওয়ার পর লেভান্তের মাঠে হেরেছে জিনেদিন জিদানের দল। ২৫ ম্যাচে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। সমান ম্যাচে ২ পয়েন্ট কম নিয়ে তালিকার দুইয়ে রিয়াল।

বার্সেলোনাকে হারাতে পারলে ফের ওঠা যাবে লিগ টেবিলের শীর্ষে। হারলে ফিকে হয়ে যাবে শিরোপার সম্ভাবনা। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে ম্যাচটির গুরুত্ব ভালোভাবেই জানেন রামোস।

"আমরা তাদের বিপক্ষে অনেকবার খেলেছি। তাই আমরা জানি তাদের কিভাবে সংকটে ফেলা যায়। বার্সেলোনা এমন একটা দল যারা নিজেদের পায়ে অনেক বেশি বল রাখে। তারা সবচেয়ে বেশি অস্বস্তিতে ভোগে যখন আপনি তাদের পা থেকে বল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। শুধু রিয়াল মাদ্রিদ নয়, এটা সবাই জানে।"

"তাদের ওপর অনেক বেশি চাপ ধরে রাখাটা ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু এটা তাদের সমস্যায় ফেলে। অতীতে এটা খুব বেশি ঘটেনি, সম্ভবত প্রতিপক্ষ দলগুলো তাদের অনেক বেশি শ্রদ্ধা করে সেই জন্য। কিন্তু আমি মনে করি, এটাই চাবিকাঠি: মাঠে তাদের ওপর অনেক বেশি চাপ ধরে রাখা এবং তাদের পা থেকে বল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা।"

"তাদের আক্রমণভাগে খুব বিপজ্জনক কয়েকজন খেলোয়াড় আছে যারা এল ক্লাসিকোতে ম্যাচের ফল নির্ধারণ করে দিতে পারে, ব্যাপারটা সবসময়ই চিন্তার। আশা করি, তেমন কিছু হবে না। আমরা প্রথম মিনিট থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ ধরে রাখতে পারব।"

অস্ট্রেলিয়া-ভারতের বিপক্ষে ছিটকে গেলেন রাবাদা

ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের একদিন আগেই দুঃসংবাদ পেল দক্ষিণ আফ্রিকা। গ্রোইন ইনজুরির কারণে খেলা হচ্ছে না দলের সেরা পেসার কাগিসো রাবাদার। শুধু তাই নয়, প্রোটিয়াদের আসছে ভারত সফরে ওয়ানডে সিরিজেও ছিটকে গেছেন তিনি। এমনকি আইপিএলে ৩০ মার্চ দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রথম ম্যাচেও তার খেলা নিয়ে শঙ্কা রয়েছে। ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকা এক বিবৃতিতে জানানো হয়, অজিদের বিপক্ষে সদ্য শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজেই চোট পান রাবাদা। যদিও তিন ম্যাচে ১১ ওভার বল করে মাত্র ২ উইকেটের বিনিময়ে ১১৪ রান দিয়েছেন। তবে এই চোটের কারণে এখন তাকে চার সপ্তাহের মতো মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে।

Employment Notice.

In continuation to this office Employment Notice of even No.F.2-(7)- SC/2019/948 dated 18th January 2020, and 3572 dated 13th February 2020, application in plain paper is further invited from the retired officers having experience of working under the Central Government/ State Government/ an undertaking under the Central Government or the State Government as well as from fresh category candidates who are persons of ability, integrity and standing, and have adequate knowledge and experience of at least ten years in dealing with problems relating to economics, law, commerce, accountancy, industry, public affairs or administration for filling up 1 (one) post of female member in the North Tripura District Consumer Disputes Redressal Forum, Kailashahar on part time basis for a term of 5 years or upto the age of 65 years whichever is earlier.

The appointment will be made on the basis of recommendation of the Selection Committee in accordance with the provisions of the Consumer Protection Act, 1986 and the Tripura Consumer Protection (Appointment Salary, allowances and Conditions of Services of President and Members of the State Commission and District Forum) Rules, 2018 through a process of short listing of candidates on the basis of available Annual Confidential Report for the last ten years in case of retired officers and on the basis of a written test in case of other candidates followed by personal interview in both the cases. The person so engaged shall be entitled to receive sitting fee @ Rs.2,500/- per day sitting

The intending candidates shall send their application in plain paper with required credentials addressed to the Registrar In-charge, State Commission (Deputy Director, FCS & CA Department), Khadya-O-Bhokta Bhavan, P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala-799006 directly or by post or through e-mail at tri-sforum@nic.in so as to reach the office of the undersigned by 12th March 2020. Those who already applied for the post need not apply afresh.

ICA/D-1798/2019-20

(Mrs. Mithu Deb Barma)
Registrar In-charge, State Commission
(Deputy Director, Food CS & CA Department)

নিয়ুক্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

মেলাঘর সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনস্থ নিম্নে উল্লেখিত গ্রাম পঞ্চায়েত/ এডিসি ভিলেজ বা মেলাঘর পুরপরিষদ-এর অন্তর্গত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী/ অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা-এর শূন্যপদ পুরনের উদ্দেশ্যে আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী/ অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা পদে নিযুক্তি কোন প্রথাগত নিয়োগ ও বেতন ভিত্তিক স্থায়ী কর্মসংস্থান নয়। সাম্মানিক ভাতা ভিত্তিক এই কাজের জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর ক্ষেত্রে মাসিক ৪৫০০/- (চার হাজার পাঁচ শত) টাকা মাত্র এবং অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকার ক্ষেত্রে মাসিক ২২৫০/- (দুই হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র পদান করা হয়ে থাকে।

ক্রমিক নং	গ্রাম পঞ্চায়েত/এডিসি ভিলেজ	অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	শূন্যপদ
১	পোয়াংবাড়ি	সরোজিনি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী
২	দক্ষিণ নলছড়	নিশিকান্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী
৩	পূর্ব নলছড়	সুরেন্দ্র অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী
৪	কেমতলি	জলধর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী
৫	কলিরাম	ছয়ঘড়িয়া মুরসুম বাড়ি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী
৬	তক্সাপাড়া	কিরনবালা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী
৭	৭-নং ওয়ার্ড, এমএমসি	অতুল লস্কর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী
৮	পূর্ব চন্ডিঘর	দেববর্মা পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী
৯	পূর্ব চন্ডিঘর	খিলামুড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী
১০	মোহভোগ	সুরশে পল্লী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী
১১	পূর্ব দুলভনারায়ন	রামানান্দ অঙ্গওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী
১২	৮-নং ওয়ার্ড, এমএমসি	ইন্দীরা নগর দক্ষিণ পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনয়াড়ি কর্মী
১৩	কুমরীয়া কুচ্ছা	সুধারানী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী
১৪	লক্ষণঢেপা	মধ্যপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী
১৫	তৈজিলিং	রামকৃষ্ণ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী
১৬	লক্ষণঢেপা	মুহন্ত পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা
১৭	৫-নং ওয়ার্ড, এমএমসি	শিশু মঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা
১৮	তেলকাজলা	বড়ডেফা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা
১৯	কুমারিয়াকুছা	অন্নদা চরণ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা
২০	কলিরাম	কুঞ্জহরি পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা
২১	কলমক্ষেত	রমেশ চৌধুরী পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা
২২	কলমক্ষেত	কমলা সুন্দরী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা
২৩	১০ নং ওয়ার্ড, এমএমসি	রাজঘাট অঙ্গানওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা
২৪	১নং ওয়ার্ড, এমএমসি	করাতিয়ামুড়া অঙ্গানওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা
২৫	৪ নং ওয়ার্ড, এমএমসি	চন্ডিগড় আদর্শ আঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা
২৬	১৩নং ওয়ার্ড, এমএমসি	শচিন্দ্র ঘোষামী অঙ্গানওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা
২৭	তক্সাপাড়া	তক্সাপাড়া মধ্যপাড়া অঙ্গানওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা
২৮	রামপদ্ম পাড়া	কালা পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা
২৯	পূর্ব নলছড়	সুরেন্দ্র অঙ্গানওয়াড়ি কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা

আগ্রহী প্রার্থীদের নিম্নে প্রদত্ত নমুনা অনুযায়ী আবেদন পত্র নিম্ন সাক্ষরকারীর মেলাঘরস্থিত কার্যালয়ে আগামী ১৫শে মার্চ ২০২০ তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে। উল্লেখিত তারিঘের পর আর কোন আবেদন পত্র জমা নেওয়া হবে না।

আবেনদকারীর আবশ্যিক যোগ্যতা

১) প্রার্থীকে অবশ্যই বিবাহিত/বিধবা মহিলা হতে হবে।
২) প্রার্থীকে অবশ্যই শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের/গ্রাম পঞ্চায়েত/ এডিসি ভিলেজের/ ওয়ার্ডের (মেঘালর পুর পরিষদের ক্ষেত্রে) স্থায়ী বসবাসকারী নাগরিক হতে হবে।
৩) প্রার্থীর বয়স ন্যূনতম ১৮ বছর ও সর্বোচ্চ ৪৫ বছর হতে হবে। ১৫ মার্চ ২০২০ এর মধ্যে এস.সি/এসটি/ দিব্যাঙ্গন-এর ক্ষেত্রে ৫ বছর শিথিলযোগ্য।
৪) প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা অঙ্গানয়াড়ি কর্মীর ক্ষেত্রে ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ এবং অঙ্গনওয়াডি সহায়িকার ক্ষেত্রে ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ হতে হবে।

ICA/D-1804/2019-20

স্বাক্ষর অস্পষ্ট/-
সিডিপিও
মেলাঘর নিবিড় সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প
মেলাঘর, সোনামুড়া, সিপাহীজলা ত্রিপুরা

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

ভাল মানুষই প্রকৃত শিক্ষিত রাষ্ট্রপতি

গুমলা, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ভাল মানুষই প্রকৃত শিক্ষিত বলে মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। শনিবার ঝাড়খন্ডের মাওবাদী প্রভাবিত গুমলার বিশুনপুরে এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ জানিয়েছেন, ডিগ্রী দিয়ে নয়। মানুষের স্বভাব ও আচরণই ভালত্বের পরিচয় বহন করে চলে। শিক্ষার দান এবং শিক্ষার জ্ঞান সব থেকে পবিত্র কাজ। যে ভাল মানুষ সেই প্রকৃত শিক্ষিত। একজন ভাল মানুষ ভাল অভিভাবক, ভাল বাবা এমনকি ডাক্তারও হতে পারে। আদিবাসী সমাজের উদ্দেশ্য রামনাথ কোবিন্দের আহ্বান তারা যেন তাদের সন্তানকে লেখাপড়ার জন্য স্কুলে পাঠান।

এদিনের সভায় রাষ্ট্রপতি দানা ভগত আন্দোলনের প্রণেতা জতরা ভগত এবং মহান বীরাঙ্গনা সিনগী দাইকে স্মরণ করেন।

দীর্ঘদিনের বন্ধুকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা গ্রেফতার অভিযুক্ত

কলকাতা, ২৯ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আর্থিক লেনদেনের বিবাদের জেরে দীর্ঘদিনের বন্ধুকে কুপিয়ে খুন করার চেষ্টার অভিযোগ উঠল অপর এক বন্ধুর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর থানা এলাকায়। অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, ওদিন রাতে যাদবপুরে একটি রেস্তরার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল দুই বন্ধু রাসেল মিস্ত্রি ও প্রিয়জিৎ সরকার। এরপরে হঠাৎ বাইক সারানো নিয়ে কথা বলতে বলতে দুজনের মধ্যে বচসা বাধে। হঠাৎই প্রিয়জিৎ দিকভ্রান্ত হয়ে একটি ছুরি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপাতে শুরু করে রাসেলকে। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে যায় রাসেল। এরপর কোনমতে রাসেল তার বাবাকে ফোন করলে তিনি এসে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিতকরা জানিয়েছে, রাসেলের মুখে কোপানোর ফলে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত প্রিয়জিৎকে। তবে বাইক নিয়ে বচসার জেরে খুনের চেষ্টা নাকি এর পেছনে রয়েছে গভীর কোনও কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

চেন্নাইয়ে তেলের গুদামে আগুন

চেন্নাই, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : চেন্নাইয়ের মাধবরাম এলাকায় তেলের গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকলের ১২টি ইঞ্জিন। তেলের গুদামে আগুন লাগায় দ্রুত ছড়িয়ে পরে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার সবরকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে।কীভাবে এই আগুন লাগল তা এখনও জানা যায়নি। আগুন দ্রুত ছড়ানোয় এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

শনিবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে বসন্ত উৎসবের অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

বামেদের নাটক নিয়ে আমরা চিন্তিত নই, কটাক্ষ রাহুল সিনহার

কলকাতা, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ''বামেরা এখন লাইমলাইটে আসতে চায়। বামেদের নাটক নিয়ে আমরা চিন্তিত নই''উ শনিবার অমিত শাহের সভা মঞ্চ প্রস্তুতির তদারকি করতে গিয়ে এমনটাই জানালেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা।

রবিবার শহরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও জাতীয় নাগরিকপঞ্জী নিয়ে সভা করবেন তিনি। এই সভায় তাঁকে সিএএ নিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হবে বিজেপির তরফ থেকে।সঙ্গে থাকার কথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডারও । তাঁরা শহরে এলেই বিক্ষোভ দেখাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে বাম। কালো পতাকা দেখানোর পরিকল্পনা করেছে বাম কংগ্রেস জোট। পলিটব্যুরো সদস্য মহম্মদ সেলিম আলিনুদ্দিনে এই প্রসঙ্গে বলেছেন, অমিত শাহকে কলকাতায় প্রবেশে বাধা দিতে বামেরা সবদিক থেকেই প্রস্তুত। এদিকে এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে এসএফআইয়ের সভাপতি সৃজন ভট্টাচার্য হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শহরে পা রাখার শুরু থেকেই বিক্ষোভের মুখে পড়তে হবে অমিত শাহকে।' তাদের এই কর্মসূচিকে পাল্টা কটাক্ষ করেন রাহুলবাবু।

শহরের অমিত শাহ আসার আগের দিন শনিবার শহীদ মিনার চত্বরে প্রস্তুতি তুঙ্গে ছিল। সেই প্রস্তুতি দেখতে এদিন সেখানে যান রাহুল সিনহা, প্রতাপ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ দলীয় কর্মীরা। সেখানে বামেদের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে কিভাবে প্রতিহত করতে প্রস্তুত বিজেপি জানতে চাইলে রাহুলবাবু বলেন, 'বামেরা এখন লাইমলাইটে আসতে চায়। ওদের সঙ্গে এখন মানুষ কর্মী কেউই নেই। তাই বামেদের নাটক নিয়ে আমরা চিন্তিত নই। যদি সামনাসামনি বাধা দেয় তাহলে সে বাধা কিভাবে ভেঙে চুরমার করে দিতে হয় তা আমরা জানি।' কি সঙ্গে বাধা দিতে এলে সেই বাধা ভেঙে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। ইতিমধ্যে স্থানীয় বিজেপি কর্মী ও দলীয় কার্যালয়ে গুলি কে সতর্ক করা হয়েছে।ছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কলকাতা সফরে থাকবে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা। কোন রকম বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয় সে জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে প্রশাসনকে।

আফগানিস্তানে যুদ্ধের অবসানে শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-তালিবানের

দোয়া, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আফগানিস্তানে যুদ্ধের অবসানে শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জঙ্গি সংগঠন তালিবান। শনিবার কাতারের দোহায় মার্কিন বিদেশ সচিব মাইক পম্পেও এবং তালিবান জঙ্গি নেতাদের উপস্থিতিতে এই চুক্তি সই হয়। এই শান্তিচুক্তি সফল হলে দেশটি থেকে আগামী ১৪ মাসের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্রদেশগুলোর সব সেনাকে প্রত্যাহার করা হবে।

শনিবার কাতারের রাজধানী দোহায় স্থানীয় সময় দুপুর ২টায় তালিবান প্রতিনিধি দলের মধ্যে এই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ সচিব মাইক পম্পেওর সঙ্গে উ এদিনের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তানের প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিল বলে জানা গেছে।

এদিন চুক্তি শেষে এদিকে আমেরিকা ও আফগানিস্তানের যৌথ এক বিবৃতিতে জানানো হয়, শনিবারে চুক্তি স্বাক্ষরের দিন থেকে ১৩৫ দিনের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে বিদেশি সেনা প্রত্যাহার শুরু হবে। সেনা প্রত্যাহার সম্পূর্ণ শেষ হতে ১৪ মাস সময় লাগবে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে হামলার পর আলকায়েদাকে এর জন্য দায়ী করে আমেরিকা। পরে সংগঠনটির প্রধান ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে তৎকালীন তালিবান শাসিত আফগানিস্তানে অভিযান চালায় আমেরিকা ও তার মিত্র দেশগুলো। তাৎক্ষণিকভাবে তালিবান ক্ষমতাচ্যুৎ হলেও দেশটিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিতে ব্যর্থ হয় মার্কিন বাহিনী। বর্তমানে আফগানিস্তানে মোট ১৪ হাজার মার্কিন সেনা ও ন্যাটোভুক্ত অন্য দেশের ১৭ হাজার সেনা অবস্থান করছে।

এই অবস্থায় দীর্ঘ ১৯ বছরের যুদ্ধে ক্লান্ত উভয়পক্ষই এরমধ্যে যুদ্ধ সমাপ্তির জন্য আলোচনা শুরু করে। দু'বছরের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পর সাময়িক যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্তে একমত হয় উভয়পক্ষ। অবশেষে হল চুক্তি।

চার বছর পর রাজ্যে ফের প্রাথমিকে টেট নেওয়ার সম্ভাবনা

কলকাতা, ২৯ ফেব্রুয়ারি, (হি.স.) : চার বছর পর রাজ্যে ফের প্রাথমিকের টেট নেওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তার প্রস্তুতিও শুরু করেছে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর।

সূত্রের খবর, এই মুহূর্তে রাজ্যে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ৩০ হাজারেরও বেশি শূন্য পদ রয়েছে। এই সব পদ পূরণের জন্য পুরভোটের পরই প্রাথমিকের টেট নিতে চাইছে স্কুল শিক্ষা দফতর। ইতিমধ্যেই লক্ষাধিক প্রার্থী টেট দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার আগে আবারও আবেদনের সুযোগ রাখতে পারে স্কুল শিক্ষা দফতর।

ইতিমধ্যেই রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ দুই দফায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করেছে। কিন্তু নানা আইনি জটিলতার কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে অনেকটাই সময় লেগেছে। সেই সব আইনি জটিলতা কাটিয়ে ফের রাজ্যে প্রাথমিকের টেট হতে চলেছে বলেই স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর। রাজ্যে শেষ বার প্রাথমিকের টেট নেওয়া হয়েছিল ২০১৫ সালে। সেই টেট ঘিরে একাধিক বিতর্ক থাকলেও তার ফলাফল ২০১৬ সালে প্রকাশ করা হয়।

তার পর থেকে রাজ্যে প্রাথমিকের টেট নেওয়া হয়নি। ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে টেট নেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারিও করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী লক্ষাধিক প্রার্থী আবেদন করে। মূলত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের কত শূন্য পদ রয়েছে তার নির্দিষ্ট তথ্য তৈরি না হওয়ায় টেট নেওয়া যায়নি বলেই স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর।

সিএএ বিরোধী বিজ্ঞাপন রাজ্যের কাছে নিয়ে একগুচ্ছ জবাব চাইল রাজভবন

কলকাতা, ২৯ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ফের একবার প্রকাশ্যে রাজ্য ও রাজ্যপালের সংঘাতউ সিএএ, , এনপিআর ও এনআরসি বিরোধী বিজ্ঞাপন দিতে কত খরচ হয়েছে রাজ্যের, তা জানতে চেয়ে নবান্নের কাছে চিঠি দিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরউ তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে চিঠি দিয়ে রাজ ভবনের তরফে জানতে চাওয়া হয়েছে কে সেই বিজ্ঞাপনের অনুমতি দিয়েছিলউ পাশপাশি বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত আরও বিশদ তথ্য চাওয়া হয়েছে নবান্নের কাছেউ

সিএএ, এনপিআর ও এনআরসি প্রসঙ্গ উঠতেই এই আইনগুলি রাজ্যে লাঘু হবে না বলে বিভিন্ন চ্যানেল, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল রাজ্য সরকারউ সেই বিজ্ঞাপনের মুখ হিসেবে দেখা গিয়েছিল খোদ মুখ্যমন্ত্রীকেউ এই বিজ্ঞাপন দিয়ে সরকারের রাজকোষের টাকা তছরুপ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছিলউ যদিও পরে আদালতের নির্দেশে বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হয়েছে উ

শনিবার রাজভবনের তরফে এক চিঠি প্রকাশ করে বলা হয়, ফেব্রুয়ারির ৪ তারিখ একটি চিঠি দেওয়া হয় নবান্নেউ তার উত্তর ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দিতে বলা হয়েছিলউ যদিও সেই উত্তর নবান্ন দিয়েছে কিনা তা নিয়ে কেউই কিছু বলেননিউ রাজ্যপালের স্পেশাল সেক্রেটারি কুমারজীব চক্রবর্তী তথ্য সংস্কৃতি দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বিবেক কুমারকে চিঠি দেনউ সেখানে তিনি জানতে চেয়েছেন, এই বিজ্ঞাপন কে অনুমোদন করেছিল? কোন তারিখ থেকে কত তারিখ পর্যন্ত বৈদ্যুতিন মাধ্যমে এই বিজ্ঞাপন চলেছিল? এর জন্য কত টাকা দেওয়া হয়েছে কিংবা কত টাকা দেওয়া হবে? এই বিজ্ঞাপনের বর্তমান অবস্থা কী? তবে এই বিষয়ে নবান্নের তরফে আদৌ কোনও উত্তর দেওয়া হয়েছে কিনা তা নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি কোনও পক্ষই।

পুলওয়ামা কাণ্ডে দক্ষিণ কাশ্মীরে তল্লাশি অব্যাহত এনআইএ-র

শ্রীনগর, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পুলওয়ামা জঙ্গি হামলা মামলায় শনিবারও দক্ষিণ কাশ্মীরে তল্লাশি অভিযান চালাল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ।

এদিন দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা বাকরিপোড়া এবং হাজিবালের একাধিক জায়গায় জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশকে নিয়ে তল্লাশি অভিযান চালায় এনআইএ-র আধিকারিকরা। উল্লেখ করা যেতে পারে শুক্রবার জৈশ-ই-মহম্মদের ওভার গ্রাউন্ড ওয়ার্কার (ওজিডব্লিউ) শাকির বসির মাগরেকে গ্রেফতার করেছিল এনআইএ-র আধিকারিকেরা।

প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে গতবছর ১৪ ফেব্রুয়ারি অবন্তীপোরায় শ্রীনগর-জম্মু হাইওয়েতে আরডিএক্স বোঝাই গাড়ি নিয়ে সিআরপিএফের কনভয়ে আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছিল আদিল আহমেদ দার। এই আদিল আহমেদ দারের সহযোগী হিসেবে কাজ করে গিয়েছে শাকির বসির মাগরে। জৈশ-ই-মহম্মদ জঙ্গিদের হাজিবাল কাকপোড়ায় আশ্রয় দিয়েছিল সে। প্রসঙ্গত, পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে পুলওয়ামায় সিআরপিএফ কনভয় হামল যে সকল জঙ্গিরা প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিল। তাদের প্রায় সকলকে বিভিন্ন এনকাউন্টারে খতম করা হয়েছে। তদন্তে নেমে দক্ষিণ কাশ্মীরে একাধিক জঙ্গিকে তল্লাশি চালানোর সময় গ্রেফতার করেছে এনআইএ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হরদীপ সিং পুরীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শনিবার কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর সাথে সাক্ষাত করেলন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সাক্ষাতের পর এই দুই নেতা সম্মত হন দিল্লির উন্নয়নের কাজ একসঙ্গে করবেন। হরদীপ পুরী সাক্ষাতকারের একটি ছবি টুইটারে শেয়ার করে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এদিন সকালে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাতকরেন। দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা দুজনেই দিল্লির নাগরিকদের কল্যাণে একসঙ্গে কাজ করতে সম্মত হয়েছি

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালও টুইট করে বলেন, দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের পরে হরদীপ পুরীর সাথে এটিই তাঁর প্রথম বৈঠক। পুরীর মন্ত্রীত্বের অধীনে দিল্লি সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা দুজনেই দিল্লির উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করতে সম্মত হয়েছি।। প্রসঙ্গত, কেজরিওয়াল তৃতীয়বারের মতো দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পরে এই দুই নেতার মধ্যে এটিই প্রথম বৈঠক।

অমিত শাহের সভা সফল করতে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার বিজেপির

কলকাতা, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শহীদ মিনারে অমিত শাহর রবিবারের সমাবেশ সফল করতে শনিবার বিজেপি কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার অভিযানের সামিল হয়। অভিযান চলে মূলত বিকেলের পর। আজ ভবানীপুর যদুবাবুর বাজারের সামনে ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়ে প্রস্তাবিত সভায় যাওয়ার আবেদন জানান বিজেপির দক্ষিণ কলকাতা জেলা সভাপতি মোহন রাও।

এ ছাড়াও ছিলেন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র পর্যবেক্ষক অরবিন্দ মেনন। বড়বাজার থানা সংলগ্ন বিভিন্ন দোকানে রবিবারের সভার ব্যাপারে প্রচার চালান দলের অন্যতম কেন্দরীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা, দীনেশ পান্ডে প্রমুখ। বেহালা ট্রামডিপোর সামনে সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের কাছে প্রচার চালান অরবিন্দবাবু এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য মুকুল রায়।

শহরের নানা স্থানে অমিত শাহর ছবি-সহ রাখা হয়েছে হোর্ডিং। রবিবারের প্রস্তাবিত সভাস্থলের হাল-হকিকত দেখতে শনিবার অনেকটা সময় মাঠে ছিলেন রাহুল সিনহা এবং দলের রাজ্য কমিটির নেতৃবৃন্দ।

শিলিগুড়িতে হোটেলের রান্নাঘরে আগুন

শিলিগুড়ি, ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিলিগুড়িতে। শনিবার দুপুরে শিলিগুড়ির পানিট্যাংকি মোড়ে একটি হোটেলের রান্নাঘরে আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। পৌঁছান পানিট্যাংকি ফাঁড়ি ও ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ কর্মীরা। দমকলের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন নেভানোর জন্য ওই হোটেলে একটি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র থাকলেও সেটি মেয়াদ উত্তীর্ণ ছিল বলে জানা গিয়েছে। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ঘটনায় হতাহতের খবর মেলেনি। বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন দমকল কর্মীরা।

শিলচর শহরে অগ্নিকাণ্ড জ্যান্ত দগ্ধ চার বছরের শিশু

শিলচর (অসম), ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কাছাড় জেলার সদর শিলচর শহরে আজ শনিবার এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডে জ্যান্ত দগ্ধ হয়ে মর্মান্তিকভাবে মারা গেছে বছর চারের এক শিশু। ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে শিলচর শহরের অম্বিকাপট্টি এলাকার ইস্ট নরসিংপুরের দীনেশ এনক্লেভে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, আজ দুপুরের দিকে দীনেশ এনক্লেভে চারতলার একটি ফ্ল্যাটে আগুন লাগে। সে সময় এই ঘরেই চার বছরের শিশু রাজদীপ নাথ বছর ৪০-এর জনৈক পরিচারিকার সঙ্গে ছিল। শিশুটির মা শর্বরী নাথ পরিচারিকার কাছে শিশুকে রেখে কর্মস্থল অফিসে ছিলেন। ইতিমধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে পরিচারিকাটি ঘরের দরজা খোলে বাইরে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু দরজা জ্যাম হয়ে যাওয়ায় পরিচারিকা শিশুটিকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারেননি। চার বছরের শিশুপুত্রকে নিয়ে আতংকিত পরিচারিকা সর্বশক্তি দিয়ে দরজা খোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালালেও শেষ রক্ষা হয়নি। নিরুপায় হয়ে শিশুটি তার মা শর্বরী নাথকে ফোনে আগুন লাগার কথা জানায়। মা শর্বরী সঙ্গে সঙ্গে অফিসে থেকেই তারাপুরে দমকল বাহিনীকে অবগত করান।

খবর পেয়ে ছুটে কয়েকটি ইঞ্জিন নিয়ে দমকল বাহিনী এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন নিয়ন্ত্রিত হলে ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে শিশুটিকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় এবং পরিচারিকাকে সঙ্কটজনক অবস্থায় উদ্ধার করেন দমকলের কর্মীরা। ততক্ষণে শর্বরী নাথ এবং তাঁর স্বামী রামেন্দু নাথ তাঁদের বাড়িতে পৌঁছেন। বীভৎস দৃশ্য দেখে উভয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েন। চার বছরের সন্তানের এভাবে পুড়ে মৃত্যু বরণ করায় বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়েন মা। এদিকে পরিচারিকাকে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

ভয়ংকর এবং মর্মান্তিক ঘটনার খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে আসেন কাছাড়ের জেলাশাসক বর্ণালী শর্মা। তিনি নিহত শিশুর মা বাবাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।